পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 263 Sunday, 24 August, 2025 * ৩০ বর্ষ, ২৬৩ সংখ্যা * ৭ ভাদ্র, ১৪৩২ রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

বিরোধী উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে নকশাল সমর্থক বললেন শাহ, পাল্টা জবাব রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ বিরোধী শিবিরের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি ' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দাবিতে বিতর্ক তুঙ্গে। এই ইস্যুতেই এবার ব্যক্তি ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার লক্ষ্মণরেখা শাহকে বুঝিয়ে দিয়ে পাল্টা তোপ দাগলেন প্রাক্তন সুপ্রিম বিচারপতি রেড্ডি। শুক্রবার কেরলের কোচিতে একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে শাহ বলেন, বিরোধী দলের প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডিই বামপন্থী চরমপন্থা এবং নকশালবাদকে সমর্থন করে রায় দিয়েছেন। যদি সালওয়া জুডুমের বিরুদ্ধে কোনও রায় না দেওয়া হত, তাহলে ২০২০ সালের মধ্যে বামপন্থী চরমপন্থা শেষ হয়ে যেত। আদর্শে অনুপ্রাণিত এই ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের মতো পবিত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সালওয়া জুডুমের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। কংগ্রেস পার্টি বামপন্থীদের চাপে পড়েই এমন এক ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেছে, যে নকশালদের সমর্থক।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীরা এনডিএ প্রার্থী তামিলনাড়ুর বাসিন্দা সি পি রাধাকৃষ্ণণের বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা রেড্ডিকে প্রার্থী করার পর থেকেই একে দক্ষিণ বনাম দক্ষিণের লড়াই বলে রাজনৈতিকমহলের যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তাও খারিজ করার চেষ্টা করেন শাহ। তিনি বলেন, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে দক্ষিণ বনাম দক্ষিণ বলা সঠিক নয়। বিষয়টিকে এইভাবে দেখাই উচিত নয়। কারণ, উপরাষ্ট্রপতি সারা দেশেরই। দেশের যে কোনও রাজ্য বা প্রান্ত থেকেই উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন।

রেড্ডির বিরুদ্ধে বিজেপি নকশাল সমর্থক অভিযোগ তুলে প্রচার চালাবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। সেই মতোই এদিন শাহর মুখে রেড্ডির ২০১১ সাল দেওয়া রায়ের প্রসঙ্গ উঠেছে। তবে এই ইস্যুতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েননি প্রাক্তন বিচারপতি তথা উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি। শনিবার পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাহের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, সালওয়া জুডুম মামলার রায় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল, ওই রায় আমার নয়। আমি এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কাদা ছোড়াছুড়িতে নামতে রাজি নই। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিতর্কের মধ্যে শালীনতা থাকা আবশ্যক। এবং জোর দিয়ে বলেন, আসন্ন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন দুই ব্যক্তির মধ্যে লড়াই নয়, বরং দুটি ভিন্ন মতাদর্শের লড়াই। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড় সরকার নকশালদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সালওয়া জুডুম অভিযান শুরু করেছিল, যেখানে আদিবাসী যুবকদের অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০১১ সালে, সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির বেঞ্চ এটি নিষিদ্ধ করে এবং বলে যে এই পদ্ধতিটি ' এবং অবৈধ'। আদালত বলেছিল যে সরকারের কাজ হল নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, দরিদ্র আদিবাসীদের ঢাল বানিয়ে বিপদে ফেলা নয়। সিদ্ধান্তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই যুবকদের অবিলম্বে নিরস্ত্র করা উচিত এবং সরকারকে নকশালবাদের মূল কারণগুলি খুঁজে বের করার জন্য কাজ করতে হবে।

বেসরকারিকরণের জের!
পাঁচ বছরে চাকরি হারিয়েছেন লক্ষাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ বেসরকারিকরণের কুফল কি তার টের পাওয়া যাচ্ছে।। শুধু শেষ পাঁচ বছরে কাজ হারিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার লক্ষাধিক কর্মী। লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছে কেন্দ্র নিজেই বলে জানতে পারা গিয়েছে।কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে বেসরকারিকরণের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। রেল থেকে বিমান, কয়লা থেকে এলআইসি, সবেতেই বিকেন্দ্রীকরণের পথে হেঁটেছে এই সরকার। এমনকী সেনার অধীনে থাকা সৈনিক স্কুলও ব্যতিক্রম হয়নি। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেলে দেশে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সৈনিক স্কুল তৈরি হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কমবেশি বেসরকারিকরণের পথে হেঁটেছে মোদি সরকার। যার অবধারিত ফলাফল হল, কর্মীদের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং ছাঁটাই। প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার লোকসভায় একটি লিখিত জবাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বিএল বর্মা জানান, কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯-'২০ সালে ৯.২ লক্ষ থেকে কমে ২০২৩-'২৪ সালে ৮.১২ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মাঝের পাঁচ বছরে লক্ষাধিক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তবে এই সরকার এখন কোষাগার ভরাতে চাইছে। কেন লাভজনক সংস্থার উপর এই কোপ? এ প্রশ্ন বহুদিনের।

পাঁচ বছরে অনগ্রসর শ্রেণির চাকুরে সংখ্যা ১.৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ২.১৩ লক্ষ হয়েছে। কেরলের সিপিএম সাংসদ সচিতানন্থমের প্রশ্নের জবাবে এই উত্তর দিয়েছে কেন্দ্র।বস্তুত, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কেন্দ্রের অবশ্য যুক্তি, লাভজনক সংস্থার উপর কোপ পড়ছে না। রুগ্ন সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন কর্মী স্বার্থের কথা ভাবা হচ্ছে না। তার কোনও উত্তর নেই।

কার্ড বিতরণে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ অবৈধ ভোটার কার্ড আটকাতে নির্বাচন কমিশন কার্ড বিতরণে আরও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডাক বিভাগ ভোটারের হাতে এপিক বা ভোটার কার্ড পৌঁছে দেওয়ার সময় ছবি-সহ ডিজিটাল এভিডেন্স বা প্রমাণ সংগ্রহ করবে। সেই তথ্য ছ'মাস ডাক বিভাগের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। পরে তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে জমা দেওয়া হবে। ফলে কোন ভোটারের হাতে কখন কার্ড দেওয়া হল, তার স্পষ্ট রেকর্ড কমিশনের কাছে থাকবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের আধিকারিক এবং সরস্বতী প্রেসের প্রতিনিধি। কমিশন জানিয়েছে, এতদিন ভোটার কার্ড ছাপা হয়ে প্রথমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আসত, তারপর জেলা স্তরে, শেষে স্থানীয় পোস্ট অফিস হয়ে ভোটারের ঠিকানায় পাঠানো হত। দীর্ঘ এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগত অনেক বেশি। পাশাপাশি কার্ড ভুল ঠিকানায় পৌঁছনো বা মাঝপথে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগও আসত। এবার থেকে সরস্বতী প্রেসে কার্ড ছাপা হওয়ার পর তা সরাসরি কলকাতার জিপিও মারফত ভোটারদের ঠিকানায় পাঠানো হবে। কমিশনের আশা, এর ফলে ভোটার কার্ড তৈরি হওয়ার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যেই আবেদনকারীর হাতে পৌঁছে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শুরু করতে নির্বাচন কমিশন তৎপর। সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ইআরও এবং এইআরও রয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এই মর্মে চিঠি পেয়েছেন। এস আই আর প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সি ই ও দপ্তরের হাতে রয়েছে কিনা তা জানিয়ে আগামী ২৯ আগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে কার্যকরী রিপোর্ট কমিশনে পাঠাতে হবে বলে রাজ্যের সিইও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ আমরা চাঁদ-মঙ্গলে' জাতীয় মহাকাশ দিবসে উচ্ছ্বসিত মোদি

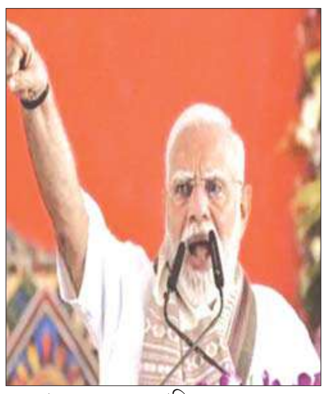

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ কয়েকদিন আগেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষা হয়েছিল শুভাংশু শুক্লার। জাতীয় মহাকাশ দিবসে ভারতীয় নভশ্চরের সঙ্গে কথোপকথনের সেই মুহূর্ত স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। জানালেন, প্রত্যেক ভারতীয়কে গর্বিত করেছেন শুভাংশু। পাশাপাশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মোদি বলেন, সেমি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের মতো প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নতি করেছে ভারত। ফলে মহাকাশে ক্রমেই পোক্ত হচ্ছে এদেশের ভিত্তি। এদিন শুভাংশু প্রসঙ্গে মোদি বলেন, প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত হয়েছিলেন যখন উনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তেরঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন। যখন উনি আমাকে জাতীয় পতাকা দেখান, সেই মুহূর্তটা আমি বর্ণনা করতে পারব না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুর সঙ্গে আমার আলোচনার সময় আমি দেশের তরুণ যুবার গভীর সাহস ও অনন্ত স্বপ্নের সাক্ষী হই। এই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা নভশ্চরদের একটি পুল তৈরি করতে চাই। আজ জাতীয় মহাকাশ দিবসে আমি আমার তরুণ বন্ধুদের আহ্বান জানাই দেশের স্বপ্নকে ডানা দিতে এই পুলে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা চাঁদ, মঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছি। এবং এবার আমরা ডিপ স্পেসে যেতে চাই। সেই সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেমি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের মতো প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে মহাকাশেও ' হয়ে উঠেছে ভারত।গত সপ্তাহেই রাজকীয় অভ্যর্থনায় দেশে ফিরেছেন শুভাংশু। এরপরই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলে তিনি পোস্ট করেন তাঁর ও শুভাংশুর ছবি। লেখেন, ' শুক্লার সঙ্গে দারুণ আলাপচারিতা হয়েছে। আমরা মহাকাশে তাঁর অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গগনযান মিশন-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারত ওঁর কৃতিত্বের জন্য গর্বিত।'

শূন্য ভোটের লজ্জা বিজেপির! ভোট দিলেন না বুথ সভাপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভোট যে কতরকম ভেলকি দেখাতে পারে, তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে দেশে। এবার তেমনই এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী রইল কর্ণাটক। দক্ষিণের এই রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। অথচ দেখা গেল, স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী একটিও ভোট পাননি! বুধবার কাডাবা টাউন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানেই এই ফলাফল। কাডাবা টাউন পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ড (কালারা) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। এই ওয়ার্ডে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজেপির প্রার্থী প্রেমা একটিও ভোট পাননি। ওই ওয়ার্ডে মোট ৪১৮ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে একটি ভোটও বিজেপির ঝুলিতে নেই। কংগ্রেস প্রার্থী থামান্না জাবীন এই আসনে জয়ী হন। তিনি ২০১ ভোট পান। নির্দল প্রার্থী জয়নাবি আদমকে ৬২ ভোটে হারান কংগ্রেস প্রার্থী। এসডিপিআই প্রার্থী ৭৪ ভোট পান। এক নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার ছিলেন না প্রেমা। তিনি ছয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সেই আসনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সেখানকার ফলাফলও প্রেমার জন্য খুব সন্তোষজনক নয়। তিনি ১৭৭ ভোট পেয়েছেন। কংগ্রেসের নীলাবতী শিবরাম এম.এস. পেয়েছেন ৩১৪ ভোট। বিজেপি নেতারা এই অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে মুসলিম ভোটের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন।

অনিল আম্বানির মুম্বইয়ের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা

মুম্বাই, ২৩ আগস্ট ঃ শনিবার ভোরবেলা দেশের অন্যতম শিল্পপতি অনিল আম্বানির মুম্বইয়ের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্প ও আর্থিক দুনিযায়। সকাল ঠিক সাতটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের সি-উইন্ড, কাফে প্যারেডে অবস্থিত আম্বানির বাসভবনে ঢুকে পড়েন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অন্তত সাত থেকে আট জন আধিকারিক। শুরু হয় দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, অনিল আম্বানি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন সেই সময়।সিবিআই এই তল্লাশি চালায় এক বিশাল অঙ্কের ব্যাঙ্ক জালিযাতির মামলার সূত্রে। সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র তরফে অভিযোগ দায়ের করা হযেছে যে অনিল আম্বানির সংস্থা রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (আরকম) ৩,০৭৩ কোটি টাকার প্রতারণা করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিবিআই দিল্লিতে একটি নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করে। এসবিআই জানায়, আরকমের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের আগস্ট থেকে মূলধন বকেয়া, সুদ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাঙ্কের ২,২২৭.৬৪ কোটি টাকা আটকে রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৭৮৬.৫২ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি। সব মিলিয়ে এই বিপুল অঙ্ককেই প্রতারণার অভিযোগ হিসেবে ধরা হয়েছে।এই প্রথম নয়, ২০২০ সালের নভেম্বর মাসেই এসবিআই আরকম ও অনিল আম্বানিকে 'বকেয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি সিবিআইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট ' কু' জারি করায় তদন্তে অস্থায়ী জট পড়ে। ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, কোনো সংস্থাকে ' ঘোষণা করার আগে ঋণগ্রহীতাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে এসবিআই ২০২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর আরকমকে দেওয়া ' তকমা ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই আরবিআইয়ের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী ফের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং পুনরায় সংস্থাটিকে ' ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০২৫ সালের ১৩ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে আরকম এবং তার প্রোমোটার অনিল আম্বানিকে প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এসবিআই। জুলাই মাসের ১ তারিখে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে সেই তথ্য প্রকাশ করা হয়।বর্তমানে আরকম সংস্থা দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ২০২০ সালের ৬ মার্চ ঋণদাতাদের কমিটি একটি রেজোলিউশন প্ল্যান অনুমোদন করেছিল এবং তা মুম্বইয়ের ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) দাখিল করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। পাশাপাশি অনিল আম্বানির ব্যক্তিগত দেউলিয়া মামলা নিয়েও এনসিএলটিতে শুনানি চলছে।

আরও একটি নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি! উত্তাল সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আরও একটি নিম্নচাপের ভ্রুকুটি! উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্নাবর্ত। সোমবার তা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। যার প্রভাব গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায়। বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মস্যজীবীদের আজ, শনিবার মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, একটি নিম্নচাপ ইতিমধ্যেই রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটি ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যাবে। তবে সোমবারের মধ্যে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে। এই দুইয়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়।

রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিযা ও পশ্চিম বর্ধমানে। সোমবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায়। মঙ্গলবারও বৃষ্টি চলবে। আজ, কলকাতার আকাশ মূলত মেঘলা। শহরে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

প্রতিবাদী শিক্ষককে রাস্তায় ঘিরে ধরে মার! বেলঘড়িয়া কাণ্ডে পুলিশের জালে এক তরুণী সহ ৪

দুরন্ত বার্তা, বেলঘড়িয়া,২৩ ঃ বেলঘড়িয়ায় শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। বেলঘড়িয়া সংলগ্ন নিমতা এলাকা থেকেই প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হয়।এ দিন ভোরেই একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বেলঘড়িয়ার নন্দননগর এলাকায় বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার উপরে কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে মদ্যপান করতে দেখেন পেশায় অঙ্কন শিক্ষক নিরুপম পাল। অভিযোগ, এর পরই নিরুপমবাবুকে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে অভিযুক্ত তরুণ-তরুণীরা। চড়, থাপ্পড় থেকে শুরু করে কিল, ঘুষি কোনও কিছুই বাদ যায়নি। গোটা ঘটনা ধরা পড়ে সিসিটিভি-তে। এর পরই স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালায়। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। একজন শিক্ষককে এ ভাবে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনার পরই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। তল্লাশি শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক তরুণী সহ চার জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মাদিরা মুখোপাধ্যায়, জয়, অভয় এবং পাপাই। ধৃতদের জেরা করে বাকি অভিযুক্তদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত আক্রান্ত শিক্ষক নিরুপম পাল এবং তাঁর পরিবার। এলাকার কাউন্সিলর তপন আচার্যের দাবি, এর আগেও এলাকায় কিছু যুবক-যুবতী রাস্তার উপরে এ ভাবে মদ্যপান করত। তাঁর হস্তক্ষেপে ওই যুবক-যুবতীদের এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও স্থানীয় সিপিএম এবং বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, শাসক দলের প্রশ্রয়েই এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম দিন দিন বাড়ছে।

মূল অভিযুক্ত মনোজিৎই! কসবা কাণ্ডে ৫৮ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের মামলায় চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। অভিযোগর তদন্ত শুরুর ৫৮ দিনের মাথায়, শনিবার আলিপুর আদালতে ৬৫০ পাতার চার্জশিট জমা পড়েছে। তাতে মূল অভিযোগ হিসেবে নাম রয়েছে মনোজি মিশ্র-সহ চারজনের। গণধর্ষণ, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তি আইনে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে বলে খবর।আরও জানা গিয়েছে, চার্জশিটে ৮০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। দেওয়া হয়েছে ডিএনএ ও ফরেনসিক রিপোর্ট। জুন মাসের প্রথমদিকে কসবার আইন কলেজের মধ্যেই গণধর্ষণের অভিযোগ তোলেন এক ছাত্রী। কলেজের ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন নেতা মনোজি মিশ্র ও তার সাগরেদদের বিরুদ্ধ অভিযোগ তোলা হয়। ওই দৃশ্য ভিডিও করে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগও ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। পাশাপাশি, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের সদস্য এতে জড়িত বলেও অভিযোগের আঙুল ওঠে। যদিও সেসময়ই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত মনোজি মিশ্র কলেজ এবং ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তনী। তাকে টিএমসিপি সাসপেন্ডও করেছে। এই ঘটনার গোড়া থেকেই তপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। এবার ঘটনার ৫৮ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ করা হল। জানা গিয়েছে, চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে মনোজিৎ মিশ্রর। এছাড়া প্রমিত মুখোপাধ্যায়, জেব আহমেদ এবং কলেজের নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে অভিযুক্ত হিসেবে। ১৭০ পাতার চার্জশিট-সহ মোট ৬৫০ পাথার নথি জমা দিয়েছে পুলিশ। ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্টও দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে গণধর্ষণ, আটকে রেখে প্রাণে মেরে রাখার হুমকি, মোবাইল ফোনে ব্ল্যাকমেল করার জন্য রেকর্ডিং, এসব ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।এতে খানিকটা স্বস্তিতে নির্যাতিতা ছাত্রী ও তাঁর পরিবার। ধর্ষণ, গণধর্ষণের মতো নারীবিরোধী ঘটনা রুখতে রাজ্য সরকার ' বিল' এনেছে। কিন্তু রাজ্যপাল এখনও সই না করায় বিলটি কার্যকর হয়নি। এই আইন সংশোধন হলে আরও দ্রুত দোষীদের কঠোরতম শাস্তি হবে বলে আশাবাদী সকলে।

ট্রাম্পের বিদেশনীতি নিয়ে তোপ জয়শংকরের
'এমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখিনি'

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ গতকাল রুশ তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার সমালোচনাকে ধুয়ে দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। শনিবার সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। জয়শংকরের ভাষায় বর্তমান মার্কিন বিদেশনীতি ' তিনি বলেন, বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো নীতি নেননি অতীতের কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট..। শনিবার ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরাম ২০২৫ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন জয়শংকর। ট্রাম্পের ' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় গোটা বিশ্বের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আচরণের ধরণ, এমনকী তাঁর নিজের দেশের প্রতিও এতদিনের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কতকটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে জয়শংকর আরও বলেন, ট্রাম্পের শুল্কবাণের জবাবে ভারতের নীতি খুব স্পষ্ট- কোনওভাবে ভারতবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কৃষক-মজুরের স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কাজ করা হবে না। এইসঙ্গে ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবির সমালোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁর কথায়, মধ্যস্থতার (ভারত-পাক সংঘাত) বিষয়ে ১৯৭০ সাল থেকে ভারতের একটি নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। তা হল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কারও মধ্যস্থতা গ্রহণ করি না। যদিও ট্রাম্প বারবার মধ্যস্থতার দাবি করে চলেছেন।

গতকাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয়শংকর বলেন, রুশ তেলের বৃহত্তম ক্রেতা চিন। রুশ গ্যাসের বৃহত্তম ক্রেতা ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০২২ সালের পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য লাফিয়ে

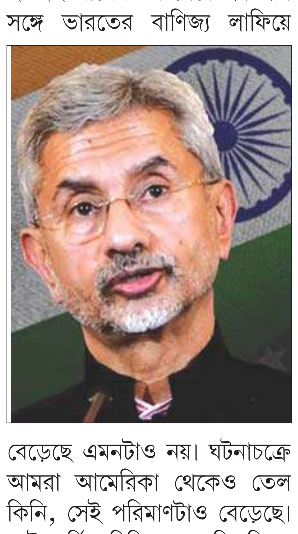

বেড়েছে এমনটাও নয়। ঘটনাচক্রে আমরা আমেরিকা থেকেও তেল কিনি, সেই পরিমাণটাও বেড়েছে। তাই মার্কিন মিডিয়া যে যুক্তি দিচ্ছে সেটা খুবই অগোছালো, ভুলভাল। অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে রুশ তেল কেনার ' ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন, সেই পদক্ষেপকেই যুক্তিহীন বলে অভিহিত করলেন জয়শংকর। সম্প্রতি ট্রাম্প ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন। তারপর রুশ তেল আমদানির ' আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপে ভারতের উপর। এহেন পরিস্থিতিতে বুধবার জানা যায়, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য রাশিয়াকে বিপুল পরিমাণ তেলের বরাত দেওয়া হয়েছে। তার কারণ সম্প্রতি ব্যারেলপ্রতি তিন ডলার ছাড় দেওয়া হয়েছে উরালের তেলে। হিসাব অনুযায়ী, এই ছাড়রে অঙ্কটা ৫ শতাংশ। তবে এই নিয়ে সরকারিভাবে কোনও পক্ষই কিছু জানায়নি। তবে এটা পরিষ্কার, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বাড়িয়ে আমেরিকাকেই পালটা বার্তা দিয়েছে দিল্লি। এহেন পরিস্থিতিতে মস্কো সফরে গিয়েছেন জয়শংকর। শুল্ক যুদ্ধের আবহে দীর্ঘদিনের ' রাশিয়াকে আরও কাছে টানছে ভারত। মস্কোর প্রতি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বার্তা, আরও মজবুত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়তে হবে আমাদের। রুশ সংস্থাগুলিকে ভারতীয অংশীদারদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সেই সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল সম্পর্ক ভারত ও রাশিয়ার। অর্থাৎ ট্রাম্পকে হুমকিকে ' কেয়ার' করেই আপাতত এগোচ্ছে ভারতের বিদেশনীতি।

ভারতের অগ্নি মিসাইল পরীক্ষায় ভয়ে কাঁপছে পাকিস্তান! নালিশ ইসলামাবাদের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক আঙিনায় পাকিস্তানের মুখ বারবার পুড়েছে। ধূসর তালিকায় ঢুকে পড়া হোক কিংবা সাম্প্রতিক অতীতে পহেলগাঁও হামলার মতো ঘৃণ্য চক্রান্তে নাম জড়ানো- প্রতিবেশী দেশটির মুখোশ খসে পড়েছে প্রতিবার। সেই পাকিস্তানই এবার ভারতের বিরুদ্ধে শান্তি, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলল! তাদেরঅভিযোগ, ২০ আগস্ট ওড়িশার চাঁদিপুরের ইন্টি গ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল ' মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত পরীক্ষা সফল হয়েছে বলেক্ষ খবর। আর এতেই ঘাবড়ে গিয়েছে ইসলামাবাদ। তাদের দাবি, পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর ভারত যেভাবে অস্ত্র কেনায় মন দিয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।পাকিস্তানের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র সফকত আলি খান সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে

বলেন, আমরা লক্ষ করছি ভারতের অস্ত্র সংগ্রহ বা ক্রয়ের বিষয়টি। যা কেবল পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যই নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও সামগ্রিক ভাবে বিপজ্জনক। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উভয় স্তরেই শান্তি, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মিসাইল ডিফেন্স প্রজেক্ট অনুসারে, এই ক্ষেপণাস্ত্র ৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ফলে এর আওতায় অবশ্যই থাকবে পাকিস্তান। স্বাভাবিক ভাবেই তা চিন্তা বাড়াচ্ছে পাক প্রশাসনের। যা পরিস্কার হয়ে গেল সেদেশের মুখপাত্র ' ভঙ্গির সমালোচনায়। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গত ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে প্রতিরক্ষা নিয়ে বড় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। নমো জানিয়েছেন, ভারত খুব শীঘ্রই ' সুদর্শন চক্র' আনতে চলেছে যা ভারতীয় আকাশসীমার ঢাল হয়ে রক্ষা করবে। শুধু তাই নয়। পালটা প্রতি আক্রমণ করতে সক্ষম এই সুদর্শন চক্র। এই ঘোষণার পর অগ্নি মিসাইলের সফল উক্ষেপণ পাকিস্তানকে আরও ভয় ধরাচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মহাকাশ ক্ষেত্রে উপর্যুপরি মাইলফলক অর্জন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবসে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে উপর্যুপরি মাইলফলক অর্জন ভারত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি আপনাদের সকলকে জাতীয় মহাকাশ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। এবার মহাকাশ দিবসের থিম হল আর্যভট্ট থেকে গগনযান। এতে অতীতের আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ভবিষ্যতের সংকল্পও রয়েছে। এখন আমরা দেখছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় মহাকাশ দিবস একটি উৎসাহের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের যুবকদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সম্প্রতি ভারত জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার উপর আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডও আয়োজন করেছে। ৬০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৩০০ যুবক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় যুবকরাও পদক জিতেছে। এই অলিম্পিয়াড মহাকাশ সেক্টরে ভারতের উদীয়মান নেতৃত্বের প্রতীক। আমি খুশি যে ইসরো মহাকাশের প্রতি তরুণ বন্ধুদের আগ্রহ বাড়াতে ইন্ডিয়ান স্পেস হ্যাকাথন এবং রোবোটিক্স চ্যালেঞ্জের মতো উদ্যোগও নিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন মাইলফলক অর্জন করা ভারত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দুই বছর আগেই, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রথম দেশ হয়ে ওঠে ভারত। জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, আমরা বিশ্বের চতুর্থ দেশ হয়েছি, যারা মহাকাশে ডকিং এবং আনডকিং করার ক্ষমতা রাখে। মাত্র ৩ দিন আগে, আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তিরঙ্গা উত্তোলন করে তিনি প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছিলেন। তিনি যখন আমাকে তিরঙ্গা দেখাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত, অনুভূতিটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুর সঙ্গে আমার আলোচনায়, আমি নতুন ভারতের তরুণদের অসীম সাহস এবং অসীম স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্নগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা ভারতের মহাকাশচারী পুলও প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। এখন মহাকাশ দিবসে, আমি আমার তরুণ বন্ধুদের এই মহাকাশচারী পুলে যোগদানের জন্য ভারতের স্বপ্নকে ডানা মেলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখন ভারত সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন এবং বৈদ্যুতিক চালনার মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

রবিবার নতুন দিল্লিতে আসছেন রাবুকা, ভারতে এটাই তাঁর প্রথম সফর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ সস্ত্রীক ভারত সফরে আসছেন ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতেনি লিগামামাদা রাবুকা। ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট ভারতে থাকবেন তিনি। ফিজির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারত সফরে আসছেন তাঁর স্ত্রী সুলুযেতি রাবুকাও। প্রধানমন্ত্রী রাবুকার এটিই হতে চলেছে প্রথম ভারত সফর। দিল্লি সফরের সময, প্রধানমন্ত্রী রাবুকা ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সফররত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করবেন। প্রধানমন্ত্রী রাবুকার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি, নিখোঁজ দু'জন

চামোলি, ২৩ আগস্ট ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়। চামোলির জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারি বলেছেন, শুক্রবার রাতে চামোলির থারালি তহসিলে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষযক্ষতির সম্ভাবনা রযেছে। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ নেমে এসেছে, যার ফলে এসডিএম বাসভবন-সহ অনেক বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে।উত্তরাখণ্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বিনোদ কুমার সুমন বলেছেন, চামোলি জেলার থারালিতে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ঘরবাড়ি, বাজার এবং এসডিএম-এর বাসভবনে ধ্বংসাবশেষ ঢুকে পড়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে। দু'জন নিখোঁজ রয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি টুইট করেছেন, গত রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির একটি মর্মান্তিক খবর পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নিয়োজিত রয়েছে। এই বিষয়ে, আমি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছি এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমি সকলের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

ফের ভূমিকম্প অসমে, ৭৫ মিনিটের ব্যবধানে পর-পর কম্পন কারবি আংলঙে

গুয়াহাটি, ২৩ আগস্ট ঃ ৭৫ মিনিটের ব্যবধানে পর-পর মৃদু ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে। শনিবার ২.৭ মাত্রার প্রথম কম্পন অনুভূত হয়েছে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে এবং ৩.২ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে সকাল ১১টা ৪৭ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে। দুবার ভূমিকম্প হলেও কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) তাদের এক্স হ্যান্ডলে দুটি ঘটনার খবর দিয়েছে। এনসিএস-এর প্রথম খবরে জানা গেছে, আজ শনিবার ভারতীয় সময় ১০ঃ৩০ঃ৪৮টায় সংঘটিত ২.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কারবি আংলং জেলার ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৬.৪৪ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.২২ও পূর্বে।আজই ৩.২ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে ভারতীয় সময় ১১ঃ৪৭ঃ১৩টায়। এর উৎসস্থল ছিল কারবি আংলং জেলার ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৬.২৯ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.১৯ও পূর্বে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি আগস্ট মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ১৭ বার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ভারতীয় সময় আজ (২৩ আগস্ট ২০২৫) ০০ঃ২৪ঃ২১টায় সিকিমের

দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ ইসরো প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবস চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩-এর সফল ঐতিহাসিক অবতরণকে স্মরণ করে পালিত হয়। এটি প্রতি বছর গৌরবের সঙ্গে ২৩ আগস্ট দেশজুড়ে উদযাপিত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শনিবার নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে ইসরো দ্বারা অয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং ইসরো চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ইসরো প্রধান বলেছেন, ''২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক দিন ছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ভারত সফলভাবে চন্দ্রযান-৩ সফট-ল্যান্ড করেছে। আমরা সফলভাবে এমনটা করার একমাত্র দেশ হয়েছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি একজন দূরদর্শী নেতা এবং আমাদের মন্ত্রী মহাকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনিই চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডিং স্পটকে 'শিবশক্তি' পয়েন্ট হিসেবে নামকরণ করেছিলেন। তিনি ২৩ আগস্টকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবেও ঘোষণা করেছেন।ইসরো-র চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন বলেছেন, আমাদের অন্যতম 'গগনযাত্রী'-কে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো একটি বড় সাফল্য। এক্ষেত্রে আবারও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এটা তাঁর ধারণা ছিল যে, আমাদের রকেটের মাধ্যমে 'গগনযাত্রী' মহাকাশে পাঠানোর আগে আমাদের তাদের একজনকে আইএসএস-এ পাঠানো উচিত। এটা তার দৃষ্টিভঙ্গি। শুক্লার সহকর্মীদের ভুলে যাওয়া যায় না, চারজন 'গগনযাত্রী' আমাদের কাছে সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দেশীয় অস্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা শক্তির পথে ইরান

ইরানঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা ও সহাযতা মন্ত্রণালয় ২১শে আগস্ট প্রতিরক্ষা শিল্প দিবস উপলক্ষে একটি বিবৃতি জারি করেছে।ইরনার বরাত দিযে. পার্সটুডে অনুসারে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা ও সহায়তা মন্ত্রণালয ২১শে আগস্ট প্রতিরক্ষা শিল্প দিবস উপলক্ষে একটি বিবৃতি জারি করেছে যেখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ দেশের প্রতিরক্ষা চাহিদা এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও মানদণ্ড অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র, অস্ত্র, মহাকাশ ক্ষেত্রে জাতির সন্তানদের অর্জন এবং বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের নকশা ও উপাদন দেশটিকে বিদেশীদের ওপর নির্ভরতার শিখর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও কর্তৃত্বের শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে এই অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি মেরুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।এই বিবৃতির পূর্ণাঙ্গ অংশ নিম্নরূপঃইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয় এবং পাহলভি-নির্ভর সরকারের পতন এবং দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভাগ্য ও বিষয়ের উপর আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টাদের আধিপত্যের অবসানের সাথে সাথে প্রতিরক্ষা অর্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গতিশীলতা এবং নেতৃত্বের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।দেশের প্রতিরক্ষা চাহিদা এবং আজকের প্রযুক্তি ও মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র, অস্ত্র, মহাকাশ ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের নকশা ও উপাদনে জাতির সন্তানদের সাফল্য দেশকে বিদেশীদের ওপর নির্ভরতার শিখর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও কর্তৃত্বের শিখরে নিয়ে. যেতে সক্ষম হযেছে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে এই অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি মেরুতে পরিণত করেছে। ঐক্য ও অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায়. ইরানের মহ জাতি সাম্প্রতিক বারো দিনের আরোপিত যুদ্ধে এই গৌরব ও কর্তৃত্বের ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রতিরোধমূলক প্রতিরক্ষা পণ্য উপাদনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেছে।এছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বারবার আমাদের প্রিয় দেশের আশ্চর্যজনক ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি সম্পর্কে প্রচার করেছে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শত্রুরা বুঝতে পেরেছে যে এই অঞ্চলে যেকোনো দুঃসাহসিকতা এবং ভুল গণনার প্রতিক্রিয়ায়.তারা শক্তিশালী ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে একটি খুব শক্ত থাপ্পড় খাবে।প্রতিরক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনী সহাযতা মন্ত্রণালয় এই গৌরবময় দিনে দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের মহান পরিবারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং ইসলামী বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষার সম্মানিত শহীদদের বিশেষ করে পবিত্র প্রতিরক্ষার বারো দিনের শহীদদের সম্মান জানাচ্ছে। সর্বোচ্চ কমান্ডার-ইন-চিফ এর ব্যবস্থা ও আদেশের কাঠামোর মধ্যে গত ৪৬ বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে শত্রুদের হুমকির জবাব দেওযার জন্য উন্নত ও প্রযুক্তিগত অস্ত্র ও সরঞ্জাম উৎপাদন, এবং প্রস্তুত করার পাশাপাশি সক্রিয় প্রতিরক্ষা কূটনীতি আরো গভীর করা এবং স্থানীয় সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আবারো সর্বোচ্চ নেতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাননীয় সর্বাধিনায়ক মহামান্য ইমাম খামেনেয়ীর প্রতি আনুগত্যের শপথ

নতুন ইউরেশিয়ান ব্যবস্থায় ইরানের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করছে

বিশ্বসংসবাদ (ইরান)- ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের দুই সদস্য আর্মেনিয়া এবং বেলারুশে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সফর করার পেছনে তেহরানের লক্ষ্য হলো এই অঞ্চল এবং দক্ষিণ ককেশাসের দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা।২০ আগস্ট গত বুধবার ইরান এবং বেলারুশের উপস্থিতিতে মাসুদ পেজেশকিয়ান বেলারুশ সফরের সময় রাজনীতি,আন্তর্জাতিক আইন,পর্যটন,শিল্প,গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, শিল্প, পরিবেশ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১২টি সহযোগিতার দলিল স্বাক্ষরিত হয়।বেলারুশিয়ান প্রতিপক্ষ আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সাথে এক বৈঠকে ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ একতরফাবাদ প্রসারিত করতে এবং অন্যান্য দেশের ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দিতে চাইছে এবং এই পদ্ধতি মিনস্ক এবং তেহরানের জন্য সহনীয় ছিল না এবং হবেও না।পেজেশকিয়ান আরো বলেন যে,বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি, ইরান ও বেলারুশের অনেক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে গঠনমূলক সহযোগিতা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়ন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং ব্রিকস গ্রুপ ইরান ও বেলারুশের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা সহজতর ও সম্প্রসারণের জন্য একটি উত্তম কাঠামো এবং প্ল্যাটফর্ম।ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে এবং একটি সরকারী দ্বিপাক্ষিক সফরের উদ্দেশ্যে সোমবার ১৮ আগস্ট একটি উচ্চ-স্তরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ইযেরেভানের উদ্দেশ্যে তেহরান ত্যাগ করেন।পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী এবং সমমনা দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণকে ১৪তম সরকারের পররাষ্ট্র নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং প্রতিবেশী দেশ আর্মেনিয়া সফরও দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য পরিচালিত হয়।ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইউরেশিযান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক সদস্য। রাশিয়া, কাজাখস্তান, বেলারুশ, আর্মেনিয়া এবং কিরগিজস্তান ইউনিয়নের সদস্য। ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইরানের সহযোগিতা সম্প্রসারণ পশ্চিমা ব্লকগুলোর বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক মেরু তৈরি করতে এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে।ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সাথে ইরানের সাম্প্রতিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি ৫০০ টিরও বেশি পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়েছে, যার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইরানের বাণিজ্যের পরিমাণ ১.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহযোগিতা আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলার একটি উপায় হতে পারে। এই দেশগুলোর সাথে ইরানের ব্যাংকিং ও আর্থিক সম্পর্ক উন্নয়ন লেনদেনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে।ইউনিয়নে ইরানের সক্রিয় উপস্থিতি মধ্য এশিয়া, ককেশাস এবং এমনকি ইউরোপে দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকেও শক্তিশালী করবে। ইরান পারস্য উপসাগর এবং ইউরেশিয়ার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে, যা জ্বালানি ও পণ্য পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইউনিয়নগুলিতে সদস্যপদ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন ও শিল্প খাতে বিদেশী পুঁজির প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে এবং ইরান যৌথ প্রকল্প বিকাশের জন্য সদস্য দেশগুলির আর্থিক সক্ষমতা থেকে উপকৃত হতে পারে।ইরান এবং ইউরেশিয়ান দেশগুলোর শক্তি, নতুন প্রযুক্তি এবং ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে পরিপূরক ক্ষমতা রযেছে যা যৌথ প্রকল্প এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান স্থানান্তরের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিযনের সাথে মিথস্ক্রিয়া ইরানকে নতুন আঞ্চলিক ব্যবস্থায় একটি সক্রিয় খেলোয়াড় হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আন্তর্জাতিক সমীকরণে এর ভূমিকা আরও বিশিষ্ট করে তোলে।বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক অবকাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে ইরান ইউরেশিয়ান দেশগুলো এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই অবস্থান ইরানকে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম ট্রানজিট রুটগুলোকে সংযুক্ত করতে এবং একটি কৌশলগত প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করেছে।পেজেশকিয়ান ইয়েরেভান এবং মিনস্ক ভ্রমণকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা স্থিতিশীল করতে, অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে এবং এ অঞ্চলে আমেরিকান ও পশ্চিমা হস্তক্ষেপবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইরানের নতুন রোডম্যাপের অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই সফর আঞ্চলিক এবং আন্ত ঃআঞ্চলিক অভিনেতাদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে এবং দেখিয়েছে যে ইরান নতুন ইউরেশিয়ান ব্যবস্থায় তার ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করছে।

২৯-৩০ আগস্ট জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, মাসের শেষে যাবেন চিনেও

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি মাসের ২৯ থেকে ৩০ তারিখ জাপান সফর যাচ্ছেন। ওই সময়ে জাপানে ১৫-তম ভারত-জাপান বার্ষিক শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এটি হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাপানে অষ্টম সফর ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এই সফরে, দুই প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন-সহ ভারত ও জাপানের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা করবেন। তাঁরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করবেন।সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ আগস্ট থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিন ভ্রমণ করবেন। শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারত ২০১৭ সাল থেকে এসসিও-র সদস্য।

২-৪ সেপ্টেম্বর যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হবে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ আগামী ২-৪ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হবে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫। ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন করবেন। ভারতের বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স শো ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হবে।সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এ ৩৩টি দেশ, ৫০-এর বেশি গ্লোবাল সিএক্সও, ৩৫০ জন প্রদর্শক এবং ৫০-এর বেশি দূরদর্শী গ্লোবাল বক্তাকে স্বাগত জানাবে ভারত। স্থানীয় সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম সম্প্রসারণ এবং শিল্প প্রবণতা তুলে ধরার জন্য এই ইভেন্ট আয়োজিত হতে চলেছে। সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সর্বাধিক করার জন্য এবং সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারতের নীতিগুলি তুলে ধরার জন্য সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ ডিজাইন করা হয়েছে।

পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে এলপিজি প্ল্যান্টে আগুনে মৃত দুই, আহত ২৩ জন

হোশিয়ারপুর, ২৩ আগস্ট ঃ পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে এলপিজি প্ল্যান্টে আগুনে প্রাণ হারালেন দু'জন। এছাড়াও এই অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২৩ জন দগ্ধ ও আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে হোশিয়ারপুর জেলায়, হোশিয়ারপুর-জলন্ধর সাকের ওপর মান্ডিয়ালা গ্রামে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এলপিজি প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুনে লাগে। ডেপুটি কমিশনার আশিকা জৈনের মতে, সন্দেহ করা হচ্ছে, শিল্পাঞ্চল এলাকায.এলপিজি ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনার কারণে আগুন লেগেছিল এবং দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।হোশিয়ারপুর সিভিল হাসপাতালের সিনিযর মেডিকেল অফিসার ডাঃ কুলদীপ সিং বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর শুক্রবার রাতে ২৩ জন দগ্ধ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে বিশেষ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে, যার মধ্যে দু'জনকে আদমপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, হোশিয়ারপুর সিভিল হাসপাতালে সাতজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একজনকে মৃত অবস্থায. আনা হয়েছিল, আর একজন পরে বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান।

সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা এক ব্যক্তির, আটকে দিল সুরক্ষা বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ সংসদ ভবন চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করলো সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি। যদিও, সুরক্ষা বাহিনী ওই সন্দেহভাজনকে পাকাও করেছে, আপাতত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।একজন ব্যক্তি শনিবার সংসদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে, নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দেয়। এই মুহূর্তে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন নিরাপত্তা কর্মীরা। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, একজন ব্যক্তিকে রেলভবন থেকে সংসদের দিকে যাওযার রাস্তায় থামানো হয়েছিল এবং কেন সে এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ভারতে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ট্রাম্পের, দায়িত্ব দিলেন সার্জিও গোরকে

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট ঃভারতে, আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দায়িত্ব দিলেন সার্জিও গোরকে। তিনি বর্তমানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল পদে রয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, সার্জিও ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করবেন। সেই সঙ্গে তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ এবং মধ্যে এশিয়ায়। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করবেন। সার্জিও বরাবরই ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত।সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, ' পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি সার্জিও গোরকে নিয়োগ করছি। সেই সঙ্গে দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করবেন তিনি। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ শুরুর আগে পর্যন্ত সার্জিও হোয়াইট হাউসে তাঁর বর্তমান দায়িত্বে থাকবেন।'' এ বিষয়ে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও টুইট করেছেন, ভারতে আমাদের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে সার্জিও গোরকে মনোনীত করার রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তে আমি উচ্ছসিত। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে একটিতে আমেরিকার একজন চমকার প্রতিনিধি হবেন।

জাতীয় মহাকাশ দিবসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর বার্তা

কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ঃ জাতীয় মহাকাশ দিবসে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।শনিবার তিনি লিখেছেন, চন্দ্রযান-৩ থেকে অ্যাক্সিওম-৪ পর্যন্ত, নক্ষত্রদের মধ্যে ভারতের যাত্রা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে! এই জাতীয় মহাকাশ দিবসে, আমরা ভারতের অসাধারণ যাত্রা উদযাপন করছি - আর্যভট্ট থেকে গগনযান পর্যন্ত।গর্বের সাথে, আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের চেতনাকে অভিবাদন জানাই, যাঁদের জ্ঞানের সাধনা মানবতার দিগন্তকে প্রসারিত

রাশিফল

মেষঃআপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে।
বৃষঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।
মিথুনঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। শুভ দিন
কর্কট রাশি ঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায. পড়তে পারে। সংসারে শান্তি হবে।
সিংহঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে
কন্যা ঃ স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। কিন্তু আপনাকে সম্মুখে চালিত করতে আপনার যুক্তি ব্যবহার করুন।
তুলাঃ অতিযক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিযগে করেছিল তারা আজ সেই বিনিযগে থেকে উপকৃত হতে পারে।
বৃশ্চিকঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন-কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন। সংসারে শান্তি।
ধনুঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। ।
মকরঃ যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।।
কুম্ভঃ আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। গৃহস্থালীর কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মীনঃ নিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় এবং আপনার অগ্রগতিকে আটকে দেয়। আত্মবিশ্বাস ফিরে

আবহাওয়া

প্রত্যক্ষ নয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে বঙ্গে, আর তাই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকালেও শহর ও শহরতলি ছাড়াও, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক, তবে মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তার জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ এবং ৭১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে ।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যয়, জলে ভেসে গেল মিড ডে মিল-এর সামগ্রী

পুরুলিয়া, ২৩ আগস্ট ঃ ঝালদা পুরসভা এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা প্রবল বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাতের জেরে পাহাড়ি স্রোতের সঙ্গে মিশে শহরের হাইড্রেনের জল হু হু করে ঢুকে পড়েছে জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। ফলে ঝালদা পুরসভার ২, ৩ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক অঞ্চল প্রায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত। হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া এই বন্যা পরিস্থিতিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিদ্যুতের খুঁটি। বেশ কিছু পরিবারের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কারও বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, কারও টোটো-যানবাহন জলে ডুবে অচল হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতির খবর এসেছে স্থানীয় আইসিডিএস প্রকল্পের গুদাম থেকে। সেখানে রাখা ছিল কয়েক লক্ষ টাকার চাল ও ডাল। প্রবল বৃষ্টিতে গুদামের ভিতর জল ঢুকে পড়ায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই খাদ্যসামগ্রী। স্টোরকিপার মন্টু সিং জানালেন, কয়েকদিন ধরে গুদামের সামনে জল জমে থাকলেও শনিবার রাতে হঠাৎ করেই ভেতরে জল ঢুকে পড়ে। ফলে বহু কুইন্টাল চাল ও ডাল ভিজে একেবারে অখাদ্য হয়ে গিয়েছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ক্ষতির ফলে বহু পরিবার অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। স্থানীয় মানুষজনও এই পরিস্থিতিতে ভোগান্তির শিকার। ভেঙে পড়া রাস্তাঘাটে তাদের যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও বৈদ্যুতিক খুঁটি পড়ে থাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। একাধিক পরিবার বাধ্য হয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রয়েছে। কেউ আবার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই বাড়ির ভেতরে জল ঢুকে পড়ায় তাঁরা কিছুই রক্ষা করতে পারেননি। কাপড়-চোপড়, আসবাব, প্রয়োজনীয় নথি-সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন ঝালদা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুদীপ কর্মকার এবং ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের বিডিও মদনমোহন মুর্মু। তাঁরা ক্ষয়ক্ষতির চিত্র খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। উপ-পুরপ্রধান বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। রাস্তা মেরামত থেকে শুরু করে জল নামানোর জন্য হাইড্রেন পরিষ্কার করার কাজ চলছে। ভবিষ্যতে যাতে একই পরিস্থিতি না হয়, সেই বিষয়ে পুরসভা ব্যবস্থা নেবে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, পরিকল্পনার অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তারা বলেন, ঝালদা শহরে জল নামার জন্য যথেষ্ট নালা বা ড্রেন নেই। পুরসভা নিয়মিত পরিষ্কার করে না। ফলে বৃষ্টির জল আটকে গিয়ে ভয়াবহ বন্যার আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় এক বেসরকারি স্কুলের কর্ণধার গৌতম চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, শুধু প্রকৃতিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা নিজেরাই নিয়ম ভেঙে বাড়ি তৈরি করি, নালা-নদী দখল করি। ফলে জলের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বিপর্যয়ের দায় আমাদের নিজেদেরও। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হলেও, সাধারণ মানুষ এখনই স্বস্তি পাচ্ছেন না। কারণ, বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আইসিডিএস গুদামের খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। শিশুরা নিয়মিত যে পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে থাকে, তা আপাতত অনিশ্চয়তার মুখে। প্রশাসন জানিয়েছে, দ্রুত নতুন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। ঝালদার এই পরিস্থিতি আবারও প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শহর ও মফস্বল এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে। বর্ষা এলেই বহু শহরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তাঘাট, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। ঝালদার এবারের বিপর্যয় সেই একই চিত্রকেই আরও প্রকট করে তুলল। মোটের ওপর, একটানা বর্ষণে বিপর্যস্ত ঝালদা শহর। প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার। তবে স্থানীয়দের দাবি, সাময়িক ব্যবস্থা নয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব নয়।

অচল তমলুকে হেড পোস্ট অফিস, ভোগান্তিতে গ্রাহকরা

তমলুক, ২৩ আগস্ট ঃ টানা তিন দিন ধরে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে তমলুকের হেড পোস্ট অফিস। দরকারি কাজ সারতে এসে প্রতিদিনই ব্যর্থ হয়ে ফিরছেন গ্রাহকরা। চরম ভোগান্তি ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সার্ভারের রাউটার পুড়ে যাওয়ার ঘটনা। ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে নেটওয়ার্কভিত্তিক সমস্ত পরিষেবা। শনিবার পোস্ট অফিসে দরকারি রেজিস্ট্রি করতে এসেছিলেন তমলুক আদালতের ল ক্লার্ক সিদ্ধার্থ মাজি। তিন দিন ধরে একই সমস্যায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়ে ক্ষোভে ফেটে পানে তিনি। বিরক্তির সুরে বলেন, একটা রেজিস্ট্রি পোস্ট করতে এসে তিন দিন ধরে ঘুরছি। প্রতিদিনই শুনতে হচ্ছে সার্ভার ডাউন বা সফটওয়্যারের কাজ চলছে। এইভাবে আর কতদিন চলবে? একই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন এলাকার বাসিন্দা দেবকমল দাসও। তিনি বলেন, আধুনিক যুগে এই ধরনের পরিষেবা ভেঙে পড়া মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বারবার হয়রানির শিকার হচ্ছি। পোস্ট অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ আগস্ট আচমকা ওই সার্ভারের রাউটার পুড়ে যায়। এরপর থেকেই পুরো নেটওয়ার্ক স্তব্ধ হয়ে যায়। তমলুক হেড পোস্ট অফিসের অধীনে রয়েছে প্রায় ৬২টি সাব পোস্ট অফিস। প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয় এই মুখ্য ডাকঘর থেকে। পাশাপাশি চিঠিপত্র ও নানা ডাক পরিষেবাও এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে তিন দিন ধরে পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকরা, সমস্যায় পড়েছেন আমানতকারীরা ও রেকারিং ডিপোজিটের এজেন্টরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এজেন্ট বলেন, মাসের শেষের দিকে যখন গ্রাহকদের লেনদেন ও জমার চাপ থাকে, তখন এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আমরা মারাত্মক সমস্যায় পড়ছি। গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে মুখ্য ডাক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টার সুশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, সার্ভারের রাউটার পুড়ে যাওয়ার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীদের উদ্যোগে আপাতত মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে মেলের কিছু পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বুকিংয়ের কাজ আংশিকভাবে চালু রাখা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত নতুন রাউটার সরবরাহ করা হলে এবং নেটওয়ার্ক স্বাভাবিক হলে পুরো পরিষেবা ফের চালু করা যাবে। যতদিন না নতুন রাউটার এসে সংযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত গ্রাহকরা কেবল আংশিক পরিষেবার ওপর নির্ভর করতে পারবেন। তবে মূল নেটওয়ার্কভিত্তিক লেনদেন ও পরিষেবা বন্ধ থাকায় তমলুকের হেড পোস্ট অফিসে সাধারণ মানুষ যে মারাত্মক অসুবিধায় পড়েছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন শান্তিপুর, আতঙ্কে রাত জাগা গ্রামবাসী

শান্তিপুর, ২৩ আগস্ট ঃ প্রবল বর্ষণে দুর্ভোগে নাজেহাল নদীয়ার শান্তিপুর হরিপুর পঞ্চায়েতের নৃসিংহপুর উত্তর কলোনী। টানা বৃষ্টিতে সংলগ্ন পুকুর উপচে জল ঢুকে পড়েছে জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। রাতভর একটানা বর্ষণের ফলে পুকুরের জল আশেপাশের বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট গ্রাস করে নিয়েছে। ঘরবাড়ি, গলিঘুপচি ভরে উঠেছে দূষিত জলে। ফলে হাঁটাচলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ-সবকিছুতেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষাক্ত পোকামাকড় ও সাপের ভয়। জলের মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনও সময় সাপের কামড়ে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এই আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে শতাধিক পরিবারের। বিশেষত শিশু ও প্রবীণদের জন্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আষাঢ় মাসের শুরু থেকেই টানা বৃষ্টি চলছে। তবে বৃহস্পতিবার রাতের প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এলাকা। মধ্যরাত থেকে সংলগ্ন পুকুরের জল উপচে পড়ে ঢুকে পড়ে কলোনীর ভেতরে। ফলে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু বাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ে পুকুরের জল। এই জল জমে থাকলে আরও দূষিত হবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। অভিযোগ, এই পরিস্থিতি নতুন নয়। অতীতেও একাধিকবার একই সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রতিবারই প্রশ্ন উঠেছে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ না থাকায় মানুষের দুর্দশা আরও বেড়েছে। শুক্রবার এলাকায় ক্ষোভ উগরে দেন বিশেষ করে মহিলারা। তাঁদের দাবি, দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি না হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি মারাত্মক আকার নেবে। এ প্রসঙ্গে হরিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো জানিয়েছেন, পরিস্থিতির দিকে তিনি নজর রাখছেন এবং অবিলম্বে অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিকাশির কাজ শুরু হবে। তবে স্থানীয় বিজেপি নেত্রী শিলা হালদার পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেছেন, প্রথম নয়। প্রতিবারই মানুষ জলযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। স্থানীয়দের মতে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান একমাত্র সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। না হলে প্রতি বর্ষাতেই একই দুরবস্থার শিকার হবেন তাঁরা। এখন দেখার বিষয়, পঞ্চায়েত কত দ্রুততার সঙ্গে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়।

আজ দিনভর বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আজ রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বন্ধ থাকতে চলেছে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের পথ দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ ২৫ আগস্ট রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেতুটি সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ থাকবে। হাওড়া ও সাঁতরাগাছি-সহ বিভিন্ন জেলার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই সেতু। শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর সেতুর ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিদিন কয়েক হাজার ছোট-বড় যানবাহন এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে সেতুটি বন্ধ থাকায় রবিবার হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে স্বাভাবিক যান চলাচলে বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ৮২৩ মিটার দীর্ঘ বিদ্যাসাগর সেতু ভারতে দীর্ঘতম কেবল-স্টেইড সেতু হিসেবে পরিচিত। নির্মাণের ৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এর অনেক যন্ত্রাংশের আয়ু শেষ হয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টানা ২৫ বছর কোনও সেতু দিয়ে নিয়মিত যানবাহন চলাচলের পর তা সংস্কার করা জরুরি হয়ে ওঠে। নইলে যে কোনও সময়ে

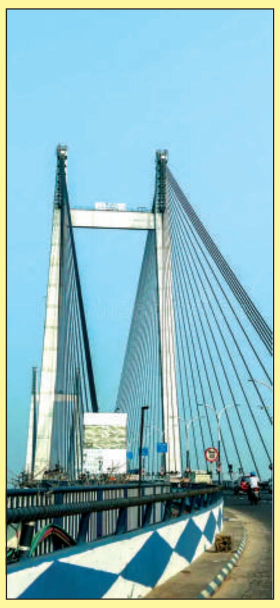

বাস। বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। সেতুটি নির্মিত হওয়ার পর ইতিমধ্যেই ২৭ বছর কেটে গিয়েছে। ফলে স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল, ডেক স্ল্যাব, এক্সপ্যানশন জয়েন্ট প্রভৃতির আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এই কারণে সেগুলি বদল ও মেরামতির কাজ শুরু করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ দিনভর বন্ধ থাকার কারণে যানবাহনগুলিকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সেতুর কাজ শেষ হলে আবারও তা স্বাভাবিকভাবে চালু করা হবে। তবে সাধারণ নাগরিকদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, আজ রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অর্থাৎ, হাওড়া ও কলকাতার সংযোগস্থলে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাসাগর সেতু আপাতত একদিনের জন্য অচল হলেও, দীর্ঘমেয়াদে নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বলেই মনে করছে প্রশাসন।

খড়গপুর আইআইটিতে ইংরেজি-হিন্দির পাশাপাশি মর্যাদা পাচ্ছে বাংলা ভাষা

খড়গপুর, ২৩ আগস্ট ঃ বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তাল দেশের আবহে নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলল খড়গপুর আইআইটি। এতদিন যেখানে হিন্দি ও ইংরেজির প্রভাব স্পষ্ট ছিল, সেখানে বাংলা কার্যত উপেক্ষিত থেকেছে। কিন্তু এ বার পরিবর্তনের পথে হাঁটছে দেশের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজভাষা বিভাগের উদ্যোগে হিন্দির পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে বাংলা ভাষাকেও। ফলে ইংরেজি, হিন্দি-এই দুই ভাষার পাশাপাশি যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও অফিসিয়াল কাগজপত্রে স্থান পাবে বাংলা। বাংলা ভাষাকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নানা প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা হতে হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার অপরাধে বহু মানুষকে সহিংসতার মুখে পড়তে হয়েছে। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব হয়েছেন। এমন আবহেই কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকা একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। খড়গপুর আইআইটির বর্তমান ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেন, আইআইটির চারপাশে বাংলার মানুষ ছড়িয়ে রয়েছেন। সেই বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করার অর্থ নিজেদের পিছিয়ে দেওয়া। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতেও তিনটি ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা অবশ্যই থাকা উচিত। আমাদের ক্ষেত্রে সেই আঞ্চলিক ভাষা বাংলা। তাহলে কেন ইংরেজি ও হিন্দির পাশাপাশি বাংলার ব্যবহার হবে না? সুমনবাবু চলতি বছরের জানুয়ারিতে আইআইটির ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরই পরিবর্তনের বার্তা দেন তিনি। এবার তাঁর উদ্যোগে লেটার-হেডেও থাকবে বাংলা। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যাবতীয় সরকারি বা প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হবে বাংলায়। তবে এই সিদ্ধান্ত সহজে কার্যকর হয়নি। সূত্রের খবর, আইআইটির একাধিক আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু সুমন চক্রবর্তী তাঁদের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ টেনে আনেন। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-এর যুক্তিও তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট জানান, কোনও প্রতিষ্ঠানের চারপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। কেবল ইংরেজি বা হিন্দি ব্যবহার করলে অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি বোধগম্য হয় না। সেই কারণেই ক্যাম্পাসে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি বাংলায় লেখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আইআইটি খড়গপুরে পড়াশোনা করেন বহু বাঙালি ছাত্রছাত্রী। তাঁরাও নিজেদের ভাষায় বিজ্ঞপ্তি বা নোটিস দেখতে পেলে তা স্বাগত জানাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মনে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসও তৈরি হবে। এ প্রসঙ্গে সুমনবাবু জানান, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নামফলক, লেটার-হেড, বিজ্ঞপ্তি-সব ক্ষেত্রেই ইংরেজি, হিন্দির পাশাপাশি বাংলা থাকবে। রাজভাষা বিভাগেও বাংলায় দক্ষ একজন কর্মীকে যুক্ত করার উদ্যোগ চলছে। তিনি প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা বাংলায় অনুবাদ করবেন, তারপর সেগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠানো হবে। এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শিক্ষামহলে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। অনেকের মতে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের এই পদক্ষেপ বাংলাকে আরও মর্যাদা দেবে। বাংলাভাষার উপর সাম্প্রতিক আক্রমণের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা প্রতীকী গুরুত্ব বহন করছে। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাড়ানো মানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ আরও দৃঢ় করা। এক কথায়, দীর্ঘদিনের অবহেলার পর এবার খড়গপুর আইআইটিতে বাংলার সম্মান ফিরতে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজভাষা বিভাগে বাংলার সমান গুরুত্ব দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর কাছ থেকে ১.২৭ কোটি টাকার প্রতারণা

আসানসোল, ২৩ আগস্ট ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে ফের বড়সড় সাইবার প্রতারণার ঘটনা সামনে এল। অভিযোগ, 'অ্যারেস্ট'-এর নামে প্রতারক চক্র এক অবসরপ্রাপ্ত কারখানা কর্মীর কাছ থেকে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৩৩২ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারিত ব্যক্তি হিরাপুর থানা এলাকার রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা, ৬২ বছরের তপন কুমার মজি। তিনি বার্নপুরের ইস্কো কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ২০ আগস্ট আসানসোল সাইবার থানায় (কেস নম্বর ৫৯২৫) অভিযোগ দায়ের করেন তপনবাবু। এসিপি বিশ্বজি নস্কর জানিয়েছেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগপত্রে তপন কুমার জানিয়েছেন, গত ৪ আগস্ট তিনি একটি ফোন পান। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে রাহুল রায় নামে পরিচয় দেন এবং দাবি করেন, তিনি ডিজিসিএ-র একজন আধিকারিক। তিনি তপনবাবুকে জানান, তাঁর আধার কার্ড নম্বর ব্যবহার করে কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ২ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যা মানি লন্ডারিং এবং টেরর ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। এরপর আরও একটি হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। সেখানে প্রতারক নিজেকে মুম্বই পুলিশের আধিকারিক বলে পরিচয় দেয়। এমনকি সিবিআই-এর নামও ব্যবহার করে ভয় দেখানো হয়। বলা হয়, কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি শাখায় তাঁর নামে এই লেনদেন হয়েছে। যদিও তপনবাবু স্পষ্ট জানান, তিনি কখনও কোনও ব্যক্তিগত তথ্য কারও সঙ্গে ভাগ করেননি। তবু প্রতারকরা তাঁকে ভুয়ো নথি পাঠিয়ে বিশ্বাস করায়-যার মধ্যে ছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথাকথিত তথ্য, এমনকি ডেবিট কার্ডের ছবিও। তাঁকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ টাকা কমিশন হিসেবে তাঁর নামে বরাদ্দ হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে গ্রেপ্তারের সমন পাঠানো হয়। চাপে পড়ে তপনবাবু তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য দেন। এরপর ৪ আগস্ট থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত একাধিক কিস্তিতে আরটিজিএস-এর মাধ্যমে তিনি মোট ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৩৩২ টাকা পাঠিয়ে দেন প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে। প্রতারকেরা আশ্বাস দিয়েছিল, যদি তদন্তে প্রমাণ হয় যে তাঁর এই টাকার সঙ্গে কোনও যোগ নেই, তবে আরবিআই সেই টাকা ফেরত দেবে। এই বিশ্বাসেই অপেক্ষা করেন তপনবাবু। কিন্তু কোনও অর্থ ফেরত না আসায় অবশেষে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। এই ঘটনায় সাইবার অপরাধীরা কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলছে তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অচেনা ফোনকল বা হোয়াটসঅ্যাপ কল পেলে কখনও ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য বা অর্থের লেনদেনের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। অন্যথায় প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

প্রেমিককে মারধর, অভিযুক্ত তিন মামা

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভা এলাকায় প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রক্তাক্ত হলেন তরুণ ও তাঁর মা। অভিযোগ, প্রেমিক শেখ রাকিবকে ডেকে এনে বেধড়ক মারধর করেন ওই তরুণীর তিন মামা। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন মা-ও। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনার পরই রাকিবের পরিবারের পক্ষ থেকে মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত এক মামা সাইফুল মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকি দুই অভিযুক্ত সরিফুল ও সইদুল মোল্লা পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ বছরের শেখ রাকিবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এলাকার এক তরুণীর। তবে সম্প্রতি বিষয়টি দুই পরিবারের নজরে আসে। পরিবারের সদস্যরা আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নেন, তরুণ-তরুণীর আর যোগাযোগ রাখা চলবে না। এই প্রেক্ষিতেই শুক্রবার রাতে রাকিবকে আলোচনার নাম করে ডেকে পাঠান তরুণীর তিন মামা। অভিযোগ, আলোচনার বদলে শুরু হয় নৃশংস প্রহর। কার্যত রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় রাকিবকে। চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তাঁর মা রিনা বিবি।

জমি দেওয়ার নামে ১৬ কোটি টাকার প্রতারণা হাওড়ার পাঁচলায়

হাওড়া, ২৩ আগস্ট ঃ হাওড়ার পাঁচলায় জমি সংক্রান্ত চুক্তিকে কেন্দ্র করে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন অলোক ভূঁইয়া নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, একটি নামী সংস্থার কাছ থেকে জমি দেওয়ার নাম করে প্রায় ১৬ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার পাঁচলা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে তোলা হলে তাঁকে আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতার 'সেলস অর্গানাইজেশন' নামে একটি খ্যাতনামা সংস্থা ২০২১ সালে হাওড়ার পাঁচলায় একটি বড়সড় লজিস্টিক হাব তৈরির পরিকল্পনা করে। সেই প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মানের গোডাউন গড়ে তোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সংস্থার অন্তত ৫০ বিঘা জমির প্রয়োজন ছিল। সেই সময়েই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাঁচলার স্থানীয় বাসিন্দা অলোক ভূঁইয়া। তিনি সংস্থাকে প্রস্তাব দেন, স্থানীয় চাষিদের কাছ থেকে তিনি জমি কিনে তাঁদের হাতে তুলে দেবেন। চুক্তি হয় প্রতি কাঠার দাম ৪ লক্ষ টাকা ধরে। চুক্তি মেনে প্রথমে সংস্থার তরফে অলোক ভূঁইয়ার হাতে প্রায় ১২ কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পরই তিনি বেঁকে বসেন। হঠাৎ করে সংস্থাকে জানাতে থাকেন, প্রতি কাঠায় চার লক্ষ নয়, আসলে আট লক্ষ টাকা করে দাম লাগবে। লজিস্টিক হাবের জন্য জমি অত্যন্ত জরুরি হওয়ায় সংস্থার তরফে আরও চার কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় তাঁকে। মোট মিলিয়ে ১৬ কোটি টাকা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ এখানেই থেমে থাকেনি। অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, অলোক ভূঁইয়া টাকা হাতে নেওয়ার পর জমি চাষিদের কাছ থেকে কিনলেও রেজিস্ট্রি নিজের নামেই করে নেন। সংস্থার নামে একটিও জমি হস্তান্তর করেননি। উপরন্তু বছরের পর বছর নানা অজুহাতে সংস্থার কর্তাদের ঘুরিয়েছেন। ২০২১ সাল থেকে বারবার জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত কাজ ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে আটকে রেখেছেন। ফলে প্রকল্প শুরু করাই সম্ভব হয়নি। অবশেষে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রতারিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে সংস্থার পক্ষ থেকে উপল চৌধুরি নামে এক কর্তা এই বছরের ৩১ জুলাই পাঁচলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে আসে প্রতারণার একাধিক প্রমাণ। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার অলোক ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ বিষয়ে হাওড়ার পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, জমিজমা সংক্রান্ত একটি আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ পেয়েছিল পাঁচলা থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা মেলায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজন হলে আরও লোকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে আরও একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসতে পারে। কারণ, এত বা অঙ্কের অর্থ হাতবদল এবং রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত কাজে একা কারও পক্ষে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। তাই এই ঘটনায় আরও কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। এদিকে 'সেলস অর্গানাইজেশন'-এর কর্তারা জানিয়েছেন, ১৬ কোটি টাকা হারিয়ে তাঁদের সংস্থা বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। লজিস্টিক হাব প্রকল্পটি থমকে যাওয়ায় কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনাও কার্যত ব্যাহত হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন, পুলিশ দ্রুত জমি সংক্রান্ত প্রতারণার জাল উন্মোচন করবে এবং তাঁদের প্রাপ্য জমি বা অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে কিভাবে জমি দেওয়ার নামে এত কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, জমি সংক্রান্ত এত বড় লেনদেনে কি প্রশাসনের নজরদারি ছিল না? তদন্তে পুলিশের তরফে সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে সূত্রের খবর। মোটের ওপর, জমি চুক্তির নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পাঁচলার অলোক ভূঁইয়ার গ্রেপ্তারি আবারও সামনে এনে দিল জমি সংক্রান্ত প্রতারণার ভয়াবহ রূপ। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে থাকায় তদন্তকারীরা আশা করছেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুব শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

বাঁকুড়ার ছাতনায় প্রকাশ্য দিবালোকে মাটি পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ আগস্ট ঃ প্রতিকূল আবহাওয়া আর কর্মীসংকটকে কাজে লাগিয়ে দিব্যি মাটি পাচারের কারবার চলছিল বাঁকুড়ায়। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভূমি সংস্কার দফতরের সক্রিয়তায় ফাঁস হল বেআইনি এই ব্যবসা। ছাতনা থানার লোহাগড় মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। পাচারকারীরা অবশ্য দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে চম্পট দেয়। কিছুদিন ধরেই এলাকায় অভিযোগ উঠছিল, ছাতনার লোহাগড় মোড় সংলগ্ন একটি পুকুরপাড় থেকে বেআইনিভাবে মাটি কেটে ট্রাক্টরে করে পাচার করা হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সরকারি অনুমতি ছাড়াই এই মাটি নিচু জমি ভরাটের কাজে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছিল। ফলে একদিকে সরকারি রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, অন্যদিকে জমির প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছিল। গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় টানা বৃষ্টিপাত চলছিল। স্থানীয়দের অনুমান, এই আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে দফতরের নজরদারি শিথিল থাকবে ভেবেই পাচারকারীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ই গোপন সূত্রে খবর আসে ভূমি সংস্কার দফতরের কাছে। এরপরই আধিকারিকরা হানা দেন ঘটনাস্থলে। অভিযান দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে দুটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করতে সক্ষম হয় দফতর। পরে সেগুলি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যে জমি থেকে মাটি কেটে পাচার করা হচ্ছিল, তা সরকারি নাকি ব্যক্তিগত জমি- সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবে এতদিন ধরে তারা নজর এড়িয়ে কাজ চালাচ্ছিল, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। ছাতনার বিএলআরও শান্তনু রায় জানিয়েছেন, আটক হওয়া ট্রাক্টর এবং মাটি কেটে নেওয়া এলাকার বিষয়ে বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সরকারি অনুমতি ছাড়াই এই ধরনের মাটি কাটার ঘটনা রোধে দফতর কড়া নজরদারি চালাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় এই ধরনের বেআইনি কাজ চলছে। প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ না হলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ চিত্র দেখা দিতে পারে। ফলে দফতরের এই পদক্ষেপকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৩, রবিবার, ৭ ভাদ্র ১৪৩২

বাংলার বুলবুল

'বাংলার বুলবুল' হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। শত-সহস্র প্রতিকূলতা আর বাঁধার হিমালয় ডিঙ্গিয়েও যে আপন পথে চলা সম্ভব সেই আলোকিত শিল্প পথিকের অমর নাম কণ্ঠশিল্পী আঙ্গুরবালা দেবী। ১৯০০ সালে (মতান্তরে ১৮৯৬ সালে) আঙ্গুরবালার জন্ম উত্তর কলকাতার কাশীপুরে। বাবার নাম সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম হরিমতী দেবী। তাঁর বাবার দেওয়া নাম প্রভাবতী দেবী। ডাক নাম নেড়া। তাঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিলো বর্ধমানের ইন্দ্রাস। ছোটবেলাটা কেটেছিল শ্যামপুকুর অঞ্চলে। ছোটবেলায় লেখাপড়া শুরু দর্জিপাড়ায় জয়রাম মিত্র স্ট্রিটের একটি মিশনারি স্কুলে। শোনা যায় তিনি মেধাবী ছাত্রী ছিলেন আর সেই জন্যই স্কুলে পেয়েছিলেন ডবল প্রোমোশন। এর পরে হেঁদোর কাছে নরম্যাল স্কুলে ভর্তি হলে সেখানেই চলতে থাকে তাঁর পড়াশুনা। সেখানে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় তিনি স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। কিশোরী বয়সেই গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশ। তার প্রথম গানের রেকর্ড- ' বাঁধ না তরীখানি আমার এ নদীকূলে'। তার সঙ্গীত জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন জিৎপ্রসাদ, রামপ্রসাদ মিত্র, ঈষাণ ঠাকুর, জমীরুদ্দিন খাঁ এবং কাজী নজরুল ইসলাম। ঈষাণ ঠাকুরের কাছে কীর্তন, জমীরুদ্দিন খাঁর কাছে গজল ও দাদরা এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাছে নজরুল গীতি শিখেন। অজস্র বাংলা, হিন্দি ও উর্দু গানে কণ্ঠদান করেন। তার গাওয়া রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশত। তার রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ডও আছে। অভিনেত্রী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।
মাত্র ১৯১৬ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম গান প্রকাশিত হয়। এই গানটি ছিল 'বাঁধ না তরীখানি আমার এ নদীকূলে'। মিনার্ভা থিয়েটারের সংগে জড়িত থেকে অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেন। তার অভিনীত একটি ছবির পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সংগীত শিল্পী হিসাবে বহু রাজা-মহারাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছেন। আঙ্গুরবালা দেবী সারা জীবনে হিন্দি, বাংলা উর্দু ভাষায় অসংখ্য গান রেকর্ড করেছেন। আর সেই সব অনবদ্য গানের জন্য তাঁকে 'বাংলার বুলবুল' এবং 'কলকাত্তা কি কোয়েল' বলে ডাকা হত। এক সময় ছায়াছবির গানেও প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশত। এক সময় থিয়েটারে গান গাওয়ার সুযোগ এসেছিলো তাঁর। আঙ্গুরবালা দেবী সে কালের বেশ কিছু থিয়েটারে গান গেয়েছিলেন। সঙ্গীতশিল্পীর পাশাপাশি তিনি ভাল অভিনেত্রী ছিলেন। বহু নাটকে এবং বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পাশাপাশি সুযোগ এসেছিল বেতারে গান গাইবার। কলকাতায় বেতার কেন্দ্রের যে দিন সম্প্রচার শুরু হয়েছিল সে দিন প্রথম শিল্পী ছিলেন আঙ্গুরবালা। দেশের বিভিন্ন রাজা মহারাজার দরবারে মেহফিলে গান শুনিয়ে তিনি দেশ জোড়া খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে মহীশূর রাজ দরবারে এবং হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে তাঁর মেহফিলের কথা আজও সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রতিধ্বনিত হয়। এক কথায় সেই সময় ভারতের সঙ্গীত জগতে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক সময় অভিনয় ছাড়লেও কখনও গান ছাড়েননি। পরিণত বয়সেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী

১৯৫১ সালে, একজন আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলা ব্যথা এবং রক্তপাত নিয়ে জন হপকিন্স হাসপাতালে প্রবেশ করেন। তাঁর নাম ছিল হেনরিয়েটা ল্যাকস। তিনি পাঁচ সন্তানের মা ছিলেন এবং তামাক সংগ্রহের কাজ করতেন। তাঁর সময়ের অনেক দরিদ্র মহিলার মতো, তিনিও রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক দেরিতে পৌঁছে ছিলেন। জরায়ুর ক্যান্সার ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। হেনরিয়েটা জানতেন না যে এই হাসপাতাল - যারা কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের গ্রহণ করত তাদের মধ্যে একটি - কেবল তার শরীরের চিকিৎসাই করবে না, অনুমতি ছাড়াই তার কাছ থেকে কিছু নেবে। এমন কিছু যা ইতিহাস বদলে দেবে। তাঁর চিকিৎসার সময়, ডাক্তাররা তাঁর টিউমারের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। তবে কেউ তাঁকে এটি ব্যাখ্যা করেননি। নিম্ন আয়ের রোগীদের জন্য এটি একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল। কিন্তু ল্যাবে যা ঘটেছিল তা আগের যেকোনো কিছুর মতো ছিল না। তার কোষগুলি মারা যায়নি। অন্যান্য রোগীদের কোষগুলি কয়েক ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও, হেনরিয়েটার কোষগুলি আশ্চর্যজনক প্রাণশক্তিতে বিভাজিত হয়েছিল। বারবার। তারা প্রতি ২৪ ঘন্টায় দ্বিগুণ হয়, একটি অমর কোষ লাইন। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব সবেমাত্র একটি অলৌকিক ঘটনা দেখতে পেয়েছে। এই কোষগুলির সাহায্যে, প্রথমবারের মতো, বিজ্ঞানীরা মানুষের জন্য ঝুঁকি ছাড়াই ভ্যাকসিন, ওষুধ এবং জেনেটিক তত্ত্ব পরীক্ষা করতে পেরেছিলেন। পোলিও টিকা তৈরি, ক্যান্সার অধ্যয়ন, ভাইরাস বোঝা, এমনকি মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অন্বেষণের জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত একজন মহিলা বিজ্ঞানের ভিত্তি হয়ে ওঠেন। হেনরিয়েটা রোগ নির্ণয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে মারা যান। তিনি কখনও জানতেন না যে তাঁর শরীর HeLa-এর জন্ম দেবে, যা চিকিৎসার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোষ লাইন। এটি তাঁর পরিবার আরো ২০ বছর পরে জানতে পারে না, যখন বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁদের মায়ের জিনগুলি সারা পৃথিবীতে রয়েছে। তার কোষগুলি এখনও বিশ্বজুড়ে পরীক্ষাগারে জীবিত রয়েছে। লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করা করছে, এবং একটি নাম যা এত দিন ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। এইভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রোগ নির্ণয় করতে সমর্থ হন এবং তার সমাধান করার পথকে খুঁজে বের করে থাকেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

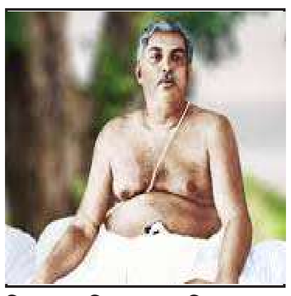

নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

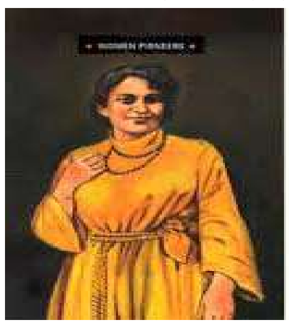

ভগিনী নিবেদিতা বারবার সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরুপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সাব সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। এই দেশকে রক্ষা করতে হবে। প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে আধুনিক ভারত নির্মাণ করতে হবে। তার দিকেই লক্ষ্য থাকবে।

সাংবাদিকতা করা মানেই কারোর চাটুকারিতা করা নয়, এই পথ ধরে চলেছিলেন সাংবাদিক রামানন্দ

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালীকে জাগালেন যে স্বনামধন্য সাংবাদিক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এক সময় ভারতে তিন জন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত। ট্রিবিউন-এর কালীনাথ রায়, লীডার-এর সি ওয়াই চিন্তামণি এবং মডার্ন রিভিউ-এর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বিংশ শতকের শুরুতে কলেজে প্রভাষক বা লেকচারারের পদে যোগ দিলেন। ঐ বছরই জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যৌথভাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জন্ম নিল শিশুদের জন্য একটি পত্রিকা - 'মুকুল'। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই কলকাতা ছাড়লেন রামানন্দ। এলাহাবাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে গেলেন সেখানে। কিন্তু বাংলায়

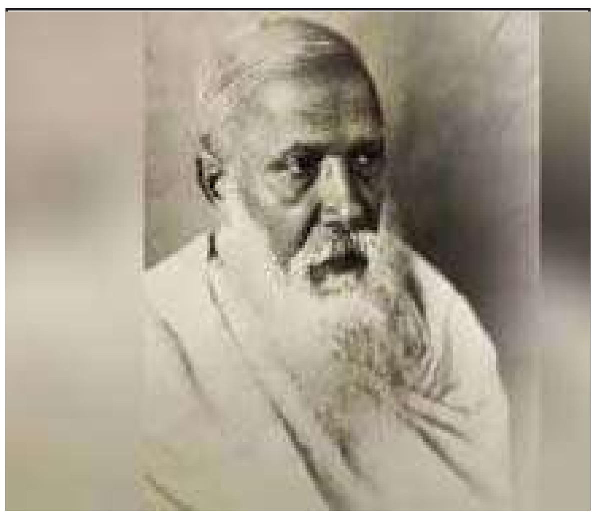

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টাতেই বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার প্রয়াস শুরু হয়, কিন্তু বাংলার বাইরে; রামানন্দের সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একঝলকে দেখে যাক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়।
বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তাঁর জন্ম। শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং হরসুন্দরী দেবীর তৃতীয় সন্তান রামানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় এলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। ১৮৮৫-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। সেখান থেকেই ১৮৮৮-তে বি.এ-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অর্জন করলেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির রিপন স্কলারশিপ। ঐ সময়েই রামানন্দের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক তথা ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'Indian Messenger'-এর সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এই পত্রিকাটির হাত ধরেই রামানন্দের সাংবাদিক সত্ত্বার বিকাশ ঘটতে শুরু করল। একই সঙ্গে ১৮৯০-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। ১৮৯৩-তে রামানন্দ সিটি লেখালেখি ছিল অব্যাহত। ১৮৯৭-তে প্রধান সম্পাদক রূপে যোগ দিলেন বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'প্রদীপ'-এ। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মতান্তরের কারণে ঐ পত্রিকার সংস্পর্শ ত্যাগ করে এলাহাবাদ থেকেই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করলেন 'প্রবাসী' পত্রিকা। সালটা ১৯০১। প্রবাসীর ক্রম বর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে ছয়বছর পর ১৯০৭-এ মডার্ন রিভিউ নামে ইংরেজিতে আরও একটি পত্রিকার উদ্বোধন করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও 'বিশাল ভারত' নামে একটি হিন্দি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি।
বস্তুতঃ, সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে যে বাংলা প্রবাসী-র চেয়ে ইংরেজি মডার্ন রিভিউ-ই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল, তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এমনকী বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র থেকেও বেরিয়ে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্র প্রকাশের প্রথম চেষ্টাটা প্রবাসী-তেই ছিল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল প্রথম সংখ্যা থেকেই। রামানন্দ নিজে দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'অজণ্টা গুহা চিত্রাবলী'। অজন্তা নিয়ে প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় সম্ভবত সেই প্রথম। 'প্রবাসী' যে কবিতা -গল্প -উপন্যাস-নকশায় ভরা আরও একটা বাংলা পত্রিকামাত্র নয় তার প্রমাণ ছিল প্রথম বর্ষের সূচিতেই। জীববিদ্যা, শর্করা বিজ্ঞান, জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, জাপান ভ্রমণ, ফতেপুর সিক্রি, হিন্দি পরিভাষা, হিন্দু, গ্রিক ও রোমান, মেয়েলি সাহিত্য ও বার-ব্রত; বাঙালির মননচর্চার নানা দিক প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রামানন্দ, বিংশ শতকের সেই প্রথম বছরেই। প্রচ্ছদেও ভারতীয়ত্বের একটা বার্তা ছিল; মঠ-মন্দির, চৈত্য-বিহার, তাজমহল-মিনার, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, তখনকার ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার ছবি দিয়ে কোলাজ করে তৈরি হয়েছিল প্রচ্ছদ।
বাঙালিকে প্রথমে 'ভারতীয়' ভাবার ও ভাবানোর এই মানসিকতা ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসী এবং পরে মডার্ন রিভিউ-তে প্রবল ভাবে বজায় রেখেছিলেন রামানন্দ। তবে রামানন্দের ভারতবর্ষ মোটেই এলিটের ভারত ছিল না। ভারতীয় নানা ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ যেমন প্রকাশিত হত, পাশাপাশি চাকমা, নাগা, খাসিয়া, কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবন সমস্যাও আলোচিত হত। কোনও সঙ্কীর্ণ, কুণ্ঠিত বাঙালিয়ানার স্থান ছিল না। নির্বিচারে বিদেশি -বর্জনের যুগেও নিয়মিত রাফায়েল, বিসোঁ, হফম্যান প্রমুখ ইউরোপীয় শিল্পীদের বিশ্বখ্যাত ছবিগুলির পাশাপাশি রাজা রবিবর্মা, গণপত কাশীনাথ ক্ষাত্রে, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছবিগুলির প্রতিরূপ ছেপে গিয়েছেন রামানন্দঞ্চসমালোচনার উত্তরে জানিয়েছিলেন, শিল্পের কোনও দেশ বা জাতিবিচার তাঁর কাছে নেই। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষকে যে উপন্যাসে সবচেয়ে স্পষ্ট করে পাওয়া যায় সেই 'গোরা'-ও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী-তেই; বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন তথা স্বদেশীর সেই আগুনের মধ্যে (১৯০৭)।
বোঝাই যায়, তিনি ছিলেন উল্টোপথের পথিক। কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্তির সাধনাতেই তিনি অন্য রকম বাঙালি। তাঁর সেই অনন্য মুক্তিচিন্তার সাহসের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল যখন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী-তে "স্বদেশী প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ানো নয়, জাতীয় দলের সহিত মোকদ্দমায় পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়, সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদের সাড়া (Plant Response) নামক গ্রন্থ প্রকাশ"
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সংবাদপত্রের প্রধান ভূমিকা ছিল বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষের মূল্যবান মতামতকে সরল বোধগম্য ভাষায় এমনভাবে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করা যাতে একজন স্বল্পশিক্ষিত মানুষও তা অনুধাবন করতে পারেন। অথচ সাংবাদিক হবেন সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ। জাতিগত আবেগের সাথে সাংবাদিকের লেখনীতে মিশে থাকবে আন্তর্জাতিক চেতনা। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বাঙালী তথা ভারতবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরতেন পৃথিবীর অন্যত্র ঘটে চলা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত।
পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেন। তার মধ্যে ১৯১৭ সালে রচিত 'Towards Home Rule' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের যে আন্দোলন সঙ্ঘটিত হয়েছিল, তার পশ্চাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল দৃঢ়মূল। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে জেনিভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ছিল তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। রবীন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্ব ভারতী আশ্রমিক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
বাঙালীকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক অন্যতর সত্যের আলোকে; কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার থেকে বাঙালীকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিলেন এই বিবিধ -পথগামী কর্মবীর বাঙালী। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।
এই বাংলায় এমন সব বহু মানুষ জন্ম গ্রহণ করে গিয়েছেন যাদের উপস্থিতিতে বাংলা আন্তর্জাতিক রূপ পেতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলা কারোর কাছে থালা হাতে করে দোরগোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়নি। বাংলার দোরগোড়ায় এক সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা আর আজকের বাংলার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। একন বাংলাকে সবার দোরে গিয়ে উপস্থিত হতে হচ্ছে। তার একটি মাত্র কারণ বাঙালিরা তাদের মহান পুরুষদের পথ ধরে জীবনে চলা শুরু করেনি। বাংলায় মনীষীদের অভাব নেই। তাদের প্রদর্শিত পথ ধরে যদি বাংলার তরুণ সমাজ জীবনকে উন্নত করবা পথ ধরে তাহলে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে যে বাংলা আবার নতুন করে জাগতে থাকবে। কারোর দ্বারে বাংলা থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গের এসএসসি মামলা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো

এসএসসি মামলায় আদালতের দ্বারে অন্তহীন যাত্রা ন্যায়বিচারের বিলম্ব ও জনআস্থার সংকট। ভারতের শিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রের ইতিহাসে এসএসসি দুর্নীতি মামলা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও এখনো এর নিষ্পত্তি না হওয়া কেবল বিচার ব্যবস্থার জটিলতা নয়, বরং সাধারণ মানুষের আস্থার উপর এক গভীর আঘাত। বলা চলে, এই মামলাটি এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে সবাই হয়তো গুনে গুনে হারিয়ে ফেলেছেন কতবার আদালতের কাছে এর পুনর্বিবেচনা বা শুনানির আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এতসব আবেদন ও শুনানির পরও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে ন্যায়বিচারের কাঙ্ক্ষিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে না, আর এর ফলে সমাজে তৈরি হচ্ছে অসন্তোষ ও হতাশার ঘন আবহ।
এসএসসি কেলেঙ্কারির মূল অভিযোগ ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার, ঘুষ, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। হাজার হাজার চাকরি প্রত্যাশীকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মেধা ও যোগ্যতা বিচার না করে অর্থ, প্রভাব ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এর ফলে অসংখ্য যোগ্য প্রার্থী জীবন -সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আদালত যখন এই মামলায় হস্তক্ষেপ করে, তখন অনেকের মনে আশা জাগে যে অবশেষে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ন্যায়বিচার মিলবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশার আলো ক্ষীণ হতে শুরু করেছে। কারণ, মামলার শুনানি চলছে, রায় ঘোষণাও হয়েছে বহুবার, আবার সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকে। এমনকি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত এই মামলার পুনর্বিবেচনায় একাধিকবার এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সমাধান বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মানুষ প্রত্যাশা করেছিল, তা আজও অধরাই থেকে গেছে।
এমন পরিস্থিতি ভারতের বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত জটিলতাকে সামনে নিয়ে আসে। সাধারণত বলা হয়, বিচারপ্রক্রিয়ায় বিলম্ব মানেই ন্যায়বিচারের অস্বীকৃতি। ন্যায় বিচার তখনই পূর্ণ হয়, যখন তা সময়মতো ও যথাযথভাবে কার্যকর হয়। কিন্তু এসএসসি মামলায় সেই প্রক্রিয়া যেন অন্তহীনভাবে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। একদিকে আদালতের কঠোর পর্যবেক্ষণ, অন্যদিকে অভিযুক্তদের নানা আইনগত কৌশল; সবকিছু মিলে বিচার প্রক্রিয়া জট পাকিয়ে ফেলেছে।
আসলে এসএসসি মামলার মতো জটিল দুর্নীতির মামলায় রাজনৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতির আঁচ এই মামলার প্রতিটি পর্বে স্পষ্ট। অভিযুক্তদের মধ্যে শাসক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা কিংবা প্রশাসনিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা; এসবই মামলার গতি মন্থর করেছে। আদালত যখনই কোনো নির্দেশ দিয়েছে, তখনই নতুন কোনো আবেদন বা আইনি বাধা সামনে এসেছে। এতে মামলার নিষ্পত্তি বারবার পিছিয়ে গেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছেন যে আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব।
এই মামলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চাকরি প্রত্যাশী যুবসমাজের হতাশা। দীর্ঘদিন ধরে তারা ন্যায্য সুযোগের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় কেটে যাচ্ছে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। তারা একদিকে পড়াশোনা করেছেন, অন্যদিকে চাকরির আশায় বছরের পর বছর ধরে লড়াই করেছেন। কিন্তু দুর্নীতি তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন তারা সমাধান পাচ্ছেন না, তখন সেই ক্ষোভ আরও প্রবল হচ্ছে। আজকের যুবসমাজ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখছে যে মেধা ও যোগ্যতা থাকলেও দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকলে ন্যায্য অধিকার পাওয়া যায় না। এটি এক ভয়ঙ্কর সামাজিক বার্তা।
বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা কেবল মামলার পক্ষগুলোকেই নয়, গোটা সমাজকেই প্রভাবিত করে। যখন মানুষ দেখে যে একটি স্পষ্ট দুর্নীতি মামলার সমাধান হচ্ছে না, তখন তারা ভেবে নেয় যে হয়তো আদালতও রাজনৈতিক চাপে কাজ করছে। যদিও বিচারব্যবস্থা স্বাধীন, তবুও জনমনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এর ফলে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ভিত্তি; জনআস্থা; ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
এসএসসি মামলার অন্তহীন পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়াকে অনেক বিশেষজ্ঞ আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তারা মনে করেন, বিচার ব্যবস্থায় যদি পুনর্বিবেচনার সুযোগ সীমাহীন থাকে, তবে মামলা দীর্ঘায়িত হওয়াই স্বাভাবিক। একটি মামলার রায় ঘোষণার পর পুনর্বিবেচনার আবেদন কতবার করা যাবে, তার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। নইলে মামলার পক্ষগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনন্ত কাল ধরে মামলাকে ঝুলিয়ে রাখতে পারে। এর ফলে ন্যায়বিচারের মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়।
এসএসসি মামলার মতো ঘটনা কেবল পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়াচ্ছে সর্বত্র।

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে মশা বাহিত রোগকে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

বিশেষ প্রতিবেদক

নাগরিক সহযোগিতা ছাড়া মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। শহর ও গ্রামে একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়া মশাবাহিত রোগ আজ আমাদের জন স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে অন্যতম। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া কিংবা জিকা ভাইরাস; প্রতিটি রোগই মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, অসংখ্য মানুষকে ভোগাচ্ছে তীব্র কষ্টে, আর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ফেলছে বিপুল চাপ। প্রতি বছর

বর্ষাকাল এলেই হাসপাতাল গুলোতে রোগীর ভিড় বাড়ে, ওষুধ ও শয্যার অভাব দেখা দেয়, এবং প্রশাসন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় মশাবাহিত রোগ। অথচ প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্যা কি শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ? এর উত্তর স্পষ্ট- না। কারণ যতই সরকার উদ্যোগ নিক, যতই অর্থ বরাদ্দ হোক, যতই কর্মসূচি নেওয়া হোক, নাগরিক সহযোগিতা ছাড়া মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব। মশা মূলত জন্ম নেয় জমে থাকা নোংরা জল থেকে। শহরের রাস্তায়, গলিতে, বাড়ির উঠোনে কিংবা ফ্ল্যাটের বারান্দায়, যেকোনও কোণে যদি বৃষ্টির জল জমে থাকে, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই তা মশার প্রজননের জন্য আদর্শ পরিবেশে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা নাগরিকরা কতটা সচেতন? আমাদের আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি আমরা যথাযথভাবে পালন করি? সত্যি বলতে গেলে, উত্তরটা হতাশা জনক। অনেক সময় নাগরিকরাই অসচেতনতার কারণে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ান। ফুলের টবে, জল জমে থাকা টিনের কৌটো, অব্যবহৃত টায়ার কিংবা খোলা ড্রেন; এসবই মশার উৎপাত বাড়ায়। অথচ এগুলি সরানো বা পরিষ্কার রাখা নাগরিক দেরই দায়িত্ব।
সরকার বা পুরসভা যতই ফগিং করুক, যতই রাস্তা পরিষ্কার করুক, যদি নাগরিকরা নিজের বাড়ি ও আশেপাশে ন্যূনতম যত্ন না নেয়, তবে মশা নির্মূল করা সম্ভব নয়। কারণ মশা মানুষের সঙ্গে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে যে, প্রশাসনিক পদক্ষেপ একা তাদের প্রজনন ঠেকাতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। স্বাস্থ্য দপ্তর বারবার সতর্ক করে, প্রচার চালায়; 'জল জমতে দেবেন না, সপ্তাহে একদিন শুকিয়ে দিন'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানুষ সেসব নির্দেশ মানেন না। অনেকেই মনে করেন এটি সরকারের একার দায়িত্ব। এই উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগকে আমন্ত্রণ জানায়। শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও পরিস্থিতি ভিন্ন নয়। গ্রামে যেখানে পানীয় জলের জন্য পুকুর বা কুয়োর ওপর নির্ভর করতে হয়, সেখানেও জলবাহিত মশার জন্ম হয় অনায়াসে। আবার শহরতলি বা ছোট শহরে অযত্নে ফেলে রাখা আবর্জনা, নোংরা নর্দমা, কিংবা খোলা জমিতে জমে থাকা জল মশার প্রজননক্ষেত্র তৈরি করছে প্রতিনিয়ত। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে স্যানিটেশন বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নাগরিকদের অসচেতনতা, যার ফলে রোগ নিয়ন্ত্রণের কাজ বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।
আমাদের মনে রাখা দরকার, মশাবাহিত রোগ শুধু একেকজনকে প্রভাবিত করে না, এটি গোটা সমাজের জন্য হুমকি। একজন আক্রান্ত হলে তার মাধ্যমে আরও বহু মানুষ সংক্রমিত হতে পারেন। অর্থাৎ এটি একটি সমষ্টিগত সমস্যা, যার সমাধানও সমষ্টিগত হতে হবে। এখানে নাগরিক সহযোগিতা ছাড়া সরকারের একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সরকারের দায়িত্ব হলো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, নিয়মিত ফগিং ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, এবং প্রচার চালানো। কিন্তু নাগরিকদের দায়িত্ব হলো নিজের বাড়ি, অফিস, পাড়া বা গ্রামকে পরিষ্কার রাখা, জল জমতে না দেওয়া এবং নিজেকে সচেতন রাখা।
অন্যদিকে নাগরিক সহযোগিতা শুধু মশার প্রজনন ঠেকানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া এবং রোগ প্রতিরোধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তা লুকিয়ে রাখেন বা চিকিৎসকের কাছে দেরিতে যান। এর ফলে রোগের তীব্রতা বাড়ে এবং আশেপাশের মানুষও ঝুঁকিতে পড়ে। নাগরিক সচেতনতা মানে শুধু নিজের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা নয়, বরং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা করানো এবং প্রয়োজনে অন্যদের সতর্ক করা।
আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের কোনও অভাব নেই। কিন্তু তবুও সচেতনতার ঘাটতি প্রকট। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে, মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কোনও বাহ্যিক দায়িত্ব নয়, এটি নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যতক্ষণ না প্রতিটি নাগরিক ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসনিক প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। এছাড়া স্থানীয় স্তরে পাড়া কমিটি, স্কুল-কলেজ, ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও সক্রিয় হতে হবে। নিয়মিত সচেতনতা ক্যাম্প এবং মানুষের মধ্যে অংশগ্রহণ বাড়িয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়।

লেখকের কলমে জলবায়ুর পরিবর্তন

অর্ঘ্য দীপ গাঙ্গুলী

জলবায়ুর পরিবর্তন ঃ সময় নেই আর এক মুহূর্তও। জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর ভবিষ্যতের আতঙ্ক নয়, বরং বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা। প্রখর তাপপ্রবাহে শহর দমবন্ধ, সমুদ্র পাড়ে অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস, কৃষিক্ষেতে খরার থাবা; সবই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে সরকার ও সমাজের উদাসীনতার মূল্য আজ প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।
প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি এখনও কেবল আলোচনার টেবিলে বসে থাকব, নাকি বাস্তবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাব? নবায়নযোগ্য শক্তির দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটছে; ভাসমান সৌর ফার্ম, অফশোর উইন্ড ফার্ম কিংবা সবুজ হাইড্রোজেন ইতি মধ্যেই পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাদের নীতিনির্ধারকরা কি সেসব দ্রুত গ্রহণ করছেন? নাকি আমলা তান্ত্রিক বিলম্বে সময় নষ্ট করছেন? শহরে বৈদ্যুতিক যানবাহন জনপ্রিয় হলেও অবকাঠামো এখনো অপ্রতুল। কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জল, সারের সাশ্রয় সম্ভব, কিন্তু তা এখনো সীমিত উদ্যোগের বাইরে আসেনি। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকে বিস্তৃত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে এই সংকট কখনোই কাটবে না। সত্যি কথা বলতে, প্রকৃতি আমাদের আর সময় দেবে না। দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা ও দেরি মানে হবে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়।
উপসংহারঃ প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হলে চাই সাহসী নীতি, জরুরি পদক্ষেপ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। না হলে সভ্যতার ভবিষ্যৎ কেবলই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

লেখক ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

মেয়র সুভাষচন্দ্র ঃ সুভাষচন্দ্রই প্রথম অনুধাবন করতে পেরে ছিলেন, শহরের জঞ্জাল ফেলার একটি বিকল্প জায়গার প্রয়োজন। এমনকী, তাঁর আমলে ধাপার মাঠটি জঞ্জাল অপসারণের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
কলকাতা এখনও পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি পুরোপুরি। সেই সমস্যা ছিল তখনও। প্রায়শই ডায়েরিয়ার প্রকোপে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় শহরবাসীদের। এই রোগের হাত মুক্তি পেতে দরকার পরিশ্রুত পানীয় জল। নেতাজির পরিকল্পনা করলেন, কলকাতার অদূরে পলতা থেকে শহরে পানীয় জল সরবরাহের। তাঁরই উদ্যোগে পুরসভার প্রথম চালু হয় ভর্তুকিযুক্ত সস্তার ক্যান্টিনও।
এছাড়াও হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মেটানো থেকে শুরু করে, স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা, নাগরিকদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান সবকিছুই তিনি মেয়র পদে থেকে করেছেন অত্যন্ত প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে।
কিন্তু, প্রশাসক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে দীর্ঘমেয়াদে না পাওয়া কলকাতা তথা বাংলা তথা ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য। নইলে হয়তো এখনকার দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারতো? কলকাতা পুরসভার মেয়র থাকার সময়ে তিনি কলকাতা পুরসভার কর্মীদের একটি সমাবেশে বলেছিলেন যে আপনারা হচ্ছে কলকাতার নাগরিকদের কর্মী। নাগরিকদের হয়ে নগর উন্নয়নের কাজ করাই হচ্ছে আপনাদের প্রধান কর্তব্য। কলকাতা নাগরিকেরা যাতে কোনও রকমভাবে কষ্ট না পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
-রাধাগোবিন্দ সরকার, কলকাতা।

স্থূলকায় জিশানের খাবার জোগাতে হিমশিম অবস্থা বাবা-মায়ের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ ১৬ বছর বয়সেই জিশানের ওজন ছাড়িয়েছে ১৩০ কেজি। আর সেই ছেলের খাবার জোগাতেই হিমশিম খাচ্ছে বাবা- মা। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত কাবিলপুর পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রাম। সেখানেই দুই ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে বাস করেন পেশায় কাঠকলের শ্রমিক মুনশাদ আলী। তবে ছেলের জন্য পাঁচবেলার খাওয়ার জোগানোই এখন সব থেকে বড় চিন্তা মুনশাদের। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তার ওজন ১৩০ কেজি ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে কাবিলপুর হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র জিশান পাঁচবেলা যে পরিমান খাবার খায় তা দেখে গ্রামের অনেক লোক আড়ালে- আবডালে জিশানকে 'আধমন কৈলাস' বলে ডাকেন। ২০০৯ সালে জন্ম মুনশাদে ছোট ছেলে জিশানের। তার বড় ছেলে এবং মেয়ে স্বাভাবিক হলেও ওজনে ছোটবেলা থেকেই কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব ছিল জিশানের। বয়স যত বেড়েছে জিশানের ওজন তত বেড়েছে। আর্থিক কারণে মুনশাদের পক্ষে জিশানকে বড় কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য হয়নি। গ্রামে হাতের কাছে ছোটখাটো যে সমস্ত ডাক্তার পেয়েছেন তাদের কাছে দু-একবার জিশানকে নিয়ে গিয়েছিলেন। খাওয়া কমানো, নিয়মিত ব্যায়াম এবং হাঁটার কথা বলেই জিশানের রোগ নিরাময়ের জন্য তার বাবা-মাকে পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। কিন্তু সেই পরামর্শে জিশানের ওজন কমার পরিবর্তে দিন দিন তা বেড়ে চলেছে। মুনশাদ আলী বলেন,' আমার বড় ছেলে গ্রাজুয়েশন করার পর বাড়িতেই বসে রয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি গ্রামের একটি কাঠমিলে দিনমজুরের কাজ করি। এই উপার্জনের টাকায় ছেলের জন্য খাবার জোগাড় করতে গিয়ে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমার ছোট ছেলে জিশানের জন্য প্রত্যেকদিন আড়াই থেকে তিন কেজি চালের ভাত করতে হয়। এর পাশাপাশি তরকারি, ডাল , মাছ, মাংস, ডিম প্রায় সবকিছুই রোজ তাকে দিতে হয়। রুটি খেতে খুব একটা ভালো না বাসলেও একবারে ১০-১৫টা রুটি খেয়ে ফেলতে পারে জিশান।' ছেলের প্রিয় খাবার কী এই প্রশ্ন মুনশাদের কাছে রাখা হলে তিনি বলেন, 'আমার ছেলে বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস খেতে ভালোবাসে। তবে অন্য কোনও খাবার দিলেও সে ফেলে দেয় না। হাতের কাছে যা পায় সেটাই খেয়ে নেয়।' কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলে জিশানের জন্য কি আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা করতে হয়? সেই প্রশ্নের জবাবে মুনশাদ বলেন, 'অনুষ্ঠান বাড়িতে সকলে যা খায় আমার ছেলেও তা খায়। তবে হয়তো বয়স অনুপাতে অন্যদের থেকে একটু বেশিই খাবার খায় আমার ছেলে।' তবে যেভাবে জিশানের ওজন বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে তাতে চিন্তিত তার পরিবারের সদস্যরা। জিশানের মা পিয়ারুন বিবি বলেন, 'বছরখানেক আগে দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে আমার হার্টের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়েই আমাকে ছেলের জন্য প্রত্যেকদিন রান্না করতে হয়। মাঝেমধ্যে আমার স্বামীও রান্নার কাজে হাত লাগায়।' তবে সময় মত খাবার না পেলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে জিশানের। তখন বাবা -মাকে খারাপ কথাও সে বলে ফেলে। মুনশাদ বলেন,' ছেলের ওজন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে দ্রুত তার চিকিৎসা প্রয়োজন আমি জানি। ছেলের চিকিৎসার সামর্থ না থাকায় আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছি জিশানের চিকিৎসার জন্য।'

'পাড়া সমাধান' ক্যাম্পে এসে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন বিধায়ক, সমাধানের আশ্বাস দিলেন ডা. রানা চ্যাটার্জি। হাওড়ায় লিলুয়ার খেমকা হাইস্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি। শনিবার তিনি ক্যাম্পে এসে এলাকাবাসীর বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে সমাধানেরও আশ্বাস দেন। বিধায়ক জানান, আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্পে শনিবার লিলুয়ার টি আর জি আর খেমকা হাইস্কুলে ১৬১, ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর বুথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। সেখানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে মিলিত হয়ে কিছু সদর্থক আলোচনাও হয়েছে।

চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শ্রী সতীশ কুমার-এর মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

মালিগাঁও, ২৩ আগস্ট ঃ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শ্রী সতীশ কুমার আজ আইজল সফরে ছিলেন। তিনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী পু লালদুহোমার সাথে দেখা করেন এবং ভৈরবী- সাইরং প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যে রেলওয়ে পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অন্যান্য কৌশলগত উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েনির্মাণ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ রেলওয়ে ও নির্মাণ আধিকারিক সফরের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন রেল প্রকল্পটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল সংযোগ মজবুত করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। এই ঐতিহাসিক প্রকল্পটি মিজোরামকে প্রথমবারের মতো সরাসরি রেল যোগাযোগের সুযোগ প্রদান করবে, যার ফলে রাজ্যটি জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হবে। এছাড়াও, এর ফলে ব্যবসা বৃদ্ধি হবে, পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য নতুন পথ উন্মোচিত হবে, এবং মিজোরামের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে যে তারা তাদের রাজধানীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল দেখতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, আনুমানিক ৮০৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভৈরবী- সাইরাং নতুন লাইন রেল প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই প্রকল্পটিতে ৪৮টি টানেল, ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭ টি মাইনর ব্রিজ রয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ১২,৮৫৩ মিটার দৈর্ঘ্যের টানেল রয়েছে, যার মধ্যে দীর্ঘতম টানেল (টানেল নং ৩) প্রায় ২ কিলোমিটার বিস্তৃত। ব্রিজ নং. ১৯৬-এর উচ্চতা ১১৪ মিটার যা কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার অধিক। এই প্রকল্পে ৫টি রোড ওভার ব্রিজ এবং ৬ টি রোড আন্ডার ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পে চারটি নতুন স্টেশন যথা হরতকী, কাউনপুই, মুয়ালখাং এবং সাইরাং-এর নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রত্যাহ্বানপূর্ণ ভূখণ্ডের সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আইজল পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করেছে, এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পটিকে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বাধা অতিক্রম করেছে।

দুধের জোগান বাড়াতে বাংলার ডেয়ারি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করতে চলেছে

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে প্যাকেটজাত দুধের জোগান বাড়াতে রাষ্ট্রায়ত্ব দুগ্ধ সংস্থা বাংলার ডেয়ারি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করতে চলেছে । পুজোর মরসুমকেই সামনে রেখে দুধ, ঘি, দই-সহ দুগ্ধজাত পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে । সংস্থার চিফ জেনারেল ম্যানেজার গৌরীশঙ্কর কোনার জানিয়েছেন, বর্তমানে হুগলির ডানকুনির কারখানা থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগে হরিণঘাটায় গড়ে ওঠা নতুন কারখানা থেকে প্রতিদিন আরও এক লক্ষ লিটার দুধ ছাড়া হবে। দুধের সরবরাহ ব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির জন্য প্রায় সত্তর জন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁরা সরাসরি ভেন্ডরদের কাছে দুধ পৌঁছে দেবেন। ঘি, পনির, রকমারি দই-সহ বাংলার ডেয়ারির অন্যান্য পণ্যও তাঁদের মাধ্যমে বাজারে পৌঁছবে। পুজোর আগে বাজারে চাহিদা সামলাতে এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

আলু ও চা চাষে এবার ধাক্কার আশঙ্কা! প্রভাব পড়ে পুজোর বাজারে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ উত্তরের দুই প্রধান অর্থকরী ফসল আলু ও চা চাষে এবার ধাক্কার আশঙ্কা! আর তার প্রভাব পড়বে পুজোর বাজারে? সেই আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। দুই ক্ষেত্রে লোকসানের জেরে কেনাকাটার ঢল এখনও দেখা যাচ্ছে না! দিনভর ফাঁকা দোকান, শপিংমল! শহরের রাজপথও শুনশান। বাইক-স্কুটি, মোবাইল ফোনের শো রুমগুলোতে বিক্রি কমেছে প্রায় ৭০ শতাংশ। বিক্রি নেই লোহালক্কর, প্রসাধনী বাজারেও। যে সামান্য খদ্দের মিলছে, সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে দোকানিদের। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, বাইক-স্কুটি, মোবাইল ফোন দূরস্ত। প্রতিদিন কাপড়, জুতো, কসমেটিক্স এমনকী পার্লারগুলোতেও বিক্রি কমে ষাট শতাংশে নেমেছে। ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গেছে, উত্তরের পুজোর আগে বাজারের বড় অংশ এখন আলু এবং চা পাতার দাম ও চা বাগানে পুজো বোনাসের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। হিমঘরগুলো থেকে আলু বাজারে পৌঁছতে এবং ছোট চা বাগানে পাতা উঠতে প্রাথমিকভাবে বাইক, স্কুটি, মোবাইল কেনাকাটার হিড়িক শুরু হয়। অনেকে পুজোর আগে বাড়িঘর মেরামতের কাজে হাত দেন। তাই লোহালক্কর, সিমেন্ট, ইট, বালি, রংয়ের দোকানে ভিড় দেখা যায়। এরপর ধীরে ধীরে জামাকাপড়, জুতো, প্রসাধনী সামগ্রীর বিক্রি জমে ওঠে। এবার উল্টো ছবি। কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বিক্রি নেই। কেন এমন পরিস্থিতি? ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, একে আলুর বাজার মন্দা। তার উপর চা পাতার দাম নেমে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি হয়েছে। হাতে টাকা না থাকায় বাজারগুলোতে গ্রামীণ এলাকার ক্রেতাদের ভি। নেই বললে চলে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একমত কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উত্তরে এখন ৫০ হাজারের বেশি ছোট চা বাগান। প্রায় দু'লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ওই চা বাগানের উপরে নির্ভরশীল। এবার কাঁচা চা পাতার কেজি প্রতি দাম ১৩ টাকা থেকে ১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অথচ উৎপাদন খরচ ১৯ টাকা। ওই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের হাত খালি হয়ে আছে। কেমন করে শ্রমিকদের পুজো বোনাস দেওয়া যাবে সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে। কে যাবে বাজারে কেনাকাটা করতে!

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ধর্ষণ প্রতিরোধ মূলক সচেতনতা শিবির। উক্ত শিবিরের উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ভাস্কর পাল, উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, সুন্দরবন পুলিশ জেলা এডিশনাল এসপি সৈলজা দাস, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রীনা গঙ্গোপাধ্যায়, এসডিও মধুসূদন মন্ডল, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের কলেজের অধ্যক্ষ ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী , কাকদ্বীপ ব্লকের বিডিও ঋক গোস্বামী, নামখানা ব্লকের বিডিও অমিত কুমার সাহু, সত্যজি বিশ্বাস, সব্যসাচী দাসগুপ্ত সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তৃণমূলে ফিরলেন জয়ন্ত মিত্র, বাঁকুড়ায় জঙ্গলমহলে শক্তি বাড়ছে ঘাসফুল শিবিরের? কটাক্ষ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ আগস্ট ঃ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিও ঘাসফুল শিবির ছেড়ে গিয়েছিলেন পদ্মফুল শিবিরে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ার প্রবীণ নেতা জয়ন্ত মিত্র ফিরলেন রাজ্যের শাসকদলে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনিবার তাঁকে দলে ফেরানো হয়। শাসকদলে ফিরেই জয়ন্ত মিত্র জানিয়ে দিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৃণমূলে থাকবেন তিনি। বিজেপি অবশ্য তাঁর তৃণমূলে ফেরা নিয়ে চিন্তিত নয় বলে জানিয়ে দিল। তাদের বক্তব্য, একুশের ফল বেরনোর পরই তৃণমূলে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন জঙ্গলমহলের দাপুটে তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে শাসকদলের রাজনীতিতে একসময় একচ্ছত্র রাশ ছিল জয়ন্ত মিত্রের হাতে। একের পর এক নির্বাচনে তৃণমূল তাঁর হাত ধরেই জঙ্গলমহলে ভোট বৈতরণী পার হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভায় যোগদান করেন বিজেপিতে। সেদিন মঞ্চ থেকে জয়ন্ত মিত্রের নাম বিজেপিতে যোগদানকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের থেকে দূরত্ব তৈরি হয় জয়ন্ত মিত্রের। দীর্ঘসময় পর জঙ্গলমহলের তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র আবার ফিরলেন নিজের ঘরে। শুক্রবার কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী। সেই বৈঠকেই জয়ন্ত মিত্রকে তৃণমূলে ফেরানোর নির্দেশ দেন অভিষেক। সেই নির্দেশের পরে এদিন তালডাংরা তৃণমূল কার্যালয়ে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমূলে ফিরলেন জয়ন্ত মিত্র। তৃণমূলে ফিরেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন জয়ন্ত মিত্র। বলেন, ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলাম। তখনই অনুশোচনা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন বলার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কাছে টানার অনুমতি দেন। আমি ঠিক করেছি, আর ভুল করব না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তৃণমূলের সঙ্গে থাকব। আমার কোনও অভিমান নেই। তাঁর তৃণমূলে ফিরে আসায় শাসকদলের জঙ্গলমহলে শক্তি বাড়বে বলে আশাবাদী জয়ন্ত মিত্র। প্রবীণ নেতাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার পর বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, গতকাল বাঁকুড়া সাংগনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সেখানে জয়ন্ত মিত্রকে দলে ফিরিয়ে নিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা আমাদের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মতো আমি জয়ন্তদাকে ফোন করি। উনি আজ তৃণমূলে ফিরলেন। আবার জঙ্গলমহলে আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন জয়ন্তদা। আমরা দলকে শক্তিশালী করব। জয়ন্ত মিত্রর তৃণমূলে ফেরা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, জয়ন্ত মিত্র ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে বিজেপিতে নামমাত্র যোগ দিলেও নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে তিনি তৃণমূলেই আছেন। তাঁর মাধ্যমেই তৃণমূল যাবতীয় দুষ্কর্ম করে থাকে। তাই তিনি কোন দলে যোগ দিলেন, তা নিয়ে বিজেপি আদৌ চিন্তিত নয়। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর আবার মনে হবে, বিজেপিতে থাকলেই ভাল হত।

কোলাঘাট ব্লকের জলবন্দীদের বিডিও অফিস অভিযানের প্রস্তুতিতে সভা

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ২৩ আগস্ট ঃ কোলাঘাট ব্লকের জলবন্দী পরিস্থিতিতে জমা জল দ্রুত বের করা সহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবীতে ২৯ আগস্ট বিডিও অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছে কৃষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। ওই কর্মসূচির প্রস্তুতিতে এদিন শনিবার বিকেলে সিদ্ধা প্রাইমারী স্কুলে পরিষদের উদ্যোগে সিদ্ধা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুক্তভোগী মানুষজনদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি কার্তিক হাজরা। নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করেন, বর্ষার পূর্বে ব্লক এলাকার সোয়াদিঘী, টোপা ও দেনান খাল সংস্কার শুরু হলেও কাজের গতি খুবই শ্লথ। গুরুত্বপূর্ণ দেহাটি, চাপদা-গাজই প্রভৃতি খালগুলি সংস্কারে এখনো হাত দেওয়া হয়নি। সর্বোপরি নো কষ্ট পদ্ধতিতে ওই নিকাশী খালগুলি কতটা কিভাবে কতদিনের মধ্যে সংস্কার হবে, তা নিয়ে দেখা রয়েছে যথেষ্ট সংশয়। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও পানশিলায় দেহাটি ব্রীজের পিলারের বেড়িগুলি না ভাঙার কারণে ও বরদাবা। সহ কয়েকটি জায়গায় জলস্তরের কাছাকাছি পি এইচ ই'র পাইপলাইন থাকায় এবং মাঠের মধ্যে বেআইনি ভেড়ি গড়ে ওঠা সহ খালের ভেতরে বেআইনি নির্মাণ থাকায় জল ঠিকমত নিকাশী হতে পারছে না। এমনকি নিকাশী খালগুলির যে যে জায়গাগুলিতে ব্রীজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেখানেও ক্রশবাঁধগুলি পূর্ণাঙ্গরূপে ঠিকমত পরিস্কার করা হয়নি। সে কারণে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। অবিলম্বে ব্লকের জলবন্দী এলাকার জলনিকাশীর দাবীতে উক্ত কর্মসূচিতে এলাকার ভুক্তভোগী মা-বোন, ছাত্র-ছাত্রী সহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে অংশগ্রহন করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

ইতিহাসে উপেক্ষিতা বীরাঙ্গনা বিপ্লবীদের জীবনালেখ্য গ্রন্থ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ আগস্ট ঃ আগস্ট মাস মানেই স্বাধীনতার মাস। আগস্ট মাস এলেই ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস লেখা হলেও সেই ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বলা যায় না। যে ইতিহাস শুধুমাত্র পুরুষদের অগ্রাধিকার দেয়, সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষরা যেমন এগিয়ে এসেছেন - তেমন পুরুষদের এগিয়ে দিয়েছেন বীরাঙ্গনারা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের ও অবদান সমান। তবু ও ভেবে দেখার অবকাশ পাই নি , পরাধীনতার অন্তাস্থ মানুষ, স্বাধীনতার মর্ম কতটুকু উপলব্ধি করছি। যাঁদের রক্তস্নাত আত্মত্যাগের সংগ্রামে যতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছি, তাঁদের কেউ বেঁচে আছেন কিনা, থাকলেও কোথায়, কেমন, কী অবস্থায় তাঁদের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব ও করি নি। সংগ্রামী পুরুষদের সঙ্গে নারী বীরাঙ্গনা, বিপ্লবী বঙ্গবালারা কতখানি আত্মত্যাগ, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, নারীত্ব খুইয়ে ও সংগ্রাম থেকে তাঁরা কখনও বিচ্যুত হন নি। এত সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের সবার স্থান হয়নি। অনেক বীরাঙ্গনা বিপ্লবী বঙ্গবালারা সারা জীবন ও স্বাধীন বাংলায় উপেক্ষিতা - অবহেলিত থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁরা স্থান না পেলেও তাঁরা রয়েছেন সবার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। থাকবেন আগামী প্রজন্মের অন্তরে জীবন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রসম রূপে। ইতিহাসে উপেক্ষিতা বীরাঙ্গনা বিপ্লবী বঙ্গবালাদের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিতে এগিয়ে এসেছেন ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন নামক এক পরিবেশ রক্ষাকারী সংগঠনের সদস্য - সদস্যা ও স্বেচ্ছাসেবকরা। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে উপেক্ষিতা বীরাঙ্গনা বিপ্লবী বঙ্গবালাদের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্ম, গবেষকদের কাছে তুলে ধরতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী ঐতিহাসিক গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী, নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেতা ব্রাত্য বসু। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার 'বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ ', 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' -র উদ্যোগে কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ এ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সংকলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী। গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন 'বঙ্গভূমি ' সাহিত্য পত্রিকা ও ' বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ। অরিজিত মিত্র কর্তৃক বর্ণাক্ষ সাহিত্য প্রকাশন থেকে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ড. মহিতোষ গায়েন ও ড. অর্ঘ দত্ত - র যুগ্ম সম্পাদনায় এই ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী প্রকাশিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. মধুপর্ণা রায়চৌধুরী, ইতিহাস গবেষক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সর্বজি যশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা ড. পল্লবী মিত্র, সিটি কলেজ কলকাতার উপাধ্যক্ষ ও সহ সভাপতি ওয়েবকুপা রাজ্য কমিটির ড. মহিতোষ গায়েন, ব্রিগেডিয়ার তুষার কান্তি মুখার্জী , কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গৌতম দাস , শিক্ষক ও সাহিত্যিক নিমাই চন্দ্র ঘোষ , 'বঙ্গভূমি' সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ড. সহদেব দলুই , শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার প্রামাণিক, দেব নারায়ন দাস, দীপক কুমার মৃধা,ড. দীপ্তি মুখার্জী সহ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অর্ঘ্য সরকার। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রায় ১৮ টি জেলা থেকে শতাধিক সাহিত্য প্রেমী উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ৩০ জন কবির স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এই ঐতিহাসিক ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে উপেক্ষিতা বীরাঙ্গনা বিপ্লবী বঙ্গবালাদের জীবনালেখ্য লেখা ৪২ জন লেখককে উত্তরীয়, মানপত্র, মেমেন্টো ও একটি করে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী ' প্রকাশিত গ্রন্থ দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' এর সভাপতি পরিবেশ বিজ্ঞানী ড.স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, '৪২ জন লেখকের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ ২৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদানকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে । সংগঠনের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন, আমরা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলাম। স্বাধীনতার ইতিহাস সাধারণ নারীদের আত্মবলীদানকে প্রায়শই অদৃশ্য করে রাখা হয়েছে। আমরা চাই এই ঐতিহাসিক ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী ও গৃহবধূ সহ সাধারণ মানুষ সেই অজানা কাহিনী গুলো জানুক । ড. মহীতোষ গায়েন বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী ' এই ঐতিহাসিক ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থের প্রথম খন্ড প্রকাশ হল। খুব শীঘ্রই আমরা লেখকদের অমূল্য লেখনী সমৃদ্ধ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করব । এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য লেখকরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অনুষ্ঠান ঘিরে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। ঐতিহাসিক,গবেষক, লেখক, কবি, ইতিহাস অনুরাগীদের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়।

তরুণী নিখোঁজ, গরিমসির জবাব চাইলেন আদালত পুলিশের কাছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২৩ আগস্ট ঃ দীর্ঘ পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ তরুণীর হদিশ মিললো না বারুইপুরে। আর তাই বারুইপুর থানার আইসিকে হাজিরার নির্দেশ আদালতের। পাঁচ মাস কেটে গেলে ও নিখোঁজ এক তরুণীকে উদ্ধারে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহন করেনি পুলিস। যার জেরে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট এবার সরাসরি বারুইপুর থানার আইসিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, হাইকোর্টে জানানো হয়েছিল নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে পুলিস। তা সত্ত্বেও কাগুজে তদন্ত ছাড়া কিছুই করেনি পুলিস। কেন তদন্তে এহেন গাফিলতি, তার জবাব দিতে আইসিকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে হবে। গত ২৯ মার্চ বিকেলে টিউশন পড়তে গিয়েছিলেন বারুইপুর থানা এলাকার পিয়ালির বাসিন্দা ওই তরুণী। তিনি চম্পাহাটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি তিনি। ঘটনার দিনই বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তরুণীর বাবা-মা। তারপর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও মেয়ের খোঁজ না মেলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। তাঁদের সন্দেহ, মেয়ে পাচার হয়ে গিয়েছে। কারণ তাঁরা এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কিছুদিন আগে পিয়ালির নতুনপল্লি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন প্রশান্ত বর্ধন নামের এক ব্যক্তি। মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে ওই ব্যক্তিও বেপাত্তা। এলাকায় খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ওই ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফলে তরুণীর বাবা-মার সন্দেহ, মেয়ে পাচার হয়ে গেছে। যাবতীয় তথ্য পুলিসকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। বিচারপতি চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে তরুণীর পরিবারের আইনজীবী শোভন বেরা অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশি হতে পারেন। এসব সত্ত্বেও তরুণীকে খুঁজে বের করতে পুলিস কেন সদর্থক পদক্ষেপ করছে না? পুলিসের দাবি ছিল, তরুণীকে খুঁজে বের করতে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে পুলিস কোনও তদন্তই করেনি। ডিভিশন বেঞ্চে তারা জানায়, শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি এলাকায় তল্লাশি চালানো হলেও তরুণীর খোঁজ মেলেনি। পুলিসের এই যুক্তিতে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট বারুইপুর থানার আইসিকে ১০ সেপ্টেম্বর সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমেরিকায় পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ভারতীয় ডাক বিভাগের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ শুল্ক হারে পরিবর্তনের কারনে উড়ান ও কার্গো সংস্থাগুলির কাছ থেকে সবুজ সংকেত না মেলায় ভারতীয় ডাক বিভাগ আগামী সোমবার থেকে আমেরিকায় সাময়িক ভাবে সব ধরনের ডাক ও পার্সেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী থাকবে বলে ডাক বিভাগের পক্ষে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য আগামী শুক্রবার থেকে ১০০ মার্কিন ডলারের উপরে চিঠি, পার্সেলের ক্ষেত্রে শুল্ক হার বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে বলে আমেরিকা জানানোয় এই সিদ্ধান্ত বলে ডাক বিভাগ জানিয়েছে।

মৃত্যু কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ২৩ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদের ডোমকল শনিবার স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিল নৌকা বিহারে। মাঝ নদীতে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নৌকা উল্টে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। জানা গেছে, মৃত কিশোরের নাম আব্দুল হালিম। এদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। স্কুলে না গিয়ে আব্দুল হালিম বন্ধুদের সঙ্গে এলাকার এক নদীর পাড়ে গিয়ে টিনের আস্তরণ দিয়ে তৈরি একটি নৌকায় চেপে বসে। মাঝ নদীতে যেতেই দোদুল্যমান নৌকার টাল সামলাতে না পেরে আব্দুল নদীতে পড়ে তলিয়ে যায়। বন্ধুদের চিৎকার শুনে আব্দুল সহ অন্যদের বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেয় স্থানীয় কিছু যুবক। বাকি বন্ধুদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হালিমকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আব্দুলকে উদ্ধার করতে খবর দেওয়া হয় সিভিল ডিফেন্সকে। সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে আব্দুলের দেহ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ (১) প্রদীপ কুমার দাস পি ঃ হরিপদ দাস, নামজারি কেস নং- 9244/25 (২) পপি দাস, স্বাঃ প্রদীপ কুমার দাস, নামজারি কেস নং- 9244/25 (৩) অরুণ চন্দ্র দাস, পি ঃ হরিপদ দাস, নামজারি কেস নং- 9241/25 (৪) রজনী দাস পি ঃ অরুণ চন্দ্র দাস, নামজারি কেস নং- 9243/25 ঠিকানাঃ পাতকাটা কলোনী পোঃ ডেঙ্গুয়াঝাড়, জেলা- জলপাইগুড়ি। আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 10-10-2011 আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I 91/92, নামজারি কেস নংঃ MN/9242, 9241, 9243, 9244-2/0702/2025
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ মৌজা- পাহাড়পুর, সীট নং-2, C.R Plot-1596-KR No-538, 1605-KR No-538 (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭।০২।২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ (১) প্রদীপ কুমার দাস, (২) পপি দাস, (৩) অরুণ চন্দ্র দাস, (৪) রজনী দাস। ঠিকানাঃ পাতকাটা কলোনী পোঃ ডেঙ্গুয়াঝাড়, জেলা- জলপাইগুড়ি।

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223
NIQ No-01/2025/SGP Memo no-294(6)/SGP, Date: 25.08.2025. Last date of Dropping Quotation paper- **01.09.2025 upto 3.00 p.m.** Date of opening of Quotation Paper- **02.09.2025 up to 3.30 pm**.
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat
Suti-I Dev. Block,
Murshidabad

Office of the Prodhan
Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda-732210
eTender has been floated for of work under Bedrabad G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, eTender No.- 23 (e)/BGP/25-26, Dated: 21st August, 2025, 24(e)/BGP/25-26, Dated: 21st August, 2025, 25(e)/BGP/25-26, Dated: 21st August, 2025, & 26 (e) /BGP/25-26, Dated: 21st August, 2025, Bonafied contractors are requested to visit- **www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী
রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নীচের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে NPA (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ রয়েছে যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার আহ্বান করেছিল এবং ঋণগ্রহীতাকে নীচের অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ৭ দিনের সময় দিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যা, ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসাবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **২৮ আগস্ট ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকের কাছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদেরকেও অবহিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় স্টক মার্কেটে অস্থিরতা যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারকৃত জামানত বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোন নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ২১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx9846	আয়ুষ ভালোটিয়া	২১,৫৯৮.১৭	২২।০৮।২০২৫
২	xxxx4330	সঞ্জয় কুমার চৌরাশিয়া	৩৫,১৬১.৬১	২২।০৮।২০২৫
৩	xxxx3442	পার্থ প্রতিম দাস	৬,১৯,০৪০.৯৩	২২।০৮।২০২৫
৪	xxxx6932	সাতিয়া করিম	৪,৪২,২৯১.৮২	২২।০৮।২০২৫

তারিখ- ২৪।০৮।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

খাবার-দাবার

পুজোর প্রাতঃরাশে চেখে দেখবেন মাছের কচুরি? ঝটপট শিখে নিন চটজলদি রেসিপি

পুজো মানেই স্পেশাল ভূরিভোজ। এই চারদিন অনেকের বাড়িতেই গেট টুগেদার থাকে। অতিথি সমাগম হয়। কিংবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়েও আড্ডা হয় কোনও একটা দিন। আর অতিথিরা বাড়িতে আড্ডা দিতে এলে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানোর অনুভূতিটাই

আলাদা। সেক্ষেত্রে প্রাতঃরাশে ' কচুরি' বানাতে পারেন। জলখাবার জমে ক্ষীর হয়ে যাবে। তাহলে ঝটপট জেনে নিন কম সময়ে সুস্বাদু মাছের কচুরি তৈরির রেসিপি।

মাছের কচুরির জন্য উপকরণ
ময়দা- ২ কাপ
ঘি- ২ টেবিল চামচ
নুন্ স্বাদ অনুযায়ী
গরম জল- ময়দা মাখার জন্য
তেল- ২ কাপ
পুরের জন্য
ভেটকি মাছ- ৩০০ গ্রাম
পিঁয়াজ- ১টি
রসুন- ২-৩ কোয়া
আদা-ছোট এক টুকরো
হলুদ গুঁড়ো- আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চা চামচ
পাঁচ ফোড়ন - ১ চা চামচ
ভাজা জিরে গুঁড়ো- ১ চা চামচ
গরম মশলা- ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা- ৩-৪টি
সরষের তেল- ২ টেবিল চামচ
পাতি লেবু- ১টি
ধনে পাতা- আধ কাপ
নুন, চিনি - স্বাদ অনুযায়ী০

প্রণালী
ময়দা ভালো করে চেলে নিয়ে অল্প একটু নুন, ঘি মিশিয়ে নিন। ঝুরঝুরে হয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ময়াম দিয়ে রেখে দিন। এবার মাছের ফিলেগুলো ছোট-ছোট টুকরো করে রেখে দিন। কাঁটা থাকলে ছাড়িয়ে নিন। মাছ কাটা-বাছা হয়ে গেলে কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করুন। পুর তৈরির পালা। তেল গরম হলে তাতে পিঁয়াজ, রসুন এবং আদাবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। এর মধ্যেই দিন সামান্য হলুদ, লঙ্কা, জিরেগুঁড়ো। মশলা কষে এলে মাছের টুকরোগিলে দিয়ে ভালো করে কষতে থাকুন। ভাজা হয়ে ঝুরঝুরে হয়ে এলে তাতে লঙ্কা কুচনো, নুন, অল্প চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার গ্যাস বন্ধ করে উপর দিয়ে লেবুর রস এবং ধনে পাতা ছড়িয়ে ঢেকে রেখে দিন। এতে রান্নার এসেন্সটা বজায় থাকবে। সারপ্রাইজ দিতে হলে এবার আপনিও নিজে রাঁধতে পারেন। বিশেষ করে মাছের পদ নিয়ে ধন্দে ভোগেন অনেকে। বর্ষাকালে পেটে ডিমওয়ালা ইলিশের লোভ সামলানো দায় ঠিকই, তবে অনেকেই আবার চিংড়ির পথে হাঁটেন। কিন্তু কী রাঁধবেন? জেনে নিন একগুচ্ছ রেসিপি।

গন্ধরাজ ইলিশ
উপকরণ-ইলিশ মাছ, কাঁচা হলুদ বাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, গন্ধরাজ লেবুর খোসা, কাঁচালঙ্কা বাটা , পিঁয়াজ বাটা , আদা বাটা , টকদই , নুন, চিনি, জল, সাদা তেল।
প্রণালী-মাছ পরিষ্কার করে ধুযে.নুন, অল্প কাঁচা হলুদ বাটা, লেবুর রস, লেবুর খোসা, আদা বাটা দিয়ে মেখে ফ্রিজে মিনিট ২০ রেখে দিন। আঁচে ননস্টিক প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মাছটা হালকা ভেজে তুলে নিন। এবার ওই প্যানেই পিঁয়াজ বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এবং পিঁয়াজে রং ধরলে আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, চিনি দিয়ে কষতে থাকুন। এবার মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ওর মধ্যে পরিমাণমতো জল দিয়ে.এবং ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। টকদই খুব ভালো করে ফেটিয়ে মাছের উপর ছড়িয়ে দিন এবং সেই সঙ্গে লেবুর রস ও লেবুর খোসাও দিন। এবার আঁচ থেকে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন গন্ধরাজ ইলিশ।

কাশ্মীরি ইলিশ
উপকরণ-৪ টে ইলিশ মাছের টুকরো, ১ চামচ পোস্ত বাটা, ১ বড় চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, নুন-চিনি (আন্দাজমতো), জিরে গুঁড়ো, হলুদ, সর্ষের তেল।
প্রণালী-একটি বড় কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তারপর তেলের মধ্যে নুন, হলুদ মাখানো ইলিশের টুকরো ভাল করে সাঁতলে নিন। সাঁতলে নেওয়া মাছ তুলে নিয়ে. সেই কড়াইয়েই কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভাল নেড়ে নিন। কিছুক্ষণ কষতে দিন। কষানো হযে. গেলে সামান্য জল দিয়ে আন্দাজমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে মাছটা ভাল করে ফুটতে দিন। মিনিট সাতেক পর নামিয়ে নিন। চাইলে কাঁচালঙ্কাও দিতে পারেন। তৈরি আপনার কাশ্মীরি ইলিশ। গরম গরম ভাতে দারুণ লাগবে এই ইলিশের রেসিপি।

কচুপাতা চিংড়ি ভাপা
উপকরণ-কচুপাতা- ১০টি, সর্ষের তেল- ২০০ গ্রাম, সর্ষে বাটা- ৩ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম- ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা- ৪ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা- এক কাপ, কাঁচালঙ্কা- ৫টি, নুন ও চিনি- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়ো- ২ চা চামচ, পাতিলেবু- ১টি।
প্রণালী-কচুপাতা ধুয়ে কুচি করে কেটে নুন-লেবু মেশানো গরম জলে হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে, যাতে গলা চুলকানোর ভয় না থাকে। এবার কচুপাতাগুলি ছেঁকে জল ফেলে দিন। ক।ইতে আবারও তেল গরম করে নিন। এবার চিংড়ি মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। এরপর কাঁচালঙ্কা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, পোস্ত বাটা এবং সর্ষে বাটা দিয়ে চিংড়ি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। স্বাদমতো নুন, চিনি দিয়ে নারকেল কোরা মিশিয়ে দিন। নামানোর মিনিট দুয়েক আগে ভাপিয়ে রাখা কচুপাতা কুচি দিয়ে দিতে হবে। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে এক চামচ সর্ষের তেল ছড়িয়ে রান্নাটি ঢেকে রাখুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কচুপাতা চিংড়ি।

পাতে পটল যেন বিভীষিকা! এসব পদ রাঁধলে চেটেপুটে সাফ হবেই, রইল আমিষ-নিরামিষ রেসিপি

অনেকেই পাতে পটল দেখলে মুখ বেঁকান! কিন্তু মুগ ডালে ফেলে পটল দুধ দিয়ে রাঁধলে কিংবা পুর ভরা পটল বা খোসা বাটা করলে, পাত যে চেটেপুটে যে সাফ হবে, তা বাজি রেখে বলা যায়। তাহলে ঝটপট জেনে নিন পটলের আমিষ-নিরামিষ রেসিপি।

পটলের দোলমা
উপকরণ
গোটা পটল- ৬টি
ছানা- আধ কাপ
হলুদ গুঁড়ো- আধ চা চামচ
নুন- স্বাদ অনুযায়ী
চিনি- স্বাদ অনুযায়ী
গরম মশলা- আধ চা চামচ
কাজুবাদাম- ৩ টেবিল চামচ
কাজুবাদাম বাটা- ৩ টেবিল চামচ
কিশমিশ- ২ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা- ২টি
আদা বাটা- আধ চা চামচ
টোমাটো কুচি- আধ কাপ
গোটা জিরে- ১ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল- ৪ টেবিল চামচ
নারকেল কোরা- ২ টেবিল চামচ
খোয়া ক্ষীর- ১ টেবিল চামচ
পোস্ত বাটা- ১ টেবিল চামচ
চারমগজ বাটা- ১ টেবিল চামচ
টক দই- আধ কাপ

প্রণালী-
প্রথমে পটলের খোসা হালকা করে ছাড়িয়ে নিন। এবার ভিতরের বীজ চামচ দিয়ে কুরিয়ে বের করে নিন। পটলগুলো সামান্য নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। পটলের পুর তৈরি করে নিন। কুরিয়ে রাখা পটলের বীজ এবং লঙ্কা হালকা হাতে বেটে নিন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হতে দিন। বেটে নেওয়া পটলের দানা, ছানা, নারকেল কোরা, পোস্ত বাটা এবং অল্প খোয়া ক্ষীর দিয়ে শুকনো করে পুর তৈরি করুন। উপর থেকে কাজুবাদাম এবং কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। এবার ভেজে রাখা পটলের মধ্যে ছানার পুর ভরে মুখ বন্ধ করে দিন। অন্য একটি কড়াইতে সরষের তেল গরম করুন। ছানার পুর ভরা পটলগুলো লালচে সোনালি করে ভেজে তুলে নিন।

এবার গ্রেভি তৈরির পদ্ধতি। কড়াইয়ে গোটা জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। সামান্য আদা বাটা দিয়ে টোমাটো কুচি দিন। ভালো করে নাড়াচাড়া করে টক দই, কাজু বাদাম বাটা, চারমগজ বাটা দিন। সামান্য জল দিয়ে ভাল করে ফোটান। মিশ্রণ ফুটে এলে ভেজে তুলে রাখা পটলগুলো দিয়ে দিন। ঝোল ঘন হয়ে পটলের গায়ে মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন পটলের দোলমা।

দই পটল
উপকরণ-
৮১০ টি খোসা ছাড়ানো পটল
৩ টেবিল চামচ ফেটানো টক দই
১ টেবিল চামচ কাজুবাদাম বাটা
১ টেবিল চামচ পোস্ত বাটা
১ টেবিল চামচ চারমগজ বাটা
১ চা চামচ আদা বাটা
২ টো কাঁচা লঙ্কা বাটা
৩ টেবিল চামচ সরষে তেল
১ টেবিল চামচ ঘি
১২ চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো
১২ চা চামচ হলুদগুঁ।ো
১২ চা চামচ শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো
১২ চা চামচ জিরেগুঁড়ো
স্বাদ মতো নুন
১ টেবিল চামচ চিনি
ফোড়নের জন্য
২ টো তেজপাতা
পরিমাণ মতো গোটা গরম মশলা (২টো লবঙ্গ,১ টা এলাজ,১টা দারুচিনি টুকরো)

প্রণালী-
প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে মাঝখানটা চিরে নুন,হলুদ মাখিয়ে সরষের তেলে ভেজে নিতে হবে। এবার চারমগজ, কাজু, পোস্ত, আদা, কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। কড়াতে সরষের তেল দিয়ে গোটা গরম মশলা আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে তাতে সমস্ত মশলা দিয়ে নাড়তে হবে। মশলা তেল ছাড়লে তাতে টক দই ফেটিয়ে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে কাঁচালঙ্কা দিন। এবার একটু ঢেকে রাখতে হবে। এবার পটলগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নুন,চিনি দিয়ে সামান্য জল দিতে হবে। নামানোর আগে গরমমশলা গুঁড়ো,ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

দুধ মুগ পটল
উপকরণ-
পটল- ৩-৪টি
সোনা মুগ ডাল- ১ কাপ
দুধ- ১ কাপ
ঘি- ২ চামচ
গোটা জিরে- ১২ চামচ
শুকনো লঙ্কা- ২টি
আদাবাটা- ১ চা-চামচ
জিরেবাটা- ১ চা-চামচ
কাঁচালঙ্কা- ২টি
নুন, চিনি- আন্দাজমতো

প্রণালী-প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে লম্বা দু'ভাগ করে কেটে হালকা সাঁতলে রাখুন। সোনা মুগ ডাল শুকনো খোলায় ভেজে নিন। এবার প্রেশার কুকারে ডাল, সামান্য নুন এবং পরিমাণমতো জল দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করে নিন। এবার ঢাকনা খুলে তারমধ্যে পটল দিয়ে ডাল পুরো সেদ্ধ করুন। এবার আসল কেরামতি! কড়াতে ঘি গরম করে গোটা জিরে এবং শুকনো লঙ্কা ফো।ন দিন। এতে আদা ও জিরে বাটা দিয়ে ভালো করে কষান। এবার সেদ্ধ করা মুগ ডাল ও পটল, স্বাদমতো নুন, চিনি এবং দুধ কড়ায় দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢাকনা বন্ধ করে ফোটান। ডাল ঘন হয়ে গেলে ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। গরম ভাতে পরিবেশন করুন। এর সঙ্গে একটু গন্ধরাজ লেবু।

উত্তর-পূর্ব রেল পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে

গোরখপুর, ২৩ আগস্ট ঃ রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে। ভারতীয় রেলওয়েতে ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযানের অষ্টম দিনে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগের স্টেশন, ট্রেন, আবাসিক কলোনী, ডিপো এবং কারখানাগুলিতে অনেক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে।একই ধারাবাহিকতায়, ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে লখনউ বিভাগে গোন্ডা, গোরখপুর, লখনউ, বস্তি, খলিলাবাদ, আইশবাগ এবং বাদশাহনগর স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত হয় এবং রেল কর্মচারী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বচ্ছতা শপথ গ্রহণ করা হয়।

Name Change
I, Habibur Rahaman (Old name) S/o-Abdus Salam Resident at, Vill-Notuntola, Po-Malior, Ps-Harischandrapur, Dist-Malda,732125 West Bengal, I have changed my name Md Habibur Rahaman (New name) I shall be known as Md Habibur Rahaman vide affidavit before the Notry at Berhampore on 22/08/2025 Habibur Rahaman and Md Habibur Rahaman same and one identical person.

Name Change
I, Md Nurul Islam (Old name) S/o-Ayes, Resident at, Vill-Chandipur, Po-Mihahat, Ps-Harischandrapur, Dist-Malda,732125 West Bengal, I have changed my name Nurul (New name) I shall be known as Nurul vide affidavit before the Notry at Berhampore on 22/08/2025 Md Nurul Islam and Nurul same and one identical person.

Name Change
I RAJESH KRIPALANI S/o Pitamberdas Rochiram Kripalani residing at 2D SURYALOK BUILDING, 12A MANDEVILLE GARDENS, KOLKATA – 700019, WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be know as RAJESH PITAMBERDAS KRIPALANI as declared before the 1st class Judicial Magistrate court(Bankshall court) at kolkata vide affidavit no 1043 dated 22nd August 2025.RAJESH KRIPALANI and RAJESH PITAMBERDAS KRIPALANI both are same and identical person.

Name Change
I, SAHARIOR SARDAR S/O SAFIKUL SARDAR (Old Name) Presently Residing at Vill. & P.O.-Duttapara, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed me and my father name and shall henceforth be known as SAHARIYAR SARDAR S/O SAFIKUL ALAM SARDAR (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat, North 24 Parganas vide affidavit No 1797/24, Dated 15-01-2024. SAHARIOR SARDAR S/O SAFIKUL SARDAR (Old Name) and SAHARIYAR SARDAR S/O SAFIKUL ALAM SARDAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I , Farhad Mahamud Khan (old name) S/O Abdul Mabud Khan, residing at Krishnapur, p.S-Chandrakona, Paschim Medinipur - 721127 , West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Farhad Mehemud Khan (new name), as declared before the Fist Class Judicial Magistrate Ghatal Dist, Paschim Medinipur dated 04/08/2025.(Sl . No. - 42) Farhad Mahamud Khan (Old name) and Farhad Mehemud Khan (New name) both are same and one identical person.

Name Change
I,RAFIKUL SHEK (OLD NAME) , S/O NASIRUDDIN SHEKH , RESIDING AT SHAKDAHA P. S - SWARUPANAGAR,N .24Pgs. PIN -743273 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIKUL SHEKH (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/08/2025 RAFIKUL SHEKH (NEW NAME) AND,RAFIKUL SHEK (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I , MADHUMITA BANERJEE LAHIRI (OLD NAME) , WIFE OF CHANCHAL KUMAR BANERJEE , RESIDING AT F/2 , CLUSTER -VIII , PURBACHAL , SALT LAKE CITY , KOLKATA,WEST BENGAL, PIN-700097, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUMITA BANERJEE (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/8/25 (SL. No. - 15) MADHUMITA BANERJEE (NEW NAME) AND MADHUMITA BANERJEE LAHIRI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I, TUMPA GHOSH (Old Name) W/O ARNAB GHOSH Residing at GD-205, Sector-III, Salt Lake, P.O.-Bidhannagar IB Market, District - North 24 Parganas, Pin - 700106 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAGARIKA GHOSH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 18, Dated 22-08-2025. TUMPA GHOSH (Old Name) and SAGARIKA GHOSH (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, NARAYAN CH ROY (Old Name) S/O PULIN BIHARI ROY Residing at 6, Ramkrishna Pally, C.R. Das Road, P.O.-Haltu, P.S.-Garfa, District - Kolkata, Pin - 700078 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NARAYAN ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 22-08-2025. NARAYAN CH ROY (Old Name) and NARAYAN ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, REKHA MADHU (Old Name) W/O NITYANANDA MADHU Residing at Vill-Sankarpur, P.O. & P.S.-Dhantala, District - Nadia, Pin - 741202 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIKTA MADHU (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia vide affidavit No 90959, Dated 11-08-2025. REKHA MADHU (Old Name) and RIKTA MADHU (New Name) both are same and identical person.

শুল্কযুদ্ধের আবহে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে বিতর্কিত ব্যবসায়ীকে নিয়োগ ট্রাম্পের

২৩ আগস্ট ঃ নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে আমেরিকার। শুল্ক যুদ্ধের আবহে এবার ভারতে আমেরিকার নতুন

রাষ্ট্রদূত হিসেবে সের্জিয়ো গোরকে মনোনীত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গোরকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিশেষ দূতের দায়িত্বও দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে আরেক ব্যবসায়ী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীর উপরেই ভরসা রাখছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের আস্থাভাজন হলেও মার্কিন মুলুকে গোরকে নিয়ে বিতর্কও কম নেই। ৩৯ বছরের গোর বর্তমানে হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। নিজের রাজনৈতিক জীবনে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রচারে যোগ দেন। এর পরেই দ্রুত মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন ক্যাম্পেনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটির জায়গায় দায়িত্বে নেবেন গোর। বাইডেন জমানা শেষ হতেই ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে যান গারসেটি। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ভারতে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি সার্জিয়ো গোরকে নিয়োগ করছি। সেই সঙ্গে দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করবেন তিনি। প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেলের ডিরেক্টর হিসাবে সার্জিয়ো এবং তাঁর দলের সদস্যরা রেকর্ড সময়ের মধ্যে ফেডেরাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় চার হাজার জনকে নিয়োগ করেছেন। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ শুরুর আগে পর্যন্ত সার্জিয়ো হোয়াইট হাউসে তাঁর বর্তমান দায়িত্বে থাকবেন। ভারতকে সব থেকে জনবহুল অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করে ট্রাম্পের দাবি, এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলে তাঁর কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য গোরের নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে গোর লেখেন, ' দায়িত্ব আমার জীবনের সবথেকে ব। সম্মান। বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব গোরের বিরুদ্ধে অতীতে মুখ খোলেন এলন মাস্ক। হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন গোরকে 'সাপ' বলে কটাক্ষ করেন এলন। রিপাবলিকান রাজনীতিতে কিশোর বয়স থেকে যুক্ত থাকা গোরের বিরুদ্ধে নিজের নথি সঠিকভাবে জমা না দেওয়ার অভিযোগ করেন মাস্ক। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও আনা হয়। গোরের জন্ম উজবেকিস্তানে হলেও দীর্ঘদিন নিজের জন্মস্থান হিসেবে মাল্টার নাম বলেছেন তিনি। এই খবর জানাজানি হওয়ার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ওঠে। যদিও এই দাবি নস্যা করের আইনজীবী।

শ্রীলঙ্কায় গ্রেপ্তার ' প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিক্রমসিংহে, নেপথ্যে কলকাঠি নড়ছে চিন!

২৩ আগস্ট ঃ শ্রীলঙ্কায় ফের ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্র চিনের! দ্বীপরাষ্ট্রে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে ড্রাগনের থাবা! এই সম্ভাবনা আরও উসকে দিয়ে এবার শ্রীলঙ্কায় গ্রেপ্তার ভারতপন্থী প্রাক্তন প্রেসিডেঃট রনিল বিক্রমসিংহে। তাঁর গ্রেপ্তারির তথ্য সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবে শোরগোল শুরু হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সরকারি সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রনিলকে।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সস্ত্রীক ব্রিটেন সফরে গিয়েছিলেন রনিল। অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেই সফরে সরকারি অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রনিল ও তাঁর স্ত্রীকে। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। শিগ্রই তাঁদের কলম্বো কোর্ট মেজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে জি-৭৭ বৈঠকে যোগ দিতে ব্রিটেন গিয়েছিলেন রনিল ও তাঁর স্ত্রী মৈত্রী। এই সফরে রনিলের স্ত্রী উলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তবে বিতর্কের মুখে রনিল জানান, তাঁর স্ত্রীর ভ্রমণের খরচ সরকারি অর্থ ব্যয় হয়নি। এর পর রনিলের প্রেসিডেন্ট পদ খোয়ালে এই ইস্যুতে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তকারীরা দাবি করেন ওই সফরে রনিলের স্ত্রীর খরচ যোগানো হয় সরকারি কোষাগার থেকে। এই মামলাতেই এবার গ্রেপ্তার করা হল রনিল ও তাঁর স্ত্রীকে।উল্লেখ্য, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় চরম আকার নেয় আর্থিক সংকটের মুখে ফেলে দেশ ছেড়ে পালান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। কঠিন সেই সময়ে দেশের হাল ধরেন রনিল। ভারতের সাহায্য নিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বের করে আনেন তিনি। বিক্রমাসিংহে ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এই সময়কালে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কে নতুন সেতু গঠিত হয়। চিনের ঋণের ফাঁস ছাড়াতেও তৎপর হয় নতুন শ্রীলঙ্কা। তবে সময় বদলেছে। চিনা ঋণের চাপে ক্রমশ কোণঠাসা শ্রীলঙ্কা। এই অবস্থায় ' রনিলের গ্রেপ্তারির নেপথ্যে চিনের হাত থাকার সম্ভাবনা জোরালো হতে শুরু করেছে।

নিউ ইয়র্কে উল্টে গেল ভারত সহ-একাধিক দেশের পর্যটকবোঝাই বাস! নিহত ৫, আহত বহু

২৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার নিউ ইয়র্কে দুর্ঘটনার কবলে পরে একটি পর্যটক বাস। ৫৪ জন যাত্রী ছিল ওই বাসে। এখনও পর্যন্ত এক শিশু-সহ পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত বেশ কিছু যাত্রী। স্থানীয় সময় দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ বাফেলো থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পেমব্রোকের কাছে আই-৯০-তে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে ফেরার সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের সংখ্যা আরও বা।তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান অতিরিক্ত গতির কারনেই নিয়ন্তণ হারিয়ে উলটে যায় বাসটি। এর জেরে অনেকক্ষণ বন্ধ থাকে সব রাস্তা। বাসের যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগ পর্যটক ভারত, চিন এবং ফিলিপিন্সের নাগরিক। পুলিশের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন জরুরি পরিষেবার কর্মীরা। আনা হয়েছে হেলিকপ্টার। দুর্ঘটনার পরে নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হেচুল এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লিখেছেন, 'আমার টিম পুরো বিষয়টি দেখছে। পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'

আর আর আগরওয়াল জুয়েলার্স ৪৯তম বার্ষিকী উদযাপন করল

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ সোনা দীর্ঘকাল ধরে সমৃদ্ধি, ঐতিহ্য এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। হীরার উজ্জ্বলতার সাথে জুটিবদ্ধ হলে, গহনাগুলি অলঙ্কারের বাইরেও প্রেম, সাফল্য এবং পরিশীলিত রুচির প্রতিচ্ছবিতে বিকশিত হয়। এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে, ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত জুয়েলারি হাউস, আর আর আগরওয়াল জুয়েলার্স গর্বের সাথে তার ৪৯তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, ব্র্যান্ডটি গহনা শিল্পে একটি মর্যাদাপূর্ণ নামে পরিণত হয়েছে। এই মাইলফলকটি চিহ্নিত করতে, কোম্পানিটি ২২শে আগস্ট থেকে ২৭শে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ অফার এবং মেকিং চার্জে আকর্ষণীয় ছাড় ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষে, জুয়েলার্স তাদের অসাধারণ নতুন রয়্যাল কালেকশনও উন্মোচন করেছে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য অনন্য ডিজাইনের একটি লাইন, বিশেষ করে বিবাহ এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি। সংগ্রহে রয়েছে রাজকীয় ভারী সেট, মার্জিত চুড়ি এবং সমসাময়িক স্পর্শ সহ কালজয়ী ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র, যা ইতিমধ্যেই গহনা প্রেমীদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিচালক শ্রী রতনলাল আগরওয়াল এবং শ্রী রেবতী রমন আগরওয়াল বলেন, আমাদের গ্রাহকদের আস্থা এবং ভালোবাসা আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য। প্রতি বছর, আমরা তাদের আরও পছন্দ এবং বৃহত্তর মূল্য প্রদানের জন্য

নতুন সংগ্রহ এবং বিশেষ অফার চালু করি। উদযাপনের সাথে যুক্ত করে, ব্র্যান্ডটি একটি স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইনক্ষ অফার চালু করেছে, যা গ্রাহকদের অতিরিক্ত উপহার এবং এক্সক্লুসিভ সুবিধা জেতার সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে, আর আর আগরওয়াল জুয়েলার্স ভারত জুড়ে ছয়টি শোরুম পরিচালনা করছে কলকাতা (ক্যামাক স্ট্রিট, সিটি সেন্টার ওয়ান, এবং বুড়াবাজার), জয়পুর, রাউরকেলা এবং শিলিগুড়িতে। শোরুমগুলিতে কুন্দন-জাদাউ, পোলকি, রিয়েল ডায়মন্ড সেট, ২২-ক্যারেট সোনার গয়না, সলিটায়ার ডায়মন্ডস এবং নবরত্ন রত্ন সহ বিস্তৃত পরিসরের গয়না পাওয়া যায়। পরিচালক শ্রী ঋষভ আগরওয়াল আরও ঘোষণা করেছেন যে বার্ষিকী ছাড়ের অফারগুলি ২১শে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং এই সময়ের মধ্যে সমস্ত শোরুম রবিবার খোলা থাকবে।

আরডিবি রাসায়ানস লিমিটেড
CIN: L36999WB1995PLC074860
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য় তলা, রুম নং-৯, কলকাতা-৭০০০০১, **ফোনঃ** ০৩৩-৪৪৫০০৫০০
ইমেল আইডি- **info@ rdbindia.com** ওয়েবসাইট-**www.rdbgroup.in**

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিংঅন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ভিসিওএভিএম) ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে, যা এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত, যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে। এমসিএ সার্কুলার, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান) এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির এজিএম ভিসিওএভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, যা বিকানের ভবন, ৮১ লাল বাজার স্ট্রিট, তৃতীয় তলা, কক্ষ নং ০৯, কলকাতা ৭০০০০১-এ অবস্থিত।উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার স্থানটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি(তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে আহ্বান করা হচ্ছে, যা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭ / ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০, ২২/ ২০২০ তারিখের ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/ ২০২০ তারিখের ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/ ২০২০ তারিখের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ০২/ ২০২১ তারিখের সাথে পঠিত হবে। ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১০/ ২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০/ ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং সেবি সার্কুলার নং **SEBHOCFDCMD1 CIRP202079** তারিখ ১২ মে, ২০২০, **SEBIHOCFD-CMD2CIR P202111** তারিখ ১৫ জানুয়ারী ২০২১, **SEBIHO CFDCMD2CIRP202262** তারিখ ১৩ মে ২০২২, **SEBIHODDHSDDHS-RACPOD1PCIR2023001** তারিখ ৫ জানুয়ারী ২০২৩ এবং [illegible]২০২৩০১৬৪ তারিখ ০৬ অক্টোবর ২০২৩ (সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার নামে পরিচিত), একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে। প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে এবং প্রকৃত কপি প্রেরণে জটিলতার কারণে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা)আরটিএ-তে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rdbgroup.in** এবং বিএসই ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসিওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নির্দেশিকা এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসিওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের গণনা করা হবে।

কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা গ্রহণ করেছে। কোম্পানিটি তার সকল শেয়ারধারী সদস্যদের, যাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের উপর ভোট দেওয়ার জন্য, মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে, রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করছে। এছাড়াও, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার (ই-ভোটিং) সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। ফিজিক্যাল মোডে, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং ই-ভোটিং করার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে দেওয়া আছে। যদি কোন সদস্য কোম্পানিআরটিএডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা	অনুগ্রহ করে **Niche Technologies Pvt. Ltd.**, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে **nichetechplnichetechpl.com** ঠিকানায় যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিন।
ডিমার্ট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যরা	আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী, আপনার ইমেল ঠিকানা এবংঅথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। টোল ফ্রি নম্বরঃ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এ কল করে **evotingnsdl.com** এ
সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। সদস্যদের নিবন্ধন বা তাদের যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণ পরিবর্তন করার সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরে উল্লিখিত **RTA**-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

RDB Rasayans Limited এর জন্য
সাক্ষর /-
শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৩-০৮-২০২৫

চিকিৎসক পড়ুয়াকে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে চাঞ্চল্য মেডিক্যাল কলেজে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ এক চিকিৎসক পড়ুয়াকে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে তোলপাড়। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী তাঁর সহপাঠীর বিরুদ্ধে হুমকি ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ছাত্রীর বাবা বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ছাত্রীর সহপাঠী নন, তবে একই কোচিং সেন্টারে পড়াশোনার সূত্রে দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল। অভিযোগকারিণী বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়া। অন্যদিকে, অভিযুক্ত যুবক কলকাতার একটি মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করছেন। অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে অভিযুক্ত ছাত্রীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে, দিয়েছেন একাধিকবার হুমকি। এমনকি পথ আটকে হোটেলে থাকার মতো কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

কাটোয়া-আহমেদপুর ও কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রুটে নতুন ট্রেন পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে দুই জোড়া নতুন ট্রেন চালুর ঘোষণা করল পূর্ব রেল। আগামী ২৫ আগস্ট থেকেই চালু হতে চলেছে এই ট্রেন গুলি। রেল সূত্রে জানা গেছে, কাটোয়া -আহমেদপুর শাখায় দীর্ঘদিন ধরেই ট্রেন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল। অবশেষে সেই রুটে নতুন ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। বর্তমানে কাটোয়া-আহমেদপুর রুটে দিনে মাত্র তিন জোড়া ট্রেন চলাচল করে। এই রুটে দুপুরের পর আর কোনো ট্রেন না থাকায় চরম সমস্যায় পড়তেন নিত্যযাত্রীরা। নতুন লিস্ট অনুযায়ী, কাটোয়া থেকে বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি আহমেদপুর পৌঁছাবে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে। একই সময়ে আহমেদপুর- কাটোয়া রুটেও নতুন ট্রেন চালু হবে। শুধু আহমেদপুর নয়, কাটোয়া - আজিমগঞ্জ রুটেও শুরু হচ্ছে একজোড়া নতুন ট্রেন। কাটোযা থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি আজিমগঞ্জ পৌঁছাবে সকাল ১১টা ২৫ মিনিটে। অন্যদিকে, আজিমগঞ্জ থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি কাটোয়া পৌঁছাবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। রেল সূত্রের খবর, নতুন এই ট্রেন গুলি মধ্যবর্তী সব স্টেশনে দাঁড়াবে। ফলে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে বিধায়কের গাড়ি! দুর্ঘটনা ধূপগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ দুর্ঘটনার কবলে রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের গাড়ি! মাঝরাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি ঢুকে পড়ল রাস্তার ধারের একটি ঝুপড়ি দোকানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গাড়িটি কোচবিহারের বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের নামাঙ্কিত একটি ভিআইপি গাড়ি ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান দোকানের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা ব্যবসায়ী নিরঞ্জন দত্ত ও কয়েকজন পথচারী। জানা গেছে, ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ দিল্লি থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গাড়িটি প্রথমে একটি টাইম কলিশনে ধাক্কা মারে এবং পরে সজোরে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দ শুনে আশপাশের ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা গিয়ে দেখেন সাদা রঙের একটি ভিআইপি গাড়ি, যার গায়ে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে 'এমপি রাজ্যসভা'। দুর্ঘটনার সময় সাংসদ অনন্ত মহারাজ গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে গাড়ির ভেতরে ছিলেন এক তরুণী ও এক যুবক। গাড়ির চালক এবং ওই তরুণী সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সরে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাংসদের গাড়ি জড়িত থাকায় সকাল থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, যেভাবে শব্দ হয়েছিল, আমরা তো ভেবেছিলাম, বড় কিছু একটা ঘটে গেছে। প্রাণটাও চলে যেতে পারত লোকটার। কীভাবে গাড়ি এইভাবে দোকানে ঢুকল, বোঝা যাচ্ছে না।

জলজটে বিপর্যস্ত, ভয়াবহ অবস্থা বাঁকুড়ায়! ভাসছে একের পর এক সেতু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ আগস্ট ঃ ভয়ংকর অবস্থা বাঁকুড়ায়! দুই দিনের বৃষ্টিতে নাজেহাল বাঁকুড়ার মানুষ। জলের তলায় শহরের একাধিক অংশ এবং শহর সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজগুলি। বর্ষা এলেই চরম সমস্যায় পড়েন

বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদীর দুপারে অবস্থিত ২০ থেকে ২৫ টি গ্রাম। কারণ, বর্ষার জলে ডুবে যায় মানকানালি ব্রিজ। বাঁকুড়া শহর লাগোয়া গুরুত্বপূর্ণ দুই সেতু ভাদুল ও মীনাপুর ইতিমধ্যেই চলে গেছে জলের তলায়। ফলত ওই দুটি সেতু দিয়ে পারাপার একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। ভাদুল সেতু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহা সমস্যায় পড়েছেন সোনাতপল, বালিয়াড়া, সুরপানগর, মালাতোড় সহ বহু গ্রাম। একনাগাড়ে বৃষ্টি বাঁকুড়া জেলা জুড়ে! জলের তলায় একে একে ডুবে যাচ্ছে সেতুর পর সেতু। তবে বছরের পর বছর একই বিষয় ঘটে আসছে বাঁকুড়ার একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে। সেতু তৈরির পর প্রায় তিনবার করা হয়েছে সেতু মেরামত। শেষবার মেরামত হয় পাঁচ বছর আগে। তখন থেকেই হাঁটাচলার অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন ভাদুল সেতু। এদিকে শহরের ভিতরে জল নামছে না কিছুতেই। সতীঘাট থেকে ভৈরব স্থান পুরোটাই জলের তলায়। বাঁকুড়া শহরের উপ পৌরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ জানান,আমরা দেখে এসেছি। ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে দেখে এসেছেন। তিন মাস ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি পরিষেবা দেওয়ার। তারই মধ্যে দুদিন ব্যাপী টানা বৃষ্টি অব্যাহত বাঁকুড়ায়। আর সেই বৃষ্টির কারণেই দারকেশ্বর নদ যেন ফুঁসছে। জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ডুবে গেছে একাধিক সেতু। পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে মীনাপুর সেতু ও ভাদুল সেতুতে। এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে ফুঁসছে বাঁকুড়ার নদীগুলি।

হুগলি নদীতে কমছে গঙ্গার ডলফিন, শুশুক বাঁচাতে মাঝি আর মৎস্যজীবীদের সচেতনতা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ২৩ আগস্ট ঃ হুগলি নদীতে কমছে গঙ্গার ডলফিন। শুধু হুগলি নদী নয় সমগ্র গঙ্গাতেই ক্রমশ কমছে শুশুক। আর সেজন্য

গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণ করতে নেওয়া হয়েছে সচেতনতা কর্মসূচি। নোদাখালির রায়পুরের গদাখালি ঘাটে মৎস্যজীবীদের নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর অন্যান্য জায়গায় এই কর্মসূচি চলবে। রাজ্যের বন ও পরিবহণ দফতর, ডব্লুডব্লুএফ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আইসিএআর- সিআইএফআরআই এই কর্মসূচি করছে। ৩০ বছর আগেও ভাগীরথী, হুগলি নদীতে গাঙ্গেয় ডলফিন(শুশুক) যে সংখ্যায় দেখা যেত তা এখন দেখা যায় না। এখন আগের তুলনায় মাত্র ২৫ শতাংশ কম নজরে পড়ে সকলের। এরজন্য প্রধান কারণ হল নদীর জল দূষণ। এছাড়াও গাঙ্গেয় ডলফিন যে মাছ খেতে ভালবাসে সেই মাছের সংখ্যা কমে যাওয়া। সবমিলিয়ে এই নিরীহ প্রাণীটির উপর প্রভাব পড়ছে। লাগাতার প্রচারের ফলে বর্তমানে গাঙ্গেয় ডলফিন শিকার বন্ধ হয়েছে। বন্যপ্রাণী আইনে শুশুক ধরা, বিক্রি এবং বিরক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই নিয়ে সকলকে আরও সচেতন হতে হবে ফলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এই প্রাণী জালে ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বেশি সময় ধরে আটকে থাকলে প্রাণীগুলি শ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়। ফলে এই বিষয়টি নিয়েও মৎস্যজীবীদের সচেতন থাকতে হবে।

'মিথ্যা প্রতিশ্রুতি', আবাসের আবেদন নিয়ে ফাটল শাসক শিবিরেই

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৩ আগস্ট ঃ মেলেনি কোনও সুযোগ-সুবিধা। আবাস হোক বা অন্য কোনও প্রকল্প, গ্রামের আদিবাসী পরিবারগুলি তা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। অবশ্য ভুল যে একটা হয়েছে, তা স্বীকার করে নিলেও, দায়টা কার এই নিয়ে এখন বল ছোড়াছুড়ি করছে শাসকগোষ্ঠী। ঘটনা মেদিনীপুরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কামারআড়া এলাকার। সেখানে মোট ২৫টি আদিবাসী পরিবার রয়েছে। যাদের অভিযোগ, সরকারি সমস্ত প্রকল্প থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের অভিযোগ, লক্ষ্মীর ভান্ডার মিলছে, কিন্তু মাথার উপর ছাদ নেই। আবাসের প্রকল্পের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে, সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে, তারপরেও কিছু হয়নি। বছরের পর বছর শুধু প্রতিশ্রুতিই মিলেছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। কতদিনই বা সহ্য করা যায়? সহ্য করতে পারেনি ওই ২৫টি পরিবারও। যথারীতিই তারা গিয়ে দ্বারস্থ হয় মেদিনীপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান সৌমেন খানের কাছে। নিজেদের যাবতীয় সমস্যার কথা তুলে ধরেন ' এদিন তিনি বলেন, মানুষগুলো যে এই ভাবে রয়েছেন, তা আমরা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু কেন্দ্রীয় জটের কারণেই এতদিন আবাসের কাজ আটকে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এখন পৌরসভাগুলিকে আবেদন গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমরাও ওদের আবাস-আবেদন জমা নিয়েছি। এরপরেই ভুল স্বীকার করে নিয়ে পৌর প্রধান বলেন, আমাদের একটা গাফিলতি নিশ্চয়ই রয়েছে। আমরা পর্যবেক্ষণ ঠিক মতো করিনি। যাদের বাড়ি আগে প্রয়োজন ছিল, তারা পায়নি। আমরা ঠিক মতো পর্যবেক্ষণ করিনি। যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে, তারা আবাসে বাড়ি পেয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, এই পর্যবেক্ষণের মধ্যেই দিয়ে তালিকা পাঠিয়ে থাকেন কাউন্সিলররা। ওই আদিবাসী পরিবারগুলি যে বঞ্চিত সেই কথা মেনে নিয়েছেন এলাকার কাউন্সিলর ইন্দ্রজিত পানিগ্রাহী। তাঁর দাবি, ওই মানুষগুলির সমস্ত অসুবিধায় প্রশাসন তাদের পাশে থেকেছে। কিন্তু কিছু গাফিলতি থেকে গিয়েছে। যখন আবাসের তালিকা হয়েছিল, তখন ওই মানুষগুলির কাছে যথাযথ নথির অভাবে আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু এখন শুনলাম দরখাস্ত নেওয়া হয়েছে। এবার চেয়ারম্যান কীভাবে কাউন্সিলরকে এড়িয়ে এই দরখাস্ত জমা নিলেন তা আমার জানা নেই। আমার মনে হয় গোটা প্রক্রিয়াটা এই ভাবে চলে না। আমি এই ভাবে কাগজ নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কাউকে দিতে চাই না।

স্কুল ডুবেছে জলে, ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপঃ অবরোধ পড়ুয়া ও অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৩ আগস্ট ঃ স্কুলের ক্লাসরুম, বারান্দা এবং স্কুল ঢোকার রাস্তাতে জমে জল! সেই জলের মধ্যেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে বিষধর সাপ। বর্ষার সময় প্রতিবছরই এমনই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নন্দগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছে বিষয়টি কিন্তু কোন ফল হয়নি, এরপরই এদিন শনিবার কালনা কাটোয়া এসআইকেকে রোডের উপর স্কুলের বাচ্চারা এবং তাদের অভিভাকরা পথ অবরোধে সামিল। সেই পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন স্কুলের শিক্ষকরাও এমনই ছবি ধরা পড়ল এদিন শনিবার। অভিভাকদের দাবি স্কুলের জল ঢুকে রয়েছে, জল নামতে দু তিন দিন সময় লাগে। আর তার ওপর গতকাল সেই জলে সাপও দেখা গেছে, এমন কি স্কুলের দেওয়ালেও ফাটল, টালির চাল ভাঙ্গা। যে কোন মুহূর্তে বড় বিপদ ঘটতে পারে সমস্যার সমাধান চাই তাই এই পথ অবরোধ করেছি। পথ অবরোধ তুলতে এলে পুলিশের সাথেও তর্কবিতর্ক হতে দেখা যায় অভিভাকদের। এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি বলেন বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছি কোনো সমাধান হয়নি। আমরা স্থায়ী সমস্যার সমাধান চাইছি আর তাই পথ অবরোধে সামিল হয়েছি। বেলা ২ টো বেজে গেলেও এখনো পথ অবরোধ চলছে।

পুজোর মুখে ভাসছে সবজি জমি, মাথায় হাত পূর্বস্থলীর চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৩ আগস্ট ঃ পুজোর ঠিক আগে আবারও দুর্যোগে কোণঠাসা পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের সরডাঙ্গা, ধীতপুর ও বিশ্বরম্ভা এলাকার সবজি চাষীরা। একদিকে পূজোর বাজারে সবজির দাম ভালো পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলেন কৃষকেরা, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই আশায় এখন জল ঢুকেছে। গত পরশুদিন রাত থেকে টানা বৃষ্টি, তার ওপর শুক্রবার রাতেও শুরু হয় প্রবল বৃষ্টিপাত। ফলে নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবজির জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রধানত পটল, বরবটি, ওল, লাউয়ের মতো সবজির ক্ষেত এখন কার্যত ভাসছে। ইতিমধ্যেই ফুলকপি ও বাঁধাকপির চারা রোপণের জমি জলের তলায় চলে গেছে, যা এই সময়ে চাষীদের কাছে ভবিষ্যতের লাভের অন্যতম ভরসা ছিল। চাষীদের আশঙ্কা, জমিতে দীর্ঘক্ষণ জল দাঁড়িয়ে থাকলে পটলের গোড়া পচে যাবে, ফলে ফলন তো কমবেই, গাছগুলোও মরে যেতে পারে। অন্য সবজির ক্ষেতেও একই অবস্থা। শনিবার সকালে স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগেও প্রবল বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে গিয়েছিল, তার জেরে অনেক ক্ষেতেই পচন ধরেছিল সবজিতে। তখনও তারা কিছুটা সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু এইবার লাগাতার নিম্নচাপ ও বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কৃষকদের কথায়, পুজোর সময় দাম একটু ভালো থাকে বলে এই সময়টাতেই আমাদের রোজগারের ভরসা। কিন্তু এবার যা পরিস্থিতি, তাতে লাভ তো দূরের কথা, খরচটাই উঠবে না। এই অঞ্চলে বহু কৃষক পটল চাষের উপর নির্ভরশীল। পটলের চাষ করতে যেমন খরচ বেশি, তেমনই ফলন ভালো হলে বাজারে ভালো দামও মেলে। কিন্তু লাগাতার জল জমে থাকলে শুধু ফলন নয়, গাছটাই বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে বলে জানাচ্ছেন অভিজ্ঞ চাষীরা। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। এবারেও সেই ছবি পুনরাবৃত্তি। পুজোর আগে যেখানে মুখে হাসি থাকার কথা ছিল, সেখানে মাথায় হাত পড়েছে পূর্বস্থলীর চাষীদের।

বুনো হাতির তাণ্ডবে চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্রান্তি ব্লকের তিনটি এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ আগস্ট ঃ শনিবার ভোরে ফের বুনো হাতির তাণ্ডবে চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্রান্তি ব্লকের উত্তর বারঘরিয়া, তাতিপাড়া ও টিনবাড়ী এলাকায়। সাতসকালে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একদল বুনো হাতি গ্রামে ঢুকে কলাগাছ, বিভিন্ন আনাজের গাছ ও লতাপাতা খেয়ে নষ্ট করে। সকাল আটটা পর্যন্ত হাতির দলটি টিনবাড়ী এলাকার একটি ছোট চা বাগানে আটকে ছিল। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আপালচাঁদ বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁতিপাড়ায় আটকে থাকা দুটি হাতি সকাল সাড়ে সাতটার দিকে জঙ্গলমুখী হয়ে যায়। অন্যদিকে টিনবাড়ী এলাকায় শাবকসহ প্রায় বারোটি হাতি সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ চা বাগানে এবং ধান রোপন করা জমিতে ঘোরাফেরা করে। অবশেষে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীদের প্রচেষ্টায় বোম ফাটিয়ে হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর বারঘরিয়া এলাকায় বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, তাঁতিপাড়ার দুটি হাতি জঙ্গলে ফেরার পথে মাল ব্লকের চেলধুরা গ্রামের বাসিন্দা শাবিনুর ইসলামের ঘরের একাংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান শাবিনুর ইসলাম ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে আপালচাঁদ বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ জানান, দলছুট বুনো হাতিগুলো উত্তর বারঘরিয়া, তাঁতিপাড়া ও টিনবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত হয়ে আটকে পড়েছিল। খবর পেয়ে আমাদের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। যেহেতু সকাল হয়ে গিয়েছিল এবং দিনের বেলা মানুষের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, তাই সতর্কতার সঙ্গে বোম ফাটিয়ে হাতিগুলোকে ফলঝরা বিট কম্পার্টমেন্টের জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় বনকর্মীদের টহল চালু রয়েছে।

রেল কোয়ার্টারে চুরির ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ রেল কোয়ার্টারে চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্ত পুলিশের জালে। ১৩ জুলাই ভোর রাত্রে নিউ জলপাইগুড়ি থানা সংলগ্ন সেন্ট্রাল কলোনির নেতাজি ক্লাবের সামনে ঘটে চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা। অভিযোগ, রাতে বাড়ির সামনে এক ধরনের কোন নেশার ওষুধ স্প্রে করে বাড়ির সমস্ত সদস্যকে অচেতন করে চুরির ঘটনা ঘটায় চোরের দল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাতভর সবাই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখা যায়, ঘরের দরজা খোলা, আলমারি-টেবিল তছনছ, নগদ টাকা, সোনার গয়না সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী চুরি গেছে। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে প্রায় এক মাস দশ দিন পর গ্রেফতার করতে সমর্থ হল সেই চুরির ঘটনায় জড়িত এক দুস্কৃতিকে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নৌকাঘাট থেকে সঞ্জয় মন্ডল নামে ওই দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। জানা গেছে ধৃত শিলিগুড়ি টিকিয়াপাড়ার নিবাসী। তবে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়নি কোন চুরির সামগ্রী। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতের কাছে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে তদন্ত সম্পন্ন করতে চাইছে এনজেপি থানার পুলিশ।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/005(e)/2025-26(3rd Call)
Date: 06/08/2025
4. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-4 (Ward no. 12 to Ward no. 15). The bid Submission Closing date is hereby extended up to **30-08-2025** in place of **22-08-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-kotrung Municipality

উৎসবের বিশেষ ট্রেন চালু

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮৮৬৫। ০৮৮৬৬ এনএসসিবি ইতোয়ারী-শালিমার-এনএসসিবি ইতোয়ারী স্পেশাল ০৮৮৬৫ এনএসসিবি ইতোয়ারী-শালিমার স্পেশাল ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ০১.১০.২০২৫ পর্যন্ত এনএসসিবি ইতোয়ারী থেকে বিকাল ৫,১০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ২,০০ মিনিটে শালিমারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৮৬৬ শালিমার- এনএসসিবি ইতোয়ারী স্পেশাল ২৮.০৯.২০২৫ থেকে ০২.১০.২০২৫ পর্যন্ত শালিমার থেকে বিকাল ৫,০০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকাল ৫,৩৫ মিনিটে এনএসসিবি ইতোয়ারীতে পৌঁছাবে।স্পেশাল ট্রেনটি ঝাড়সুগুড়া, রাউরকেলা, চক্রধরপুর, টাটানগর, খড়গপুর এবং সাঁতরাগাহিতে থামবে, যা এসইআর অধিক্ষেত্রে অবস্থিত।০৩৪৬৫। ০৩৪৬৬ মালদা টাউন-দিঘা-মালদা টাউন স্পেশাল,০৩৪৬৫ মালদা টাউন-দিঘা স্পেশাল ট্রেনটি ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ২৯.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার দুপুর ১,১০ মিনিটে মালদা টাউন থেকে ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে রাত ১২,০০ মিনিটে দীঘা পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৩৪৬৬ দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ২৯.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাত ১২,৪০ মিনিটে দীঘা ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯,২০ মিনিটে মালদা টাউন পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি এসইআর অধিক্ষেত্রের আন্দুল, মেচেদা, তমলুক এবং কাঁথিতে থামবে। ০৮১০৯। ০৮১১০ শালিমার-পাটনা-শালিমার স্পেশাল,০৮১০৯ শালিমার-পাটনা স্পেশাল ১৮.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার শালিমার থেকে রাত ৯,৫৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৮,০০ মিনিটে পাটনা পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮১১০ পাটনা-শালিমার স্পেশাল ১৯.১০.২০২৫ থেকে ০২.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার পাটনা থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০১,৩০ মিনিটে শালিমার পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি এসইআর অধিক্ষেত্রের সাঁতরাগাছিতে থামবে।০৮৮৪৫। ০৮৮৪৬ সাঁতরাগাছি-চার্লাপল্লি- সাঁতরাগাছি স্পেশাল,০৮৮৪৫ সাঁতরাগাছি-চার্লাপল্লি স্পেশাল ট্রেনটি ১৯.০৯.২০২৫ থেকে ০৩.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার দুপুর ২,৫৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকেল ৪,০০ মিনিটে চার্লাপল্লি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৮৪৬ সাঁতরাগাছি-চার্লাপল্লি স্পেশাল ট্রেনটি ২০.০৯.২০২৫ থেকে ০৪.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে চার্লাপল্লি থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯.৫৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খড়গপুর এবং বালেশ্বরে স্টপেজ করবে।

বাজার মাতাচ্ছে মালদার বৃন্দাবনি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ আমের জেলায় আমই পারে বাজার মাতাতে, তা জানিয়ে দিল মালদার বৃন্দাবনি। জেলার অন্যান্য সুস্বাদু নামিদামি ফলের

মরশুম শেষ হলেও নতুন করে আবার বাজার মাতানো শুরু করেছে মালদার ফলের রাজা। আমবাগানে এখনও গাছে গাছে ঝুলছে সুস্বাদু বৃন্দাবনি। গ্রাম থেকে শহর সমস্ত বাজারেই এখন পাওয়া যাচ্ছে সুস্বাদু বৃন্দাবনি আম। দাম প্রায় ১২০ থেকে ১৫০ টাকা কিলো। বাগান থেকে আম ভেঙে নিজেই বাজারে এনে পাইকারদের কাছে পাইকারি দরে বিক্রি করছেন আম চাষিরা। ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকা মণ (৪০ কিলো) পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে আম। মরশুম শেষে আম বিক্রি করে কিছুটা হলেও লাভ হচ্ছে বলে জানেন আম চাষিরা। এক আম বিক্রেতা জানান, মরশুম শেষে আম বিক্রি করে ব্যাপক লাভ হচ্ছে। দিনে প্রায় দুই থেকে তিন কুইন্টাল আম বিক্রি হচ্ছে। বাজারে সারা বছর বিভিন্ন রকম সবজি ফল বিক্রি করি। আমের মরশুম শেষের দিকে। তবে বাগানে কিছু কিছু বৃন্দাবনি আম রয়েছে। ভাল রোজগার হচ্ছে। এক আম ক্রেতা জানান, অন্যান্য বিখ্যাত প্রজাতির আমের মতোই বৃন্দাবনি আম খেতে খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু। এখনও আম আছে, দেখে ভাল লাগছে। তবে মরশুম শেষের দিকে তাই আমের দাম অনেকটাই বেশি হয়েছে। ফজলি, লক্ষণভোগ, হিমসাগর নানা বিখ্যাত প্রজাতির আমের দিন শেষ হলেও জেলাবাসীর মন জয় করছে মালদার বৃন্দাবনি আম। দামদর কষাকষি না করেই হু হু করে বিক্রি হচ্ছে আম। দাম বেশি হলেও মুখে আমের স্বাদ কে ধরে রাখতে বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন জেলার আম প্রেমীরা।

যানজট কমাতে উদ্যোগ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ পুজোর মুখে শহরবাসীর স্বস্তির খবর। বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের কাজ এখনই শেষ না হলেও, যানজট কমাতে প্রশাসন উদ্যোগ নিল। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শনিবার নির্মীয়মাণ উড়ালপুল পরিদর্শন করে জানান, পুজোর আগে ঝংকার মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত সার্ভিস রোড চালু করা হবে। ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে যানজটে জর্জরিত মানুষজনের। মেয়র স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নতুন বছরের আগে উড়ালপুল চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ডিসেম্বরের মধ্যেও কাজ শেষ হওয়ার সুযোগ নেই। জানুয়ারিতেই মূল উড়ালপুল চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদী। প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে এই উড়ালপুল। রেললাইনের উপর দিয়ে যে অংশ যাচ্ছে, সেই কাজ করছে রেল, তবে সেই অংশে এখনও অনেকটাই কাজ বাকি। মেয়র বলেন, পূর্ত দপ্তরের কাজ প্রায় শেষ হলেও রেলের কাজে গতি আনার জন্য আলোচনা চলছে। শনিবার পূর্ত দপ্তর ও রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন মেয়র। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তিনি। প্রশাসনের দাবি, সার্ভিস রোড চালু হলে অন্তত পুজোর ভিড়ে যানজট কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে। শহরের সাধারণ মানুষের মতে, উড়ালপুল পুরো তৈরি না হলেও যদি সার্ভিস রোড খুলে দেওয়া হয়, তাতেই বড় স্বস্তি মিলবে।

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work: 1. "Temporary installation of LED Giant Screen for Live programme & Others IT works at Prominent place near Birhata Junction within Burdwan Municipality area in connection with VVIP visit in the district of Purba Bardhaman on 26.08.2025"**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ-52 of 2025-26** Last date of submission of Quotation: **25.08.2025 up to 10.00AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

सत्यमेव जयते

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ
ঘোষণা করছে

তফসিলি জাতির জন্য স্কলারশিপ
শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে

২০২৫-২৬ সালের জন্য তফসিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাট্রিক-পরবর্তী বৃত্তি প্রকল্প

যোগ্যতা	সুযোগ	অধিকার
পিতামাতা / অভিভাবকদের বার্ষিক আয় **২.৫০ লক্ষ টাকার** বেশি নয়।	**একাদশ শ্রেণী** থেকে সকল স্বীকৃত কোর্স	বাধ্যতামূলক **অ-ফেরতযোগ্য** ফি (টিউশন ফি সহ)
স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ/ স্কুলে কোর্স করা শিক্ষার্থীরা	আবেদনপত্র রাজ্য সরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক গৃহীত এবং যাচাই করা হয়	বার্ষিক **২৫০০ টাকা থেকে ১৩৫০০ টাকা** পর্যন্ত একাডেমিক ভাতা
	দরিদ্রতম পরিবারের কভারেজ	দিব্যাঙ্গ (বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য **১০ শতাংশ** অতিরিক্ত ভাতা।

- **শিক্ষার্থীর একটি বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), আধার সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আয়ের শংসাপত্র, আগের বছরের মার্কশিট এবং বর্ণ শংসাপত্র থাকতে হবে।**

- প্রকল্পের নির্দেশিকা এবং বিস্তারিত যোগ্যতার মানদণ্ড নীচের লিঙ্কে পাওয়া যাবে

https://socialjustice.gov.in/shemes/23

স্কিমের নির্দেশিকাগুলির জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন

cbc38101/11/0013/2526

আচমকাই অসুস্থ গিল! অনিশ্চিত বিসিসিআইয়ের গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে

২৩ আগস্ট ঃ আচমকাই অসুস্থ শুভমান গিল। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ থেকে ফেরার পর দলীপ ট্রফিতে খেলার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু জানা যাচ্ছে, অসুস্থতার কারণে সেই টুর্নামেন্টে নাও খেলতে পারেন টেস্ট অধিনায়ক। তার সঙ্গে প্রশ্ন, এশিয়া কাপে কি খেলতে পারবেন টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক? আর হঠাৎ কী হল গিলের? একটি ক্রীড়া বিষয়ক ওয়েব সাইটের মতে, আচমকাই জ্বর হয়েছে গিলের। তাঁর রক্তপরীক্ষা করা হয়েছে। তবে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলেই জানা যাচ্ছে। আপাতত গিলকে বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের কাছে গিলের শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। গিল এই মুহূর্তে চণ্ডীগড়ে নিজের বাড়িতে বিশ্রামে আছে।আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি। যেখানে উত্তরাঞ্চলের দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল গিলের। জানা যাচ্ছে, দলীপ ট্রফিতে গিলের না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও এই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। সেই সঙ্গে প্রশ্ন হল, এশিয়া কাপে কি খেলতে পারবেন গিল? ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। মনে করা হচ্ছে, সেখানে তাঁকে খেলানোর জন্যই দলীপ ট্রফি নিয়ে তাড়াহুড়েড়া করা হচ্ছে না। তবে গিল না খেললে দলীপ ট্রফিতে উত্তরাঞ্চলকে কে নেতৃত্ব দেবেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।উল্লেখ্য, গিলকে এশিয়া কাপের দলের সহ-অধিনায়ক করা নিয়ে একরাশ বিতর্ক হয়েছে। তবে গিলকে সহ-অধিনায়ক করা নিয়ে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব যুক্তি দিয়েছেন, যখন গিল ভারতের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিল, তখন আমি অধিনায়ক ছিলাম। ও সহ-অধিনায়ক ছিল। সেখান থেকে আমরা টি-টোয়েন্টির নতুন চক্র শুরু করি। তারপর গিল টেস্টে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেভাবে টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পায়নি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ও দলে ফিরেছে।

বিদেশিদের ম্যাচফিট করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ বাগান শিবিরের

২৩ আগস্ট ঃ নতুন সিজনের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। গ্রুপ পর্বের চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল হোসে মোলিনার ছেলেরা। কিন্তু সেখানে আসেনি জয়। অস্কার ব্রুজোর দলের কাছে শেষ পর্যন্ত একটি গোলের ব্যবধানে পরাজিত হতে হয়েছিল জেসন কামিন্সদের। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকলকে। এমন পরাজয় কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। আসলে অন্যান্য দল গুলির তুলনায় দেরিতে অনুশীলন শুরু করাই যেন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ধাক্কা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। হাতে মাত্র কিছুদিন। তারপরেই আগামী ১৬ ই সেপ্টেম্বরে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে আহাল এফসি। তারপর হুসেইনহাল থেকে শুরু করে সেপাহান এসসির সঙ্গে ও লড়াই করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে বিরাট চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে মেরিনার্সদের জন্য। তাই সবদিক মাথায় রেখেই খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ ম্যাচফিট করতে চাইছেন মোলিনা। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে বাড়তি বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে বিদেশি ফুটবলারদের দিকে। উল্লেখ্য, দলের অনুশীলন শুরু হওয়ার বেশকিছুদিন পরে শহরে এসেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন থেকে শুরু করে জেসন কামিন্স এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসের মতো ফুটবলাররা। যারফলে তাঁদের ফিটনেস নিয়ে এখনও সংশয় রয়ে গিয়েছে বাগান কোচের। তাই সবদিক মাথায় রেখেই এবার বিশেষ করে বিদেশি ফুটবলারদের ম্যাচফিট করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, দলের তিন বিদেশি ফুটবলারদের বিশেষ ফিটনেস ট্রেনিং করাচ্ছেন কোচ। ডুরান্ডে দলের ভালো পারফরম্যান্স না হলেও এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দলকে সাফল্য এনে দিতেই তৎপর গতবারের আইএসএল জয়ী কোচ। বর্তমানে এসিএল টায়ার টুয়ের ম্যাচের দিকেই নজর থাকবে সকলের।

পাঁচ বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুনে সই মেহতাব সিংয়ের

২৩ আগস্ট ঃ জল্পনাই সত্যি হল। পাঁচ বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে সই করলেন ভারতের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার মেহতাব সিং। মুম্বই সিটি এফসি-র জার্সিতে দুবার আইএসএল লিগ ও শিল্ডজয়ী মেহতাবের যোগদানে হোসে মোলিনার দলের রক্ষণের শক্তি অনেকটাই বড়বে। তাছাড়া সাইড ব্যাকেও খেলতে পারেন ২৭ বছর বয়সি ডিফেন্ডার। শনিবার বিকেলেই দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। আর সবুজ-মেরুনে যোগ দিয়ে জাতীয় দলের ডিফেন্ডারের বার্তা, মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট স্বপ্ন দেখতে জানে। মোহনবাগানে সই করে মেহতাব বলছেন, মোহনবাগানে খেলার স্বপ্ন ভারতের সব ফুটবলারেরই থাকে। আমারও ছিল। সেই স্বপ্ন সফল হল। মোহনবাগান অত্যন্ত শক্তিশালী দল। দলে ভালো মানের বিদেশি ও জাতীয় দলের বেশিরভাগ সেরা ফুটবলাররা খেলে। কোচও অত্যন্ত সম্মানীয়, অভিজ্ঞ এবং সফল। ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগানের সুনাম ও সাফল্য প্রশ্নাতীত। আমার কাছে কলকাতার আরও ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু মোলিনার টিমে খেলতে পারলে নিজেকে আরও প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করতে পারব বলেই এখানে এসেছি। ক্লাবের টিম ম্যানেজমেন্টও খুব ভাল। তাঁরা স্বপ্ন দেখতে জানে। এর আগে ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন মেহতাব। ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতাও আছে। ২০২০ সালে তিনি মুম্বই সিটি এফসি-তে যোগ দেন। আইএসএল লিগ ও শিল্ড দুবার জেতার পাশাপাশি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছেন। সবুজ-মেরুন জার্সিতেও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান মেহতাব। তিনি আরও জানান, কলকাতায় খেলার উত্তেজনাই আলাদা। আর মোহনবাগানের সভ্য-সমর্থক তো দেশের সেরা। তাঁদের প্যাশন এবং আবেগ সম্পর্কে আমার সবকিছুই জানা। ডার্বি খেলার মজাও আলাদা। সবুজ-মেরুন জার্সিতে ডার্বি জিততে চাই। স্বপ্ন ও লক্ষ্য ছাড়া কোনও ফুটবলার সফল হতে পারে না। আমিও স্বপ্ন দেখছি আমার ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও কিছু ট্রফি এবার জমা হবে। সবার আগে আমার লক্ষ্য থাকবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচ জেতা। মোহনবাগানের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'য়ের অভিযান শুরু হচ্ছে ১৬ সেপ্টেম্বর।

ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ ডায়মন্ড হারবারের, ফের ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড

২৩ আগস্টঃ ফাইনালে এসে স্বপ্নভঙ্গ! ডুরান্ড ফাইনালে নর্থইস্টের কাছে হেরে স্বপ্নের দৌ। থামল ডায়মন্ড হারবার এফসি'র। অথচ প্রথম গোল হজম করার আগে অসাধারণ খেলছিলেন লুকা মায়সেন, জবি জাস্টিনরা। কিন্তু বিপক্ষের দলটা যে চ্যাম্পিয়ন টিম, তা প্রমাণ করলেন জুয়ান পেদ্রো বেনালির ছেলেরা। প্রতিপক্ষকে প্রথমে মেপে নিয়ে যে খেলাটা খেলল নর্থইস্ট, তা তারিফযোগ্য। দলকে উজ্জীবিত করার জন্য যুবভারতীতে উপস্থিত ছিলেন নর্থইস্টের অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহাম। তাঁর সামনেই ডায়মন্ড হারবারকে ৬-১ গোলে হারিয়ে পরপর দু'বার ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হল '৩ মিনিটের মধ্যেই গোলের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল নর্থইস্ট। আলাদিন আজারাইরার দূরপাল্লার শট মিরশাদের দস্তানায় প্রতিহত হয়ে চলে যায় পার্থিব গোগোইয়ের কাছে। তাঁর হেডও বাঁচান ডায়মন্ড গোলরক্ষক। এরপর নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মন দেয় ডায়মন্ড হারবার। ৮ মিনিটে জবি জাস্টিন দূরপাল্লার শট নিয়েছিলেন বটে। কিন্তু মাটিঘেঁষা সেই শট ছিল বেশ দুর্বল। এরপর অনেকবারই আক্রমণ শানায় কিবু ভিকুনার ছেলেরা। ১৭ মিনিটে ম্যাচের প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন নর্থইস্টের রিদিম তিলং। এর ঠিক পরের মিনিটেই জবির গোছানো সেন্টার পেয়েও গোল করতে পারলেন না মিকেল। ২৩ মিনিটে গিরিক খোসলার ক্রস থেকে জবির হেড কোনও রকমে বাঁচান নর্থইস্ট গোলকিপার। ২৭ মিনিটে জবির শট সাইড নেটে লাগে। এই সময় পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার সমস্ত দিক থেকে এগিয়ে ছিল নর্থইস্টের থেকে। এরপরেই ছন্দপতন! ৩০ মিনিটে আশির আখতারের গোলে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। এক্ষেত্রে ডায়মন্ড গোলরক্ষক মিরশাদকে দায়ী করা যায়। ৩৫ মিনিটে সুযোগ নষ্ট নর্থইস্টের। পার্থিব গোগোইয়ের শট দারুণভাবে বাঁচান মিরশাদ। ফিরতি বলে মিস করে থই সিং। ৩৮ মিনিট ফাঁকা গোলে ঠেলতে ব্যর্থ হন চেমা। বিরতির ঠিক আগে পার্থিব গোগোইয়ের বাঁকানো শটে ব্যবধান বাড়ায় নর্থইস্ট।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় নর্থইস্ট। ম্যাচে ফিরতে গেলে দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত কিছু করতে হত ডায়মন্ড হারবারকে। কিন্তু সেটা হতে দেয়নি নর্থইস্ট। ৫০ মিনিটে থই সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। মাঝমাঠ থেকে বল পেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ডায়মন্ডের বক্সে ঢুকে পড়েন আলাদিন। ডান পায়ের ইনস্টেপে অনবদ্য বল বাড়ান থই সিংকে। অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা থই সিং বল জালে জড়িয়ে দিতে কোনও ভুল করেননি। ৬০ মিনিটে চতুর্থ গোলে এগিয়ে যেতে পারত নর্থইস্ট। বাঁ দিক থেকে বল পেয়ে একাই উঠে গিয়েছিলেন আলাদিন। বাঁ পায়ে শটও নিয়েছিলেন। যদিও তা পোস্টের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৬৮ মিনিটে কর্নার থেকে হেড করেছিলেন জবি। জটলার মধ্যে লুকার মুখে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। এই গোলের পরও অবশ্য ম্যাচে ফিরতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার। ৮১ মিনিটে জাইরো বুস্তারার গোল করে ব্যবধান বাড়ায় নর্থইস্ট। ফ্রি-কিক থেকে ডায়মন্ড গোলরক্ষক ঠিকমতো বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। ফিরতি বলে জাইরো বুস্তারার সহজেই গোল করে। এখানেই শেষ নয়, ৮৬ মিনিটে আলাদিনের সেন্টার থেকে গোল করে নর্থইস্টের পক্ষে স্কোর লাইন ৫-১ করেন আন্দ্রে রদ্রিগেজ। অতিরিক্ত সময়ে (৯০৩) মিনিটে পেনাল্টি থেকে নর্থইস্টের পক্ষে ষষ্ঠ গোল করেন আলাদিন। ডুরান্ডে আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন সফল হল না বাংলার ক্লাবের। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হল নর্থইস্ট।

বিরাট-রোহিত দুজনেই খেলা চালিয়ে যাবেন, আশাবাদী ওই বোর্ড কর্তা

২৩ আগস্ট ঃ অদূর ভবিষ্যতে ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন না বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা। তাদের উপর কোনওরকম চাপ তৈরি করেনি বোর্ড। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। বরং, দুই মহাতারকার অবসর জল্পনায় বিসিসিআই যে বেশ বিরক্ত সেটাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।খাতায়কলমে এখনও ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি এখনও দলের সবচেয়ে সফল তারকা। তাঁরা দুজনেই যে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে চান, সে ইচ্ছা গোপন করেননি। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে আদৌ সাতাশের বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথীকে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, বিরাট এবং রোহিতকে বাদ দিয়েই সাতাশের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করছে বোর্ড। সেটা নাকি তাঁদের জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। এমনকী আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে বলেও খবরে প্রকাশ।কিন্তু বোর্ড

সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা আপাতত সে জল্পনায় জল ঢাললেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, বোর্ড কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নেওয়ার কথা বলে না। সেটা নিতান্তই ওই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বিসিসিআইয়ের দীর্ঘদিনের নীতি এটাই। তাছা।। বিরাটদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া নিয়ে যে জল্পনা চলছে, সেটাকেও গুজব বলে উ।য়ে দিয়েছেন বোর্ডের সহ-সভাপতি। রাজীব শুক্লা বলছেন, আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরা তো এখনও ওয়ানডে খেলছে। আর যতদিন খেলছে ততদিন বিদায় সংবর্ধনার প্রশ্ন আসছে কেন? তাঁর সাফ কথা, বিরাট খুবই ফিট। রোহিতও দারুন খেলছে। আর আপনারা এখনই বিদায়ের কথা ভাবছেন। সময়টা আসতে দিন।শোনা যাচ্ছে, বোর্ডের একাংশ এখনই দুই মহারথীকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে নারাজ। ওই অংশ বলছে, নিজেদের ফর্ম এবং ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে দুজনেই সাতাশের বিশ্বকাপ খেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে রোহিতদের বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে হবে। বিজয় হাজারে না খেললে জাতীয় দলের দরজা খুলবে না।

ভারতীয় ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে ফিনল্যান্ড ক্লাবে ফিরলেন কাউকো

২৩ গত কয়েক সিজন ধরেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে নিজের জাত চিনিয়ে ছিলেন জনি কাউকো। এটিকে মোহনবাগানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রথমবার ভারতে খেলতে এসেছিলেন ফিনল্যান্ডের এই দাপুটে ফুটবলার। সেবার মাঝমাঠ সামাল দেওয়ার পাশাপাশি দলকে ট্রফি জেতানোর ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জনি কাউকোর। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই সবুজ-মেরুন শিবিরে ব্রাত্য হয়ে উঠেছিলেন এই দাপুটে ফুটবলার। এছাড়াও দেখা দিয়েছিল চোট আঘাতের সমস্যা। যারফলে বছর কয়েক আগেই তাঁকে বিদায় জানিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। তবে মোহনবাগানের প্রতি ভালোবাসা রয়ে গিয়েছিল যথেষ্ট।

পরবর্তীতে সবাইকে চমকে দিয়ে জনি কাউকোকে দলে টেনে নিয়েছিল বারাণসীর ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল সকলের কাছে। প্রথম সিজনে দল খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত মরসুমে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালতের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে ইন্টার

কাশীর নাম। যারফলে বলতে গেলে ভারতবর্ষের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএল জয় করার পাশাপাশি আইলিগ ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই ফুটবলার। যা নিঃ সন্দেহে বিরাট বড় পাওনা।

মনে করা হচ্ছিল নতুন সিজনে ও হয়তো এই দলের হয়েই খেলবেন কাউকো। কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত এবার নিজের দেশের ফুটবল লিগেই ফিরে গেলেন জনি কাউকো। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ফিনল্যান্ডের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব এফসি কেটিপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই তারকা। সব ঠিকঠাক থাকলে আপাতত চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই দলের হয়েই হয়তো খেলবেন এই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার। পরবর্তীতে তাঁর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সেই চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেটিপি ফুটবল ক্লাব। একটা সময় এফসি ইন্টার থেকে উঠে এসেছিলেন এই দাপুটে ফুটবলার। পরবর্তীতে ইউরোপের একাধিক দেশে ফুটবল খেলার পর এসেছিলেন এশিয়ায়। যোগদান করেছিলেন ভারতের ফুটবল ক্লাবে। বছর কয়েক এখানে খেলার পর আবার ফিরে গেলেন নিজের দেশে। সময়ের সাথে সাথে একের পর এক তারকা ফুটবলার সবুজ-মেরিন জার্সিতে ধরা দিলেও জনি কাউকো নিঃসন্দেহে থেকে যাবেন বাগান সমর্থকদের মনের মণিকোঠায়।

দ্বিতীয়বার ভারতে খেলতে আসছে আর্জেন্টিনা, দিনক্ষণ নিশ্চিত করে দিল ফেডারেশন

২৩ আগস্টঃ ডিসেম্বরে মেসি-মাদকতায় মাততে চলেছে ভারত। ইতিমধ্যেই সেই সূচি চূ।ান্ত হয়ে গিয়েছে। তবে চমকপ্রদ বিষয় হল ডিসেম্বরের সেই সফরের আগেই এদেশের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। শুধু আসছেন না, নভেম্বরে ভারতের মাটিতে খেলতেও দেখা যাবে তাঁকে। একা মেসি নন, ভারতে আসছে গোটা আর্জেন্টিনা দলই।২০১১ সালে ভারতে এসেছিলেন লিওনেল মেসি। কলকাতা জুড়ে আবেগের ঝড় উঠেছিল নীল-সাদা জার্সির আর্জেন্টিনাকে কেন্দ্র করে। ১৪ বছর পর সেই উচ্ছ্বাস ফিরছে। কেরল সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল আগস্টে মেসির আর্জেন্টিনা সে রাজ্যে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবে। তবে সেই পরিকল্পনা অর্থের অভাবে ভেস্তে যায়। কিন্তু কেরল সরকার আশা ছা।নি। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছে। আর সেই চেষ্টা সফল। শুক্রবার গভীর

রাতে বিবৃতি দিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, কেরলে খেলতে আসছে তারা।আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের তরফে সোশাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে আগামী ১০ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও ঘোষণা করা হয়নি। কোচিতে ৬০০০০ দর্শকের স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হবে বলেই আপাতত জানা যাচ্ছে। বাংলার মতো কেরলেও ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কম নয়। ফুটবল বিশ্বকাপের সময় তার নমুনা দেখা গিয়েছে। মেসি এবং আর্জেন্টিনা যদি কেরলে আসে, তাহলে সে রাজ্যের ক্রীড়া মানচিত্র বদলে যাবে বলেই আশা ক্রীড়ামহলের। নভেম্বরের ওই ম্যাচে মেসি খেলবেন কিনা সেটা অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তবে ডিসেম্বরে যে লিও ফের ভারতে আসছেন তাতে কোনও সংশয় নেই। ডিসেম্বরের সফরে অবশ্য কোনও ম্যাচ খেলার কথা নয়। কলকাতা, আহমেদাবাদ, দিল্লি, মুম্বইয়ে একাধিক ইভেন্টে অংশ নেবেন লিও। সব ঠিক থাকলে দুমাসে দুবার মেসি দর্শনের সুযোগ পাবেন ভারতীয়রা।

ভারতের টেস্ট অধিনায়ক গিলের প্রতিভার গোপন কাহিনি ফাঁস দ্রাবিড়ের

২৩ আগস্ট ঃ এখন তিনি টেস্ট দলের অধিনায়ক। ওয়ানডে তো বটেই, টি-টোয়েন্টি তেও সহ-অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল। সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজেও আগুনে ফর্মে ছিলেন তিনি। সেই ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে সফর শুরু গিলের। যে দলের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবি।। শুরুতে কেমন দেখেছিলেন গিলকে? সেই নিয়ে মুখ খুললেন দ্রাবি। সম্প্রতি রবিচং।দ্রন অশ্বিনকে একটি পডকাস্টে ভারতের প্রাক্তন কোচ বলেন, শুভমান গিলকে আলাদা করে চেনা যেত। পৃথ্বী শ-কে নিয়েও একই কথা বলা যায়। আমার আগেই গিলকে অনেকে চিনতেন। আমি শুনেছিলাম, 'শুভমান গিল দারুণ প্লেয়ার'। আর এটা সত্যি, যখন তুমি যখন ভারতীয় ক্রিকেটের মধ্যে থাকো, আর বৈভব সূর্যবংশী বা আয়ুষ মাত্রের মতো প্রতিভা উঠে আসে, তখন কোচেদের নজরে প।বেই। গিলকে দেখার আগেই অন্তত ৬জন আমাকে ওর ব্যাপারে বলেছে। সবাই বলেছে ও কত

ভালো প্লেয়ার।

'কুট্টি স্টোরিজ' নামের ওই পডকাস্টে দ্রাবিড় আরও বলেন, আমি বিশেষ কারও নাম বলব না। তাতে অনেকের প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু, যখন আমি প্রথম ঋষভ পন্থকে দেখি, তখনই বুঝি ও সবার থেকে আলাদা। আবার যদি ২০১৬-র ওই ব্যাচটার দিকে তাকাই, তাহলে মনে পড়বে খলিল আহমেদের কথা। ও এখনও নিজের রাস্তা খুঁজছে। এখনও সেটা ও খুঁজে পাইনি। কিন্তু যখন আমি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, 'তরুন বোলার হিসেবে ওর মধ্যে আলাদা প্রতিভা আছে'।বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল। সেখানেও প্রতিভার ছড়াছড়ি। তাঁদের মধ্যে কাকে 'স্পেশাল' বলে মনে হচ্ছে তাঁর? তা উত্তরে দ্রাবিড় বলছেন, রিয়ান পরাগ আছে। যখন আমি ১৮ বছর বয়সি সঞ্জু স্যামসনকে দেখি, তখনই ওর প্রতিভা বুঝেছিলাম। অনেক নামই হয়তো বলা হল না। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের সিস্টেমটাই এরকম। যাদের দেখে মনে হয় ' আর প্রতি বছর আইপিএলের ট্রায়ালে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে।

চাকরি গেল টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে পুরনো সাপোর্ট স্টাফের

গম্ভীর জমানায় চাকরি গেল ভারতীয় দলের আরও এক সদস্যের। এর আগে টিম ইন্ডিয়া থেকে বরখাস্ত হয়েছেন সোহম দেশাই বা টি দিলীপের মতো গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এবার চাকরি গেল দলের সবচেয়ে পুরনো সাপোর্ট স্টাফ রাজীব কুমারের। প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে টিম ইন্ডিয়ার ম্যাসিওরের ভূমিকা পালন করেছেন রাজীব। এশিয়া কাপের ঠিক আগেই তাঁর চাকরি গেল। সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরেও গিয়েছিলেন রাজীব। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর আর নতুন চুক্তি করা হল না তাঁর সঙ্গে। জানা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করেন, অনেক সাপোর্ট স্টাফই দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন। যার ফলে তাঁদের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়। এর যেমন ভালো দিক রয়েছে। তেমনই অনেকে মনে করেন, দলের উন্নতির পক্ষে যা বাধা তৈরি করছে। সেই কারণেই কি চাকরি গেল রাজীবের? আসলে গৌতম গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফে একাধিক বদল এসেছে। তিনি অভিষেক নায়ারকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়ে আসেন, পরে তাঁর চাকরি যায়। অন্যদিকে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপেরও চাকরি গিয়েছিল। তবে ইংল্যান্ড সফরের আগে তাঁকে ফের দলে নেওয়া হয়। যদিও এশিয়া কাপে তিনি থাকবেন কি না, তা এখন নিশ্চিত নয়। এর আগে স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইকেও ছাঁটাই করা হয়েছিল।

একনজরে বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফ-

প্রধান কোচ ঃগৌতম গম্ভীর

সহকারী কোচঃ রায়ান টেন দুশখাতে (ফিল্ডিংয়ের দায়িত্বও পালন করছেন)

ব্যাটিং কোচ ঃ সীতাংশু কোটাক

বোলিং কোচঃ মর্নি মর্কেল

স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচঃ অ্যাড্রিয়ান লে রক্স

ফিল্ডিং কোচ ঃ টি দিলীপ

থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট ঃ রাঘবেন্দ্র দ্বিবেদী (রঘু)

লিটনের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ

২৩ ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য ১৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। উইকেটকিপার-ব্যাটার লিটন দাসের নেতৃত্বে এই দলে বেশ কয়েকটি চমক রয়েছে। দীর্ঘ তিন বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন কাজী নুরুল হাসান সোহন। অন্যদিকে, বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ, যিনি আপাতত রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে থাকবেন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত এশিয়া কাপ ২০২৫। এবারের আসরে 'গ্রুপ বি'তে খেলবে বাংলাদেশ। টাইগারদের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে আফগানিস্তান, হংকং এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষ হংকং। এরপর ১৩ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা এবং ১৬ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ দল নেদারল্যান্ডস সফরে তিন ম্যাচের একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ৩০ আগস্ট শুরু হয়ে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সিরিজ। এই সিরিজেও এশিয়া কাপ স্কোয়াডেরই ১৬ জন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। দল নির্বাচনে বিসিবি বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিজ্ঞ উইকেটকিপার সোহন তিন বছর পর আবার জাতীয় দলে ফিরেছেন। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে তিনি জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন। তরুণ ব্যাটার সাইফ হাসানকেও আবার টি-টোয়েন্টি দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকের পর সাইফের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি যাত্রা থমকে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, পারিবারিক কারণে দলে

নেই মেহেদি হাসান মিরাজ। জানা গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তাই নেদারল্যান্ডস সফর এবং এশিয়া কাপ থেকে তিনি ছুটি নিয়েছেন। ফলে রিজার্ভ তালিকায় নাম উঠে এসেছে এই অলরাউন্ডারের। রিজার্ভ ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন সৌম্য সরকার, তনভীর ইসলাম এবং পেসার হাসান মাহমুদ।

নেতৃত্বে লিটন দাসকে রেখে বিসিবির আস্থা ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কাকে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে পরাজিত করে এবং পাকিস্তানকেও ঘরের মাঠে হারায়। এশিয়া কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই লিটনকে অধিনায়ক হিসেবে ধরে রাখা হয়েছে। দলে তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ও তানজিম হাসান সাকিবের মতো পেসাররা থাকায় পেস আক্রমণে শক্তিশালী দল গড়েছে বাংলাদেশ। স্পিন বিভাগে আছেন শেখ মেহেদি, রিশাদ হোসেন এবং নাসুম আহমেদ।

লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তৌহিদ হৃদয়, জাকের আলি, শামিম হোসেন, কাজী নুরুল হাসান সোহন, শেখ মেহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। রিজার্ভ ক্রিকেটার সৌম্য সরকার, মেহেদি হাসান মিরাজ, তনভীর ইসলাম এবং হাসান মাহমুদ। প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলে বিশ্বকাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতিতেও এটি ব। ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে বোর্ড। বর্তমানে দল আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, লিটনের নেতৃত্বে টাইগাররা এই টুর্নামেন্টে কতদূর যেতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com